শুক্রবার
১৬ অক্টোবর ২০২৬
৩১ আশ্বিন ১৪৩৩
৫ জামাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪২

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com

খেলাধুলা ১৫
বিগ ব্যাশে রিশাদকে ধরে রাখল হোবার্ট হারিকেন্স

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪
চীনে এআই চিপে বাজিমাত করছে হুয়াওয়ে

আন্তর্জাতিক ১১
বিশ্ববাজারে চীনের মাংস ও দুগ্ধপণ্যের দাপট বাড়ছে

বিনোদন ২১
নানার মৃত্যুতে তনুশ্রীর 'আপত্তিকর' মন্তব্য

।নিউইয়র্কের মেয়র

জেসিকা টিশকে বরখাস্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই

নিউইয়র্ক

রাজনৈতিক মিত্রদের একাংশের চাপ সত্ত্বেও নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) কমিশনার জেসিকা টিশকে বরখাস্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। তাঁর এই অবস্থান নগরীর আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক সমর্থকদের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

। জাতীয় সংসদের সাউন্ড সিস্টেমে ।

শতকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেরামত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ৯ কোটি ৪ লাখ

কাজের মান এবং ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

শিহাব মনোয়ার ওয়াহিদ, ঢাকা

বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদ ভবনের সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের নামে শতকোটি টাকা আত্মসাৎ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের গুরুতর অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সরকারি অর্থ ব্যয়ে আধুনিক শব্দযন্ত্র স্থাপন ও সংস্কারের পরও সংসদ অধিবেশন চলাকালে বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় প্রকল্পের ব্যয়, কাজের মান এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীতে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল হাসান জানান, কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জাহিদুর রহিম জোয়ারদারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে অর্থ আত্মসাৎ এবং যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

দুদকের নথি ও প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের অধিবেশনকক্ষের সাউন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (এসআইএস) মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ৯ কোটি ৪ লাখ টাকার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর বাইরে সিস্টেম পরীক্ষা করতে প্রকৌশলীদের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ও সম্মানী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

বাংলাদেশে হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ

মার্চ থেকে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার সন্দেহভাজন ও শনাক্ত রোগীর তথ্য; জরুরি টিকাদান কার্যক্রমের উদ্যোগ

ঢাকা

বাংলাদেশে হামের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মার্চ থেকে দেশজুড়ে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার সন্দেহভাজন ও পরীক্ষায় শনাক্ত রোগীর তথ্য এবং এক হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যুর দাবি সামনে এসেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি টিকাদান কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

তবে এসব পরিসংখ্যানের কতটি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাম এবং কতটি মৃত্যু সরাসরি হামের কারণে হয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য সরকারি ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য দিয়ে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। হাম অত্যন্ত সংক্রামক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পরও ভারতে শেখ হাসিনা

প্রত্যাবর্তণ নিয়ে ঢাকা-দিল্লি টানাপোড়েন

■ দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা; বিচারিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঘিরে বিতর্ক

■ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা

ঢাকা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পরও দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা, আদালতের রায় কার্যকর করা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতে তাঁর সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। এরপর তাঁর সরকারের সময় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতার অভিযোগে বাংলাদেশে একাধিক বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসি-নাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তবে রায়ের পরও তিনি ভারতে অবস্থান করায় তাঁর প্রত্যর্পণ এবং সাজা কার্যকরের প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়েছে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হলেও ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান, চুক্তির শর্ত এবং কূটনৈতিক বিবেচনা প্রযোজ্য হয়। শেখ হাসিনার বিচার নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর সমালোচকেরা বিচারকে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা বিচারিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মানবাধিকার ও আইনের শাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ এবং আপিলের অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদিকে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা চললেও তাঁর প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়সূচি নিশ্চিত হয়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

নিউইয়র্কে ঘোড়ার গাড়ি বন্ধে সমঝোতা

আইন পাসের উদ্যোগ মেয়র মামদানির

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে পর্যটকদের জনপ্রিয় আকর্ষণ ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবসা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছেন মেয়র জোহরান মামদানি ও সিটি কাউন্সিল সদস্য গেল মেনিন। প্রস্তাবিত আইনটি পাস হলে দীর্ঘদিনের এই পর্যটনসেবার ভবিষ্যৎ বদলে যেতে পারে। ঘোড়ার গাড়ি বন্ধের পক্ষে অবস্থান নেওয়া প্রাণীকল্যাণ সংগঠনগুলোর যুক্তি, ব্যস্ত নগরীর সড়কে যানবাহন, শব্দদূষণ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ঘোড়া দিয়ে গাড়ি টানানো প্রাণীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে ঘোড়ার গাড়ির চালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের একাংশ এই শিল্প বন্ধের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, এটি নিউইয়র্কের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের অংশ এবং বহু পরিবারের জীবিকা এর সঙ্গে জড়িত। তাঁরা বিদ্যমান প্রাণীকল্যাণ বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে

ড.ইউনূসকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের হেনস্থা

নিউইয়র্ক

বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানবন্দরে উপস্থিত একদল প্রবাসী বাংলাদেশি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান দেন এবং মৌখিক প্রতিবাদ জানান।

প্রকাশিত ভিডিওতে কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। তাঁরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এবং এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক-এর প্রতিবেদনে ঘটনাটিকে বিমানবন্দরে ইউনূসের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের উত্তপ্ত পরিস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বিক্ষোভকারীদের উত্থাপিত অভিযোগগুলো তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য; সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

প্রকাশিত ভিডিওতে কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9894

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন : নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা নয়, হোক প্রবাসীদের ঐক্যের উৎসব

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু নির্বাচন এলেই সংগঠনটির চারপাশে যে প্রতিযোগিতা, বিভাজন, উত্তেজনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণা দেখা যায়, তা একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে—বাংলাদেশ সোসাইটি কি সত্যিকার অর্থে প্রবাসীদের কল্যাণে পরিচালিত হচ্ছে, নাকি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতাই এর প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হচ্ছে?

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অপরিহার্য। নেতৃত্বের পরিবর্তন, নতুন চিন্তার বিকাশ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম এটি। কিন্তু নির্বাচন যখন ব্যক্তিগত বিরোধ, দলাদলি, অর্থের প্রভাব কিংবা সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তখন সংগঠনের মূল লক্ষ্য আড়ালে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের কাছে প্রবাসীদের প্রত্যাশা অত্যন্ত স্পষ্ট। নতুন অভিবাসীদের আইনি ও সামাজিক সহায়তা, তরুণ প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, প্রবীণদের কল্যাণ, শিক্ষাবৃত্তি, কর্মসংস্থানসংক্রান্ত দিকনির্দেশনা এবং মূলধারার আমেরিকান সমাজে বাংলাদেশিদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত তাঁদের প্রধান অগ্রাধিকার।

প্রশ্ন হলো, নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর কতটা বাস্তবায়িত হয়? নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দায়িত্ব গ্রহণের পর সাধারণ সদস্যদের কাছে কতটা জবাবদিহি করেন? সংগঠনের আয়-ব্যয়, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি।

শুধু নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার, সভা-সমাবেশ কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা দিয়ে একটি সংগঠনের সফলতা বিচার করা যায় না। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, দক্ষ প্রশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশ সোসাইটিকে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির বিভাজন থেকে মুক্ত রাখা। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে। কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াত কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতের সমর্থক হতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ সোসাইটি কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা নয়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মিলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে কমিউনিটির স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

নির্বাচনে অর্থের প্রভাব এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার প্রদর্শনও উদ্বেগের বিষয়। নেতৃত্বের যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত সততা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মানবিকতা এবং অতীতের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। কে কত বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করলেন কিংবা কত ব্যয়বহুল প্রচারণা চালালেন, তা নেতৃত্বের প্রকৃত মানদণ্ড হতে পারে না। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে তরুণ প্রজন্ম ও নারীদের অংশগ্রহণে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকানদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখা কঠিন হবে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা এবং মূলধারার সমাজে প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতাকে সংগঠনের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য। ভোটার তালিকা, নির্বাচনী বিধিমালা, প্রচারণার সমান সুযোগ এবং ভোট গণনার প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো অভিযোগ উঠলে তা নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচনের পরের আচরণ। বিজয়ীরা যেন প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে না করেন, আর পরাজিতরা যেন সংগঠনের স্বার্থে সহযোগিতা থেকে সরে না দাঁড়ান। নির্বাচনের প্রতিযোগিতা শেষ হলে সবাইকে একই কমিউনিটির সদস্য হিসেবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সামনে এখন সুযোগ রয়েছে নিজেদের একটি আধুনিক, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার। এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শুধু উৎসব আয়োজন করবে না, বরং প্রবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনা বিকাশে বাস্তব ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের উৎসবে পরিণত হয়। মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে একটি প্যানেল জয়ী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিজয় তখনই হবে, যখন জয়ী হবে সমগ্র বাংলাদেশি কমিউনিটি।

জেএফকে বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে হেনস্তা : প্রবাসের রাজনীতিতে আমরা কোন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করছি?

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

মো মশিউর রহমান মজুমদার

নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ ও হেনস্তার অভিযোগ প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। ঘটনাটি শুধু একজন সাবেক সরকারপ্রধানকে লক্ষ্য করে ক্ষোভ প্রকাশের বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক সহনশীলতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির প্রশ্ন।

প্রকাশিত ভিডিও ও সংবাদমাধ্যমের বিবরণ অনুযায়ী, জেএফকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর একদল প্রবাসী বাংলাদেশি ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপস্থিতির কথাও বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসেছে। পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর নেতারা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক কয়েকজন উপদেষ্টা ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। তবে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি, কোনো বেআইনি বাধা বা শারীরিক আক্রমণ হয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা কী ছিল, তা নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং আইন লঙ্ঘনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, আমরা কি যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেও বাংলাদেশের অসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি করছি? নাকি মতপার্থক্যকে সম্মান জানিয়ে নতুন ধরনের রাজনৈতিক আচরণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করছি? গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদ কোনো অপরাধ নয়। বরং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ রাষ্ট্র ও সমাজকে জবাবদিহির মধ্যে রাখার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম। একজন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি—কেউই জনসমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী মতপ্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে বিশেষ সুরক্ষা দিয়েছে। ফলে ড. ইউনূসের রাজনৈতিক ভূমিকার বিরোধিতা করা, তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে স্লোগান দেওয়া নিজে থেকেই অনৈতিক বা বেআইনি হয়ে যায় না। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিতর্ক রয়েছে। তাঁর সরকারের সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, অর্থনীতি, মানবাধিকার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। এসব প্রশ্নের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলেই তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সমালোচনার বাইরে থাকবে—এমন ধারণা গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু প্রতিবাদের অধিকার যত গুরুত্বপূর্ণ, সেই অধিকার প্রয়োগের পদ্ধতিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারেন, ব্যানার বহন করতে পারেন, স্লোগান দিতে পারেন। কিন্তু হুমকি, ভয়ভীতি, শারীরিক আক্রমণ কিংবা অন্যের চলাচলে বেআইনি বাধা দেওয়াকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে বৈধতা দেওয়া যায় না। একটি পরিণত গণতান্ত্রিক সমাজ এই সীমারেখাটি বোঝে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি আলোচিত নাম। গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের জন্য তিনি ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দেন। এই দুই পরিচয়ই তাঁকে জনসমালোচনার আওতায় নিয়ে আসে। তাঁর সমর্থকেরা তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকার ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে পারেন। বিরোধীরা তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে পারেন। উভয় পক্ষেরই মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক অবস্থানের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদাকে আক্রমণ করা রাজনৈতিক যুক্তির বিকল্প হতে পারে না। একজন সাবেক সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে যদি গুরুতর অভিযোগ থাকে, তাহলে তা তথ্য, নথি, সাক্ষ্য ও প্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরা উচিত। তাঁর সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত জনস্বার্থবিরোধী হয়ে থাকলে সেই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। কোন নীতি ব্যর্থ হয়েছে? কোন সিদ্ধান্তে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে? কোথায় প্রশাসনিক জবাবদিহির অভাব ছিল? কোন পদক্ষেপের ফলে অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষতি হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সমালোচনা। অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিদ্রূপ, অপমানজনক বক্তব্য কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ প্রকৃত রাজনৈতিক বিতর্ককে আড়াল করে দেয়। তখন নীতিগত প্রশ্নের পরিবর্তে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে কে কাকে কতটা অপমান করতে পেরেছে। এ ধরনের সংস্কৃতিতে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিভাজনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য অনেক সময় ব্যক্তিগত শত্রুতা, সামাজিক দূরত্ব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সংস্কৃতির প্রভাব দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রবাসেও দৃশ্যমান।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাস। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশিরা এখানে ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রযুক্তি, সাংবাদিকতা, আইন এবং স্থানীয় রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিনের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপস্থিতি এখন উল্লেখযোগ্য। এই অর্জনের সঙ্গে একটি দায়িত্বও যুক্ত হয়েছে। আমরা শুধু বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয় বহন করি না; যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশেরও অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি এই সমাজ থেকে রাজনৈতিক সহনশীলতার শিক্ষা গ্রহণ করছি? বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ বিএনপি, কেউ জামায়াতে ইসলামী, কেউ জাতীয় নাগরিক পার্টি কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন। আবার অনেকে দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেন। এই বৈচিত্র্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সম্পদ হওয়ার কথা। অথচ কখনো কখনো রাজনৈতিক পরিচয় সামাজিক সম্পর্কের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। একই এলাকার মানুষ, একই ভাষার মানুষ, এমনকি দীর্ঘদিনের পরিচিতজনেরাও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান। প্রবাসে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা অবশ্যই হবে। কিন্তু সেই আলোচনা যদি পারস্পরিক অপমান ও বিদ্বেষের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহলে তা আমাদের সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সংঘাত ও মেরুকরণমুক্ত নয়। এখানেও রাজনৈতিক উত্তেজনা, তীব্র প্রতিবাদ এবং কখনো সহিংসতার ঘটনা ঘটে। তবু দেশটির সাংবিধানিক কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে—রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমালোচনা করার অধিকার নাগরিক স্বাধীনতার অংশ।

এই অধিকার রক্ষার সঙ্গে অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও রয়েছে।

নিউইয়র্কে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং রাজনৈতিক নেতারা নিয়মিত আসেন। জাতিসংঘের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বহু দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়।

এসব প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং বেআইনি আচরণের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার দায়িত্ব প্রতিবাদকারী, আয়োজক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী—সবার। প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। কোনো নেতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে সুস্পষ্ট দাবি, তথ্যভিত্তিক বক্তব্য এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ কর্মসূচি অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

কারণ রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাফল্য শুধু কত জোরে স্লোগান দেওয়া হলো, তার ওপর নির্ভর করে না। প্রতিবাদের বক্তব্য কতটা যৌক্তিক, তথ্যসমর্থিত এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট—সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জেএফকে বিমানবন্দরের ঘটনার পর রাজনৈতিক নেতাদের নিন্দা এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সামনে এসেছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। কোনো ঘটনার নিন্দা জানানো রাজনৈতিক বা নৈতিক অবস্থান হতে পারে। কিন্তু কাউকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা একটি পৃথক আইনি বিষয়। যদি কেউ শান্তিপূর্ণভাবে স্লোগান দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য অপছন্দ হলেও সেই অধিকারকে সম্মান করতে হবে। অন্যদিকে যদি কেউ শারীরিক আক্রমণ, হুমকি বা বেআইনি বাধা সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কাউকে অপরাধী ঘোষণা করা গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ার কারণে কারও বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উপেক্ষা করাও উচিত নয়। আইনের শাসনের মূলনীতি হলো—অভিযোগের বিচার হবে প্রমাণের ভিত্তিতে, রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নয়। এই নীতি শুধু ড. ইউনূসের ক্ষেত্রে নয়, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, তারেক রহমান কিংবা যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। গণতন্ত্রে ব্যক্তির পরিচয় বদলাতে পারে, ক্ষমতার অবস্থান বদলাতে পারে; কিন্তু ন্যায়বিচারের মানদণ্ড বদলানো উচিত নয়। বর্তমান সময়ে একটি ঘটনা যতটা বাস্তবে ঘটে, অনেক সময় তার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও, নির্বাচিত একটি দৃশ্য কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম মুহূর্তেই হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এর ফলে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানার আগেই মানুষ রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

যাঁরা ড. ইউনূসের সমর্থক, তাঁরা ঘটনাটিকে তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হেনস্তা হিসেবে দেখতে পারেন। অন্যদিকে তাঁর বিরোধীরা সেটিকে রাজনৈতিক ক্ষোভের স্বাভাবিক প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু সাংবাদিকতার দায়িত্ব কোনো পক্ষের পূর্বনির্ধারিত ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠা করা নয়।

সাংবাদিকতার দায়িত্ব হলো ঘটনার সত্যতা যাচাই করা।

কে প্রতিবাদ করেছেন, কোথায় করেছেন, কী বলেছেন, কোনো হুমকি দেওয়া হয়েছে কি না, নিরাপত্তাকর্মীদের ভূমিকা কী ছিল এবং কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি হয় না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারসংখ্যা সত্যতার প্রমাণ নয়। একটি ভিডিও জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু সেটি ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরছে—এমন নিশ্চয়তা নেই। এখানে সংবাদমাধ্যমের আরও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সংখ্যা কম নয়। এসব সংগঠন কমিউনিটির বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনার মুহূর্তে নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। নেতৃত্বের অর্থ শুধু সমর্থকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা নয়; তাঁদের আচরণকে দায়িত্বশীল ও আইনসম্মত রাখাও নেতৃত্বের অংশ। কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যক্তিগত অপমান, উসকানি কিংবা সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হলে আয়োজকদের উচিত তা প্রতিরোধে উদ্যোগী হওয়া। একই সঙ্গে যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিবাদের শিকার হন, তাঁদের সমর্থকদেরও পাল্টা উত্তেজনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একটি ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরেকটি সংঘাত তৈরি হলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো কমিউনিটি। আমাদের মনে রাখা উচিত, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি পরিচয় শুধু রাজনৈতিক পরিচয় নয়। এটি একটি ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সম্মিলিত সামাজিক অগ্রযাত্রার পরিচয়। সেই পরিচয়কে দলীয় বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারের নতুন প্রজন্ম যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠছে। তারা দেখে, তাদের অভিভাবকেরা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে গভীর আবেগ প্রকাশ করেন।

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

Chief Editor	: Shibbir Ahmed	প্রধান সম্পাদক	: শিব্বীর আহমেদ
Publisher & Editor	: MD MashiurRahman Majumder	প্রকাশক ও সম্পাদক	: মো মশিউর রহমান মজুমদার
News Editor	: Reema Wahid	বার্তা সম্পাদক	: রিমা ওয়াহিদ
Dhaka Bureau Chief	: Sehab Munawar Wahid	ঢাকা ব্যুরো প্রধান	: শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

মোহাম্মদ ফরহাদ: শান্ত স্বরের অমিত শক্তি

চিররঞ্জন সরকার

ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, চিনি ছাড়া চা আর যুক্তিনির্ভর শান্ত কণ্ঠ। বোদার মেঠোপথ থেকে পুরানা পল্টন–কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের সাদামাটা জীবন ও জননেতা হয়ে ওঠার স্মৃতিচারণ।

কিছু মানুষকে প্রথম দেখার স্মৃতি কখনো পুরোনো হয় না। সময়ের ধুলো জমে, জীবনের কত মানুষ আসে-যায়, কত মুখ বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়, কিন্তু কোনো কোনো মুখ আশ্চর্যভাবে থেকে যায়। কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ তেমনই একজন। তাকে প্রথম দেখেছিলাম পঞ্চগড়ের বোদায়, বন্ধু রেজাদের বাড়িতে। তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। রেজাদের বাড়ি ছিল আমার দ্বিতীয় ঘরের মতো। তাই সেখানে তার আসা-যাওয়া আমার কাছে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তখন কে জানত, ছোটখাটো গড়নের ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সেই মানুষটি একদিন আমার রাজনৈতিক চিন্তার জগতে এত গভীর ছাপ রেখে যাবেন!

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আমার কাছে 'কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ' থাকলেন না, হয়ে গেলেন 'ফরহাদ ভাই'। সম্বোধনের এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যেই যেন দূরত্বটা কমে গিয়েছিল। তার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা বয়সে অনেক ছোট মানুষকেও সহজে আপন করে নিত।

ফরহাদ ভাইয়ের জীবনযাপন ছিল তার পোশাকের মতোই সাদামাটা। সাদাভাত, আলু আর টাকি মাছের ভর্তা ছিল তার পছন্দের খাবার। বোদায় কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এলে নিজেই কখনো কখনো খাবারের মেন্যু বলে দিতেন। তার জীবনের বিলাসিতাও ছিল খুব সামান্য। সকালে পত্রিকা পড়তে পড়তে চিনি ছাড়া এক কাপ চা এবং একটি স্টার সিগারেট। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে মনে হয়, কত কম জিনিস নিয়ে একজন মানুষ বড় হতে পারে!

তবে তাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তার কথা বলার ধরনের জন্য। তিনি কখনো গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করতেন না। জনসভায় তার ভঙ্গিতে কোনো নাটকীয়তা ছিল না। খুব ধীরে, পরিষ্কার করে, যুক্তি সাজিয়ে কথা বলতেন। মনে হতো, তিনি বক্তৃতা করছেন না, শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। অথচ তার সেই শান্ত স্বরেই এমন এক শক্তি ছিল, যা মানুষকে থামিয়ে দিত, তার কথা শুনতে বাধ্য করত। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষও তার কথা শুনে বুঝতে পারতেন, ভাবতে পারতেন। তখন হয়তো পুরোপুরি বুঝিনি, কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলার এই ক্ষমতাই একজন প্রকৃত নেতাকে আলাদা করে।

তখন আমাদের পরিমণ্ডলেও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতো। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, নির্বাচন এসব নিয়ে কথাবার্তা শুনেই বড় হয়েছি। পরে সত্যেন সেনের বই, সোমেন চন্দের গল্প, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনীতির টানাপোড়েন পড়তে পড়তে বাম রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ তৈরি হলো। তারপর একদিন ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম, আমি আর দর্শক নেই, রাজনীতির ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির নামের মধ্যেই এক ধরনের আবেগ ছিল। আর ফরহাদ ভাই ছিলেন সেই আবেগের অন্যতম কেন্দ্র।

একবার শুনলাম, বড় একটি সভা হবে। সেখানে মনি সিংহ ও ফরহাদ ভাই বক্তব্য দেবেন। আমি অনেক আগেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। বুকের ভেতর তখন কেমন একটা ধুকপুকানি। এতদিন নাম শুনেছি, এবার সামনে থেকে দেখব। মঞ্চে যখন ফরহাদ ভাই উঠলেন, তার কথার ধরন আমাকে বিস্মিত করেছিল। তিনি দেশ, গণতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষকের অধিকার নিয়ে বলছিলেন। কিন্তু তার ভাষায় উত্তেজনার চেয়ে যুক্তি বেশি, স্লোগানের চেয়ে চিন্তা বেশি। সেদিন প্রথম মনে হয়েছিল, রাজনীতি শুধু মিছিলের বিষয় নয়, রাজনীতি আসলে চিন্তারও বিষয়।

তরুণ কর্মীদের প্রতি তার আলাদা এক মমতা ছিল। আমাদের মতো অখ্যাত কর্মীর সঙ্গেও তিনি মন দিয়ে কথা বলতেন। একদিন জনসভা শেষে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, শুধু মিছিল করলেই হবে না, পড়াশোনাও করতে হবে। রাজনীতি না বুঝে রাজনীতি করলে সেটা বিপজ্জনক। কথাটি তখন হয়তো মাথায় ঢোকেনি। পরে জীবনের নানা বাঁকে এসে বুঝেছি, তিনি কত গভীর একটি কথা বলেছিলেন। তিনি কর্মী চাইতেন, কিন্তু অন্ধ অনুসারী চাইতেন না। তিনি প্রশ্ন করতে শেখাতেন, চিন্তা করতে শেখাতেন।

আশির দশকের বাংলাদেশ ছিল উত্তাল। সামরিক শাসন, আন্দোলন, ছাত্র রাজনীতি, শ্রমিক অসন্তোষ, রাজপথের মিছিল সব মিলিয়ে চারপাশে ছিল অস্থিরতা। সেই সময় ফরহাদ ভাইয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য দেখেছি, সেটিই তাকে আমার কাছে আলাদা করে তুলেছিল। তিনি আদর্শে দৃঢ় ছিলেন, কিন্তু বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতেন না। মতের বিরোধকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করতেন না। তাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছেও তার সম্মান ছিল।

তারপর এলো সেই দিন, যেদিন শুনলাম ফরহাদ ভাই আর নেই।

১৯৮৭ সালের ৯ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যুর সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছাল। খবরটি যেন হঠাৎ করে একটি পরিচিত পৃথিবীর দরজা বন্ধ করে দিল। পার্টি অফিসে গিয়ে দেখলাম, সবাই অস্বাভাবিক নীরব। কেউ উচ্চস্বরে কথা বলছে না। কারও চোখে জল, কেউ চুপচাপ সিগারেট টানছে। মনে হচ্ছিল, একজন মানুষ চলে যাননি, একটি সময় চলে গেছে। মস্কো থেকে তার মরদেহ ঢাকায় আনা হলো। বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামল। কারও মুখে কথা নেই, চোখে জল। স্লোগান উঠছে, কিন্তু স্লোগানের ভেতরেও কান্নার শব্দ। তার শেষ ইচ্ছা ছিল, জন্মস্থান পঞ্চগড়ের বোদার মাটিতে যেন তার মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে মরদেহ হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় বোদায়।

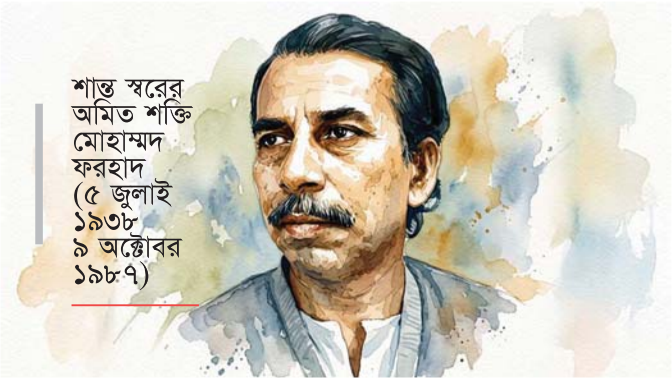

হেলিকপ্টারটি যখন বোদার আকাশে ভেসে উঠল, নিচে তখন মানুষ আর মানুষ। মাঠ, রাস্তা, আশপাশের জায়গা, এমনকি ধানের ক্ষেত পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। বহু মানুষ বহু দূর থেকে হেঁটে এসেছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্র, গৃহবধূ, তরুণ, বৃদ্ধ, শিশু। মনে হয়েছিল, একটি মানুষকে বিদায় জানাতে পুরো উত্তরবাংলা যেন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন বোদার মাঠে দাঁড়িয়ে আমি বুঝেছিলাম, একজন রাজনৈতিক নেতার সবচেয়ে বড় স্মৃতিসৌধ আসলে মানুষের হৃদয়। কোনো পাথরের ফলক নয়, কোনো সরকারি ভবন নয়, মানুষের চোখের জলই হয়তো একজন মানুষের জীবনের সত্যিকারের মূল্যায়ন।

পরে তার মরদেহ আবার ঢাকায় আনা হয়। পুরানা পল্টনে পার্টি অফিসের সামনে শেষ জানাজা। যে জায়গায় তিনি জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, তরুণ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, মিছিল করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানেই তাকে শেষবারের মতো দেখতে মানুষের ঢল নেমেছিল। রিকশাচালক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ সবাই এসেছিলেন। সেদিন ঢাকা শহরও থমকে গিয়েছিল।

আজ এত বছর পর বাংলাদেশের রাজনীতির দিকে তাকালে ফরহাদ ভাইয়ের কথা আরও বেশি মনে পড়ে। এখন রাজনীতিতে হিংসা-বিদ্বেষ বেড়েছে। শোরগোল বেড়েছে, কিন্তু যুক্তির জায়গা সংকুচিত হয়েছে। ব্যক্তিপূজা বেড়েছে, কিন্তু আদর্শের কথা কম শোনা যায়। এমন সময়ে তার শান্ত কণ্ঠ আরও প্রয়োজনীয় মনে হয়।

আমার কাছে ফরহাদ ভাই শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষকের মতো। তিনি শিখিয়েছিলেন, রাজনীতি মানে শুধু ক্ষমতায় যাওয়া নয়, মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবাও। মিছিল করার পাশাপাশি পড়াশোনা করতে হবে, স্লোগান দেওয়ার আগে বিষয়টি বুঝতে হবে, আর সবকিছুর আগে মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে। এত বছর পর আজ ফরহাদ ভাইয়ের কথা আরও বেশি মনে পড়ে। এখনকার রাজনীতিতে বিভেদ আর কৌশল অনেক বেড়েছে, কিন্তু আদর্শের গুরুত্ব কমেছে। যুক্তির চেয়ে শোরগোল বেশি, মানুষের চেয়ে নেতার বন্দনা বেশি। এমন সময়ে ফরহাদ ভাইয়ের মতো মানুষের অভাব খুব অনুভব করি। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে শোষণ ও বৈষম্য যত দিন থাকবে, তত দিন বাম রাজনীতির প্রয়োজনও থাকবে। তবে সময়ের সঙ্গে এই রাজনীতিকেও বদলাতে হবে। মার্ক্সবাদ বা লেনিনবাদকে ধর্মগ্রন্থের মতো আঁকড়ে থাকলে চলবে না। সময় ও বাস্তবতা বুঝতে হবে, সাধারণ মানুষের ভাষায় তাদের কথা বলতে হবে। ফরহাদ ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলোর মধ্যে এটিও একটি। আজকের তরুণদের অনেকেই হয়তো তার নাম জানে না। কিন্তু আমরা যারা আশির দশকের উত্তাল সময় দেখেছি, তারা জানি, বাংলাদেশের বাম রাজনীতিতে ফরহাদ ভাই ছিলেন এক বিশেষ মানুষ। তিনি শুধু একজন নেতা ছিলেন না, ছিলেন একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি। আমার কাছে তিনি সেই মানুষ, যিনি বুঝিয়েছিলেন, রাজনীতি মানে শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, মানুষের জন্য ভাবা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোও।

আজও তার নাম মনে পড়লে চোখের সামনে ভেসে ওঠে হেলিকপ্টারে করে তার মরদেহ বোদায় নিয়ে আসার দৃশ্য, মাঠজুড়ে মানুষের ভিড়, স্বজন হারানোর মতো কান্না আর পুরানা পল্টনে শেষ জানাজার সেই জনসমুদ্র। তিনি কবরে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন, কিন্তু মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা আর আদর্শ এখনও যেন কথা বলে চলেছে। শোষিত মানুষের অধিকার আর তরুণদের প্রতিবাদের মধ্যে আমি আজও ফরহাদ ভাইয়ের স্মৃতি খুঁজে পাই!

আজ কেবলই মনে হয়, সেই উক্তি:
'মৃত্যুতে নিঃশেষ নও কমরেড ফরহাদ
তোমার কর্মযজ্ঞ এতই বিরাট!'

'রাস্তা আছে যেখানে, অটো চলবে সেখানে'

আমীন আল রশীদ

ঢাকার প্রধান সড়কগুলোয় ট্রাফিক পুলিশের নাকের ডগায় অবাধে চলছে নিবন্ধনহীন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। জুলাই অভ্যুত্থানের পর অলৌকিক কোনো এক মহিমায় সারা দেশে অটোরিকশার সংখ্যা বাড়ল জ্যামিতিক হারে–একদম যেন আলাদিনের চেরাগের কেরামতি। এই অভূতপূর্ব অটোরিকশা-বিস্ফোরণের সঙ্গে অভ্যুত্থানের রসায়নটা ঠিক কী, তা নিয়ে গবেষণার গুরুভার না হয় সমাজবিজ্ঞানীদের কাঁধেই সোপর্দ করা গেল। তবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অটোরিকশার প্রবৃদ্ধির ফসল সাধারণ মানুষের পিঠ যেভাবে ছিলে দিচ্ছে, তার একটা জ্বলন্ত নমুনা মিলল আমার পরিচিত এক প্রাইভেটকারচালকের মুখে।

গত ৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে অটোরিকশাচালকদের সুসংগঠিত বাহিনী যখন বীরদর্পে মতিঝিলের দিকে মার্চ করছিল, তখন তাদের গর্জন ছিল, 'রাস্তা আছে যেখানে, অটো চলবে সেখানে।' ওই দিন বিকেলে অফিসের নিচে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পূর্বপরিচিত সেই প্রাইভেটকারচালক ভাইটি অটোরিকশার এই 'গণতান্ত্রিক' শাসনব্যবস্থা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলেন।

তার সেই জবানবন্দিটা হুবহু তুলে ধরা দরকার, কারণ রাজপথের বর্তমান সুশাসনের চেহারাটা এই বক্তব্যের ভেতরে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, "আগে রাস্তায় বের হইলে ট্রাফিক পুলিশরে ভয় পাইতাম। মনে করেন যে, গাড়ির কাগজপত্রে কিছু ঝামেলা তো থাকেই। টুকটাক নিয়ম তো ভাঙিই। চাইলেই পুলিশ আটকাইতে পারে। জরিমানাও দিছি অনেক। কিন্তু বিশ্বাস করেন, এখন ট্রাফিক পুলিশের চাইতে বেশি ভয় পাই অটোওয়ালাদের। এমনভাবে চালায়। ধরেন সে উল্টাপথে আইসা অথবা ধরেন পাশ দিয়া এমনভাবে গাড়িতে একটা ঘসা দিয়া গেল যে, আমার দশ হাজার টাকা নাই। তাগোরে কিচ্ছু কওন যায় না। পুলিশও তাগোরে ধরে না। কিছু জিগায় না।"

রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বা অটোরিকশাগুলো এখন কতটা ভয়ের বাহনে পরিণত হয়েছে, এই মন্তব্যের ভেতরে তার কিছুটা আঁচ রয়েছে। তার মানে কি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে অটোরিকশা তুলে দিতে হবে? নিশ্চয়ই না। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, সরকার চাইলেই কি এখন অটোরিকশা তুলে দিতে পারবে? সে প্রশ্নের উত্তরও 'না'। অনেক সময় রাজধানীতে এই ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোর বেপরোয়া গতি এবং চালকদের উদ্ধত আচরণ দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না কেন? কীভাবে তারা শাহবাগ থেকে বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, বিজয় সরণি হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত–যে সড়কটি 'ভিআইপি সড়ক' হিসেবে পরিচিত, সেখানেও চলাচল করে? এমনকি এই সড়কে অনেক সময় তাদের উল্টো পথেও চলতে দেখা যায়। অথচ প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল, বাস ও ট্রাককে ট্রাফিক পুলিশ নিয়মিত আটকায়, কাগজপত্র যাচাই করে, মামলা দেয়। অপরদিকে অনিবন্ধিত অটোরিকশাগুলো অবৈধভাবে ভিআইপি সড়কেও চলছে, কিন্তু পুলিশ কিছু বলে না। তার কারণ কি এই যে, পুলিশও এদের ভয় পায়? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত 'হ্যাঁ'। তৃতীয় প্রশ্ন, পুলিশ কি আসলে ভয় পায়, নাকি এখানে তাদেরও নিজস্ব কোনো স্বার্থ আছে? কিংবা তারা মনে করে যে, লাখ লাখ অটোরিকশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তারা একযোগে রাস্তায় নামবে এবং আন্দোলন গড়ে তুলবে–যে আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সংসদের ভেতরের ও বাইরের বিরোধী শক্তিগুলো ঢুকবে এবং একে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে; অতএব তাদের না ঘাটানোই ভালো! এই প্রশ্নের উত্তরও সম্ভবত 'হ্যাঁ'। কেননা চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের আগে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারও রাজধানী থেকে অটোরিকশা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে অটোরিকশার সংখ্যা শনৈ শনৈ বাড়তে শুরু করে। অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো দেড় বছরে এবং বিএনপি সরকারের গত সাত মাসে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তবে অদ্ভুত বিষয় হলো, গত ৫ অক্টোবরের মিছিল থেকে অটোরিকশাচালকরা যে স্লোগান দিল–'রাস্তা আছে যেখানে, অটো চলবে সেখানে'–এর মধ্য দিয়ে তারা মূলত দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল; একটি অন্যায় করার 'লাইসেন্স' চাইল। কেননা কোন সড়কে কোন ধরনের যানবাহন চলবে এবং কোন সড়কে কোন ধরনের বাহন নিষিদ্ধ–সেটি ঠিক করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও ট্রাফিক বিভাগের। কিন্তু যখন কোনো গোষ্ঠী স্লোগান দেয় 'রাস্তা আছে যেখানে, অটো চলবে সেখানে', তার অর্থ দাঁড়ায়–তাদের কোনো সড়কে বাধা দেওয়া যাবে না; তারা দেশের সকল আইনকানুন ও নিয়মের ঊর্ধ্বে! তাদের ধরা যাবে না, অন্যায় করলে তাদের আটকানো যাবে না; আটক করলে সদলবলে রাস্তায় নেমে মিছিল করবে এবং সরকারকে হুমকি দেবে।

'রাস্তা আছে যেখানে, অটো চলবে সেখানে'–এই স্লোগান শুনে কেউ কেউ রসিকতা করে বলছেন, সুযোগ থাকলে অটোরিকশাচালকরা নাকি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং বিমানবন্দরের রানওয়েতেও রিকশা নিয়ে ঢুকে যেতেন! ভবিষ্যতে এই দাবিও হয়তো তারা জানাবেন!

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো দেড় বছর বাংলাদেশ কার্যত একটি 'দাবি আদায়ের দেশে' পরিণত হয়। আনসার, শিক্ষক, নার্স, জুলাই যোদ্ধা ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে প্রায় প্রতিদিনই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, যে কেউ দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলেই যেন সরকার সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য! দাবি আদায়ের নামে এই সময়ে অনেক 'মব সহিংসতার' ঘটনাও ঘটেছে। সেই ধারাবাহিকতায় অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনে যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে তা হলো–হঠাৎ করে দেশে অটোরিকশার সংখ্যা এত বেড়ে গেল কেন? অন্য খাত থেকে বেকার হওয়া মানুষগুলোই কি এখন অটোরিকশায় জীবিকার নতুন উৎস খুঁজে পেয়েছেন, নাকি ঢাকার বাইরে কাজের সুযোগ ও আয় কমে যাওয়ায় দলে দলে মানুষ ঢাকায় এসে সবচেয়ে সহজ কাজ হিসেবে অটোরিকশা চালানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? একটি শহরে–বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরেই বা সর্বোচ্চ কত হাজার রিকশা ও অটোরিকশা প্রয়োজন? বিভিন্ন সড়ক, এমনকি অলিগলিতেও যে পরিমাণ অটোরিকশা চোখে পড়ে, তাতে অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, একটি অটোরিকশার দৈনিক যে জমা/ভাড়া, সেটি দেওয়ার পর একজন চালকের সংসার চালানোর মতো আয় কি হয়? এত যাত্রী কি তারা পান? এত অটোরিকশার মালিকই বা কারা?

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অটোরিকশা বন্ধে সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা এসেছিল সাধারণ মানুষের তরফ থেকেই। তখন বলা হয়েছিল, পায়েচালিত রিকশার চেয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় পরিশ্রম কম এবং দ্রুত যাতায়াতের জন্য এটি ভালো; তা ছাড়া এতে যাতায়াত খরচও কিছুটা কমবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অটোরিকশাই এখন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহরের জন্য বিরাট বোঝায় পরিণত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মানুষের চেয়ে রিকশার সংখ্যাই যেন বেশি! অনেক রাস্তায় এদের দৌরাত্ম্যে হাঁটাও যায় না। উপরন্তু অটোরিকশাচালকদের বেপরোয়া আচরণ, অতিরিক্ত গতি এবং কাউকে পরোয়া না করার মানসিকতায় এটি এখন এক আতঙ্কের নাম। একই সঙ্গে রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব অটোরিকশা–যাদের কাছে খোদ পুলিশও যেন অসহায়! কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো এবং এ থেকে উত্তরণের পথই বা কী?

জুলাই অভ্যুত্থানের মাস তিনেক পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা মহানগর পুলিশের তৎকালীন কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছিলেন, "এই সমাজে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য অটোরিকশা প্রয়োজন। আমাদের বাস্তবভিত্তিক চিন্তা করতে হবে। তবে যে হারে অটোরিকশা বাড়ছে, সেই হারে বাড়লে পুরো রাস্তা দখল করে ফেলবে। এরপর আপনারা কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবেন না। এমনটা হতে দেওয়া যাবে না; এখনই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।" কিন্তু বাস্তবতা হলো, অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো দেড় বছরে এবং বিএনপি সরকারের গত সাত মাসেও এ বিষয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ একবার অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও পরে এ বিষয়ে সরকারের তরফে কোনো শক্ত পদক্ষেপ আসেনি।

মস্তষ্কিরে অন্ধকারে আলোর ঝলক–

২০২৬ সালরে চকিৎিসাশাস্ত্ররে নোবলে

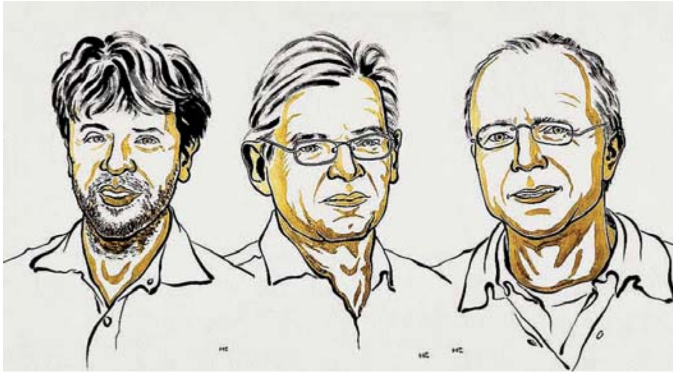

বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ

রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে যেমন বাতি নেভানো যায়, আলো দিয়ে তেমনি অন-অফ করা যাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ!

দূর আকাশে বিজলির চমক দেখে একদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল ঘরের বিদ্যুৎ; তাই এখন সুইচ টিপলেই চোখের পলকে ঘর আলোয় ভরে ওঠে। এ বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জানিয়ে দিল–এই আলো আমাদের শরীরের ভেতরেও জাদুকরী খেলা খেলতে পারে। মানবদেহের সবচেয়ে জটিল ও রহস্যময় অঙ্গটি হলো আমাদের মস্তিষ্ক। কোটি কোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরনের অদ্ভুত জালের মধ্য দিয়ে চলা এই নেটওয়ার্ক আমাদের স্মৃতি, আবেগ, ভয়, ভালোবাসা আর সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই জটিল মস্তিষ্কের অলিগলিতে আলোর ঝিলিক ফেলে তা নিয়ন্ত্রণ করার অভাবনীয় এক পদ্ধতির আবিষ্কারই এবার চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান–নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে তিন বিজ্ঞানীকে।

মস্তিষ্কের গোপন কুঠুরিতে আলোকপাত

মানব মস্তিষ্কের গোলকধাঁধা যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। মাত্র ১.৩ কেজির এই নরম টিস্যুটি কীভাবে আমাদের সুখ, দুঃখ, স্মৃতি আর সৃজনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে, তা এক চিরন্তন রহস্য। এই জটিল রহস্যভেদের চাবিকাঠি খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন এক অভূতপূর্ব প্রযুক্তির সন্ধান পেয়েছেন, যা স্নায়ুবিজ্ঞানের (ঘবঁৎড়ংপরবহপব) দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছে।

২০২৬ সালের চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার যৌথভাবে জয় করেছেন–কার্ল ডেইসেরথ (Karl Deisseroth), পিটার হেগেম্যান (Peter Hegemann) এবং জর্জ নাগেল (Georg Nagel)। প্রথম জন আমেরিকান আর বাকি দুজন জার্মান। 'লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল' (Light-gated ion channels) আবিষ্কার এবং যুগান্তকারী 'অপটোজেনেটিক্স' (Optogenetics) প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

সহজ কথায়, অপটোজেনেটিক্স এমন এক প্রযুক্তি যার মাধ্যমে আলোর চাবিকাঠি ঘুরিয়ে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষগুলোকে যখন খুশি জাগিয়ে তোলা যায় বা নিভিয়ে দেওয়া যায়–অনেকটা ঘরোয়া রিমোট কন্ট্রোলের মতো। রিমোট বা সুইচ টিপে যেমন টেলিভিশন বা ফ্যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এই বিজ্ঞানীরা ঠিক তেমনি লেজার আলো বা নীল আলোর সাহায্যে মস্তিষ্কের সুইচ অন-অফ করার পথ দেখিয়েছেন।

শেওলার চোখ এবং অণুজীব জগতের রহস্য

এই পুরো বিপ্লবের শুরুটা হয়েছিল একধরনের সবুজ শেওলা থেকে, যার নাম ক্ল্যামাইডোমোনাস রেইনহার্ডটি (Chlamydomonas reinhardtii)। এটি এককোষী আণুবীক্ষণিক শেওলা; রং উজ্জ্বল সবুজ, মিষ্টি জলের জলাশয়ে স্বাধীনভাবে সাঁতার কাটে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন–শেওলাটি বুঝতে পারে সূর্যের আলো কোথায় আছে এবং আলোর দিকে নিজে থেকেই আকৃষ্ট হয়। আসলে এদের একটি বিশেষ অঙ্গাণু বা আইস্পট (Eyespot) আছে যা আলো চিনতে পারে।

বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার হেগেম্যান এবং একই দেশের ভুর্ৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ নাগেল গবেষণা করে দেখেন যে এই শেওলার গায়ে এমন কিছু বিশেষ প্রোটিন রয়েছে, যা আলোর স্পর্শ পেলেই কোষের ভেতর বিদ্যুতের মৃদু ঝিলিক বা সিগন্যাল তৈরি করে। আলো-সংবেদনশীল এই প্রোটিনটির নাম 'চ্যানেলরোডপসিন' (Channelrhodopsin)। এটি মূলত একধরনের লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল বা আলোক-নিয়ন্ত্রিত আয়ন পথ, যা কোষের ঝিল্লিতে ছিদ্র তৈরি করে চার্জযুক্ত আয়ন চলাচলের মাধ্যমে তড়িৎ সিগন্যাল উৎপন্ন করে।

সুইচ অন-অফের খেলা: অপটোজেনেটিক্সের জন্ম

শেওলার শরীর থেকে পাওয়া এই 'চ্যানেলরোডপসিন' প্রোটিনকে মানুষের বা প্রাণীর (ইঁদুরের) স্নায়ুকোষে সফলভাবে প্রয়োগ করার দূরদর্শী কাজটি করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কার্ল ডেইসেরথ। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক ও চিকিৎসক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের জিনোমে এই প্রোটিনের জিন প্রবেশ করান। ফলে স্নায়ুকোষগুলো আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এরপর মস্তিষ্কের ভেতরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অপটিক ফাইবার বা আলোক নল প্রবেশ করিয়ে নির্দিষ্ট কোষে নীল আলো ফেলা মাত্রই স্নায়ুকোষগুলো সচল হয়ে ওঠে। আলো জ্বালালেই মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কোষ চালু হয় এবং আলো নিভালে বন্ধ হয়–ঠিক ঘরের বাতির সুইচের মতো। আলো দিয়ে মস্তিষ্কের কোষ নিয়ন্ত্রণ করার এই অসাধারণ প্রযুক্তির নামই হলো 'অপটোজেনেটিক্স'।

নোবেল কমিটির মূল্যায়ন ও বিজ্ঞানজগতের উচ্ছ্বাস

নোবেল কমিটির ফিজিওলজি বা মেডিসিন কমিটির অন্যতম সদস্য অ্যানা ওয়েডেল (অহহধ ডবফবষষ) এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক ধারণা পেতে পারি। ইঁদুরের মস্তিষ্কে রোগাক্রান্ত কোষগুলোর সক্রিয়তা অনুধাবন করে আমরা মানবদেহের রোগগুলো কোথায় খুঁজতে হবে, তা নিখুঁতভাবে বুঝতে পারব।"

চিকিৎসা ও স্নায়ুবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান গবেষকরাও এই জয়ে দারুণ উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, জটিল মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসায় অপটোজেনেটিক্স এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যা এতদিন চিকিৎসকদের কল্পনার বাইরে ছিল।

মানবকল্যাণে ভূমিকা ও অবদান

এ আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে পারকিনসন্স, আলঝেইমার্স, বিষণ্নতা, মৃগীরোগ (এপিলেপসি) কিংবা অন্ধত্বের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির সুচিকিৎসা নিশ্চিত হওয়ার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আগে চিকিৎসকরা পুরো মস্তিষ্কে ওষুধ প্রয়োগ করতেন, যার ফলে ভালো কোষগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কিন্তু অপটোজেনেটিক্স আসার পর চিকিৎসকরা সূক্ষ্ম লেজার রশ্মির সাহায্যে কেবল ত্রুটিপূর্ণ স্নায়ুকোষ বা নিউরনগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করতে পারবেন। এর ফলে স্নায়বিক রোগ নিরাময় লাভ আগের তুলনায় বহুগুণ নিখুঁত ও সহজ হওয়া সম্ভব হবে।

এক-একটা রোগ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

১. পারকিনসন্স রোগ (Parkinson's Disease)

এ রোগে মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ সাবস্ট্যান্সিয়া নাইগ্রার (ঝঁনংঃধহঃরধ হরমৎধ) ডোপামিন উৎপাদনে সক্ষম স্নায়ুকোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়, পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং কাঁপুনি দেখা দেয়। অপটোজেনেটিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট নিউরনের জিনোমে 'চ্যানেলরোডপসিন' প্রবেশ করিয়ে অপটিক ফাইবারের সাহায্যে সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা নিষ্ক্রিয় সার্কিটের নির্দিষ্ট নিউরনগুলোকে প্রয়োজনমতো কৃত্রিমভাবে উদ্দীপ্ত বা শান্ত করা যায়, যা শরীরের অস্বাভাবিক মোটর মুভমেন্ট বা কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে প্রি-ক্লিনিক্যাল গবেষণা এবং ল্যাবরেটরি ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে। ইঁদুর এবং নন-হিউম্যান প্রাইমেট বা বাঁদরের ওপর অপটোজেনেটিক্স প্রয়োগ করে কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য মিলেছে। তবে সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় এটি এখনো সরাসরি বাজারে বা দৈনন্দিন চিকিৎসাসেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে না।

২. আলঝেইমার্স রোগ (AlzheimerÕs Disease)

এ রোগে মস্তিষ্কে স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী হিপোক্যাম্পাস ও সংশ্লিষ্ট নিউরাল নেটওয়ার্কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। অপটোজেনেটিক্স ব্যবহার করে গবেষকরা নির্দিষ্ট স্মৃতি বা কগনিটিভ সার্কিটের সাথে যুক্ত নিউরনগুলোকে টার্গেট করে আলো জ্বেলে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। এর মাধ্যমে ভুলে যাওয়া স্মৃতির অবক্ষয় রোধ করা এবং মস্তিষ্কের নিউরোনাল প্লাস্টিসিটি (Neuronal plasticity) বা কোষগুলোর পুনর্গঠন ও যোগাযোগের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে পরীক্ষামূলক বা প্রি-ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে গবেষণা চলছে। মানবদেহে এর প্রয়োগ শুরু হতে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে।

৩. বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন (Depression)

ডিপ্রেশনে মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম এবং প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের মধ্যকার সিগন্যাল আদান-প্রদান ব্যাহত হয় এবং সেরোটোনিন ও ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হয়। অপটোজেনেটিক্সের মাধ্যমে এই নির্দিষ্ট মুড-রেগুলেটিং সার্কিটের নিউরনগুলোতে আলো ফেলে সরাসরি অতি-সক্রিয় কোষগুলোকে দমন করা কিংবা কম সক্রিয় কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব।

বর্তমান অবস্থা: ইঁদুরের মুড পরিবর্তন বা হতাশা কাটানোর গবেষণাগুলো অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক হলেও, মানুষের চিকিৎসায় এটি এখনো প্রয়োগ করা হয়নি; আরও দীর্ঘ ট্রায়ালের অপেক্ষায় আছে।

৪. মৃগীরোগ বা এপিলেপসি (Epilepsy)

এ রোগে মস্তিষ্কের কর্টেক্সের স্নায়ুকোষগুলো হঠাৎ করে এবং অস্বাভাবিকভাবে একসাথে অতিরিক্ত তড়িৎ সিগন্যাল বা ফায়ারিং তৈরি করে, যা খিঁচুনির সৃষ্টি করে। অপটোজেনেটিক্স এখানে একটি চমৎকার 'ক্লোজড-লুপ' বা স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করতে পারে। মস্তিষ্কে এমন কিছু ইনহিবিটরি বা বাধা প্রদানকারী নিউরন রয়েছে, যা অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই কোষগুলোতে লাইট-সেন্সিটিভ প্রোটিন বসিয়ে দেন; ফলে যখনই অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা সিজার শুরু হওয়ার উপক্রম হয়, সেন্সর তা টের পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আলো জ্বেলে সেই ইনহিবিটরি কোষগুলোকে সক্রিয় করে তোলে এবং মুহূর্তেই খিঁচুনি বা সিজার থামিয়ে দেয়।

বর্তমান অবস্থা: ইঁদুরের ওপর প্রমাণ করা হয়েছে। তবে মানবদেহে মস্তিষ্কের ভেতরে অপটিক ফাইবার বসিয়ে মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

৫. অন্ধত্ব বা দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার (Blindness)

রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা বা বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের মতো রোগে চোখের রেটিনার আলোক-সংবেদনশীল রড ও কোন কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়; ফলে মস্তিষ্কে দৃশ্যমানতার কোনো সিগন্যাল পৌঁছাতে পারে না এবং মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু চোখের ঠিক পরের স্তরের বাইপোলার সেল বা গ্যাংলিয়ন সেলগুলো অক্ষত থাকে। অপটোজেনেটিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে ওই অবশিষ্ট অক্ষত কোষগুলোর জিনোম মডিফাই করে চ্যানেলরোডপসিন প্রোটিন যুক্ত করা হয়। ফলে এই কোষগুলো সরাসরি আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং চোখের ক্যামেরার মতো কাজ করে মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠিয়ে অন্ধ ব্যক্তিদের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

বর্তমান অবস্থা: ইতোমধ্যে মানুষের ওপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ধাপে প্রবেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা (Retinitis Pigmentosa) রোগে আক্রান্ত অন্ধ রোগীদের ওপর অপটোজেনেটিক থেরাপি প্রয়োগ করে আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার সফল প্রাথমিক ফলাফল বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশেষায়িত গবেষণা কেন্দ্রে এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

মাথার ভিতর জোনাক জ্বলে:

এতদিন মানবমস্তিষ্ক ছিল এক দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধা, যার কোনো মানচিত্র ছিল না। বিজ্ঞানীরা এতদিন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতেন। কিন্তু এই তিন গবেষক মস্তিষ্কের অন্ধকূপে যেন জোনাকি পোকার আলো জ্বেলে দিয়েছেন। তাঁরা আলো-সন্ধানী শৈবালের মাধ্যমে মানবদেহের স্নায়ুকোষের জন্য 'সুইচ' বা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। তারা দেখিয়ে দিয়েছেন, আলো কেবল পৃথিবীকে দেখায় না, আলো মানুষের ভেতরের জগতকেও আমূল বদলে দিতে পারে।

ভিকটিম ব্লেমিং বন্ধ করে হত্যাকারীর বিচার চান

শান্তা মারিয়া

ডাকাতি হলে কেউ গৃহস্থের সম্পদ থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, তবে ধর্ষণের শিকার হলে নারীর বাইরে যাওয়া নিয়ে আঙুল ওঠে কেন?

কারও বাড়িতে ডাকাতি হলে আপনি কি প্রশ্ন করেন, "আপনার কেন টাকাপয়সা আছে? ডাকাতি তো হবেই।" তাহলে কোনো শিশু বা নারী ধর্ষণের ও হত্যার শিকার হলে কেন বলেন, "মেয়েটি রাতে বাইরে ছিল কেন?" এটা হলো 'ভিকটিম ব্লেমিং'। এ ধরনের ভিকটিম ব্লেমিংয়ের মাধ্যমে আপনি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবির পরিবর্তে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ভয়াবহ অপরাধকে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছেন।

বলছি স্কুলছাত্রী তাজমিনের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা।

সম্প্রতি কুমিল্লায় সুমন নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক তার যাত্রী তাজমিনকে ধর্ষণ ও হত্যা করে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। পুলিশ সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে। এখন দরকার ওর কঠোর শাস্তি। এই ধরনের ভয়াবহ অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার করে দ্রুততর সময়ে শাস্তি বাস্তবায়ন হওয়াটা জরুরি। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুর্বল অবস্থা প্রমাণিত হয়। কুমিল্লায় স্কুলছাত্রী তাজমিনের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে। যারা ভিকটিম ব্লেমিং করছেন– বলছেন কেন সে বাড়ির বাইরে গেল, কেমন অভিভাবক ইত্যাদি– তাদের কাছে জানতে চাই, বাংলাদেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধি বা পেনাল কোডে কোথাও কি লেখা আছে যে একজন কিশোর বা কিশোরী একা কোথাও যাতায়াত করতে পারবে না? একা কারও চলাফেরা করা কি আইনত অপরাধ? আমরা কি এখনও বর্গির হাঙ্গামা বা হার্মাদের তাণ্ডবের আমলে আছি যে, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সবাই বাড়ির ভেতর খিল লাগিয়ে বসে থাকবে? এদেশে কি এখনও ঠগীর উৎপাত চলছে যে একা কোথাও যাওয়া মানেই প্রাণ হারানো?

পনেরো বছর বয়সে ইউরোপ-আমেরিকায় তো বটেই, চীনেও অনেক ছেলে-মেয়ে একা একা বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যায়। বাংলাদেশে কেন কিশোরী, তরুণীরা একা বাইরে যেতে পারবে না? একজন পূর্ণবয়স্ক নারীও তো এখানে একা নিরাপদ নন। একা একজন পুরুষও তো এখানে চলাফেরা করতে গিয়ে অনেক সময়ই ছিনতাই ও হত্যার শিকার হন। এ ধরনের অপরাধের মূল কারণ ভিকটিমের চলাফেরা নয়; বরং বিচারহীনতার ধারাবাহিকতা। সুমন একজন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক। সে কেন ভাবলো, একা যাত্রী মেয়েটিকে ধর্ষণ ও হত্যা করা যায়? সে এই অপরাধটি অনায়াসেই করলো, কারণ সে দেখেছে এ ধরনের অপরাধ আগেও অসংখ্যবার এদেশে হয়েছে, কিন্তু কারও কোনো শাস্তি হয়েছে বলে সেইভাবে জানা নেই।

যদি এর আগের প্রতিটি হত্যা ও ধর্ষণের অপরাধের বিচার এবং অপরাধীর কঠোর শাস্তি হতো, তাহলে আজকে হয়তো তাজমিনরা এভাবে প্রাণ হারাত না। প্রতিটি বিচার না হওয়া অপরাধ আরেকটি নতুন অপরাধের জন্ম দেয়। শিশু লামি-সার হত্যাকারী এখনও বেঁচে আছে। আছিয়া, রিশা এবং আরও আরও অনেক ভিকটিমের হত্যাকারী ও ধর্ষকরা এখনও বেঁচে আছে। তনুর হত্যাকারীদের তো ধরাই যায়নি। এদেশে কয়টি হত্যা, কয়টি ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে তার শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে? সুমনের মতো আরও অনেক সম্ভাব্য ধর্ষক ও হত্যাকারী সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যখন দেখছে চাইলেই একজনকে হত্যা করা যায়, ধর্ষণ করা যায়, তখন সে অনুকূল পরিস্থিতি মনে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। কিশোর অপ্রতীমের হত্যার পর অনেকেই অভিভাবকত্বের দোষ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেন ছেলেকে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে দেওয়া বা আইফোন দেওয়া কোনো মারাত্মক অপরাধ! এখন আবার তাজমিনের অভিভাবকদের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত হয়েছেন কেউ কেউ। এভাবে কিন্তু অপরাধকে এক ধরনের বৈধতা দেওয়ার পথ খুলে যায়। বরং দাবি তোলা উচিত অভিযুক্ত হত্যাকারীর যত দ্রুত সম্ভব বিচার এবং শাস্তি বাস্তবায়নের। অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেই কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করা দরকার। এর আগে হত্যা, ধর্ষণের মতো ভয়াবহ যত অপরাধ হয়েছে, সেগুলোরও দ্রুত বিচার চাই। বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকলে সেটি কোনোভাবেই ন্যায়বিচার নয়। 'জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড'– এই প্রবাদবাক্যটি মনে রাখতে হবে। বছরের পর বছর যখন মামলা ঝুলে থাকে, তখন অপরাধীর মনে হয়, বেশ তো ভালোই আছি! আর ভিকটিমের পরিবার একসময় হতাশ হয়ে পড়ে। তারা আর মামলা চালাতে উৎসাহী হয় না। আমাদের দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে তার বিচার প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে প্রকৃত অপরাধী অনেক সময় শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে। বিচারে দীর্ঘসূত্রতা এক ধরনের অবিচার– একথা আমরা সকলেই জানি। সাধারণত ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশু দরিদ্র পরিবারের হয়ে থাকে এবং বছরের পর বছর মামলা চালানোর মতো সক্ষমতা তাদের থাকে না। ধর্ষক সাধারণতই ভিকটিমের তুলনায় প্রভাবশালী হওয়ায় তারা নানা রকম ভয়ভীতি দেখায়, মামলা তুলে নিতে বাধ্য করে এবং অনেক সময় জামিনে বের হয়ে ভিকটিমকে হত্যা করে অথবা ভিকটিমের পরিবারকে গ্রামছাড়া করে। ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হওয়া ভিকটিমের পরিবারকে বোঝানো হয়, মেয়েটি যখন মরেই গেছে, তখন আর শত্রুতা রেখে কী লাভ! গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ধর্ষককে অব্যাহতি দেওয়ার ঘটনাও প্রচুর। ভিকটিম জীবিত থাকলে গ্রাম্য সালিশে অনেক সময় ধর্ষক ও ভিকটিমের বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।

ধর্ষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজন ধর্ষণ ও নারী-শিশু হত্যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলেই প্রকাশ্যে দ্রুত বিচারের আওতায় মৃত্যুদণ্ডের রায় এবং সেটি দ্রুত কার্যকর করা। একমাত্র দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমেই ধর্ষক নরপশুদের সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব। নারী নির্যাতন রোধে কঠোর আইন ও শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা সবচেয়ে জরুরি। নারী ও শিশু নির্যাতন যে অতি ঘৃণ্য ও গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ এবং এজন্য যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে, তা সমাজের সর্বত্র প্রচার করা দরকার। এর ফলে সম্ভাব্য অপরাধীরা শাস্তির ভয়ে কিছুটা হলেও অপরাধ থেকে দূরে থাকার কথা ভাববে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে এবং তা দ্রুত কার্যকর হলে সেটাও সম্ভাব্য অপরাধীদের ভয় দেখাতে সক্ষম হবে।

তাজমিন, অপ্রতীম এবং আরও যেসব শিশু-কিশোর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তাদের সকলের ধর্ষক ও হত্যাকারীর শাস্তি দাবি করুন।

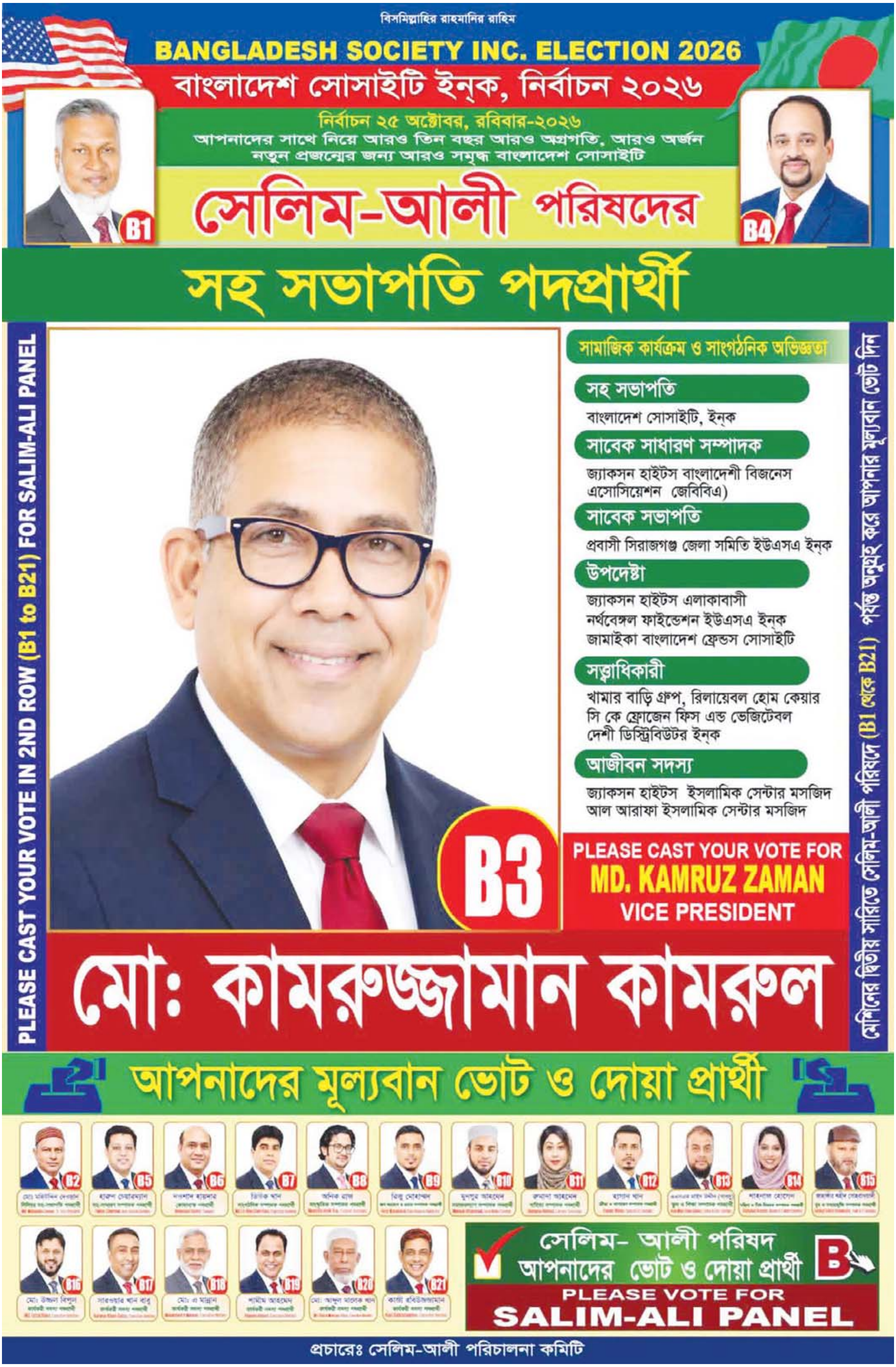
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইনক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্ত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ, রিলায়েবল হোম কেয়ার
সি কে ফ্রোজেন ফিস এন্ড ভেজিটেবল
দেশী ডিস্ট্রিবিউটর ইন্‌ক
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B3
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. KAMRUZ ZAMAN
VICE PRESIDENT
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

কবি জসীম উদ্দীনের “নকশী কাঁথার মাঠ” বাঙালির আত্মপরিচয়ের সাহিত্যরথী

উনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের শুরুতে আইরিশ সাহিত্য অঙ্গনে একটি পুনর্জাগরণ ঘটেছিল যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের আগ্রাসন থেকে আইরিশ সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার একটা আন্দোলন। একে “কেলটিক রিভাইভাল”ও বলা হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আইরিশ লোক-গাঁথা, পৌরাণিক কাহিনী, ও আইরিশ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ঠিক একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং শহরের সাহিত্য যখন বাংলা সাহিত্যের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল, সেই সময় আধুনিকতাকে পাশ কাটিয়ে গ্রাম বাংলার জীবন, প্রেম ও বিরহকে নানা আখ্যানের মাধ্যমে এঁকেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্দীন।
“নকশী কাঁথার মাঠ” কবির তেমনই এক আখ্যানকাব্য যা প্রেম ও বিরহের গল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনধারা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে, যা সাহিত্যকর্মটিকে নিঃসন্দেহে বাঙালির গ্রামীণ আত্মপরিচয়ের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে।
আরেকভাবে বলা যায়, বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে স্রোত বইছিল, এটি সেই স্রোতের বিরুদ্ধে বাঁধ দিয়ে নিজস্ব সম্পদ রক্ষার একটা চেষ্টা যেন। তাই বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে এই বইটি পুনঃ পুনঃ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

আখ্যানের শুরুতেই দুটি গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায় যা ধু ধু মাঠ দ্বারা বিভক্ত। আর আছে জলীর বিল যেখানে দুই গ্রাম থেকে আসা দুটি পথের মিলন ঘটেছে। গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে সংঘাত বা বিবাদ রয়েছে। তারপরও তারা মিলেমিশে পাশাপাশি অবস্থান করছে–এই চিত্র যেন তারই বর্ণনা।

“এ গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও গাঁর লোকের সনে,
কাইজ্জা ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ গাঁর লোকও করতে পরশ্রম ও গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ গাঁও ও গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীর্ঘল বাঁট,
দুই পাশে তার ধান কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি, ও গাঁয় যাওয়ার ভেলা।”

আমেরিকান আধুনিক কবি রবার্ট ফ্রস্ট-এর “এড়ড়ফ ভবহপবং সধশব মড়ড়ফ হবরমযনড়ৎং” ধারণাটি এখানে অনুপস্থিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের চেয়ে সমষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষ প্রতিবেশীর মাঝে কোন দেয়ালের অস্তিত্ব অন্তত না। শুধু যে দুটি গ্রামের মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে অবস্থান করছে তাই-ই নয়, আখ্যানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাজুর বর্ণনায় যেসব উপমা দেওয়া হয় তাতে গ্রামীণ জীবনে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রিত রূপটি দেখতে পাওয়া যায়।

“তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।”
“তুলসী-ফুলের মঞ্জুরি কি দেব দেউলের ধূপ!”
“জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা বয়ে।”
“মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পবির সিন্ধুরখানি।”

আবার অনাবৃষ্টির কারণে দরগায় সিন্নি দেওয়া বা “নাইলা গানের ঝঙ্কার”–ইত্যাদি বিষয়গুলো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পরিচয় বহন করে না। বৈশাখ বা চৈত্রের খরায় যখন মাঠ ঘাট ও জলাশয় শুকিয়ে যায় তখন কৃষকেরা বৃষ্টির প্রার্থনায় এই গান গায়। অপরদিকে গ্রামের নারী ও শিশুরা বউলা বিয়ের গান নামে একটি গান গাইত যা মেঘনারীর গান নামেও পরিচিত। বৃষ্টির প্রার্থনায় কুলা অথবা বদনা হাতে গ্রামের নারী ও শিশুরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল

ইত্যাদি সংগ্রহ করে আর গান গায়।

“বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাগুন হাঁকি হাঁকি।
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউবা দিল আনি।”

চেক ভাষার লেখক দুশান জভাভিতেল বলেন, “জসীম উদ্দীন গ্রাম্য গান নকল করেন তা মনে করলে একেবারে ভুল হবে। লোকসাহিত্যের উপমা নিজের কবিত্ব শক্তি দিয়ে বদলিয়ে তিনি তাদের নতুন মানে সৃষ্টি করেন।” উল্লেখ্য যে আখ্যানটি লেখার আগে কবি ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের জন্য কিছুদিন উক্ত অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। এই গীতিকার একটা প্রভাব দেখা যায় এই কাব্যে লেখা গানগুলোর মধ্যে।

এই গানগুলো আধুনিকতা বর্জিত গ্রামীণ বাংলা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে যা কোনো ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। লোকগানগুলি বাংলার মানুষের কাব্য ও সুরের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও ভাবনার প্রকাশ করে। আবার আইরিশ আন্দোলনের কবি ইয়েটস যেমন তাঁর কবিতায় কেলটিক আধ্যাত্মিকতাকে তুলে ধরে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছেন, “নকশী কাঁথার মাঠ”-এর কবিও যেন একই চেষ্টা করে গেছেন।

আখ্যানটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে রূপাই এবং সাজুর যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তাতে রূপাইয়ের পাশাপাশি সাজুকে কোথাও কম করে দেখান নাই। রূপাই যেমন লাঠিখেলা এবং জারিগানে পারদর্শী সাজুও তেমনি নানাবানা এবং পিঠা বানানোতে দক্ষ। এই দক্ষতায় নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক কোনো রকম সংঘর্ষ অনুপস্থিত।

রূপাই এর বর্ণনাঃ
“আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানি,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
‘শাল-সুন্দ্রী-বেত’ যেন ও সকল কাজেই লাগে।”

রূপাই এর বর্ণনার মধ্যে বাংলার পুরুষের সাহসী ও দামাল রূপটি দেখা যায়। ফর্সা, গৌরবের স্মৃতি না, বরং কালো বরনের জয়গান করা হয়েছে এখানে। নিজ মাটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষায় যে বীরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে তা বাংলার তরুণদের বীরত্বের প্রতীক বলা যায়।

“সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।”

সাজুর বর্ণনা:
“তাহার মতন চেকন ‘সেওই’ কে কাটিতে পারে,
নকশী করা ‘পাকান পিঠায়’ সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিখেয়ে তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।”

গ্রামীণ পরিবেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা যে সমান এই বিষয়টিই এই বর্ণনায় উঠে আসে। সাজুর বাইরের রূপের পাশাপাশি তার স্বাধীন সত্তাকেও কবি এঁকেছেন নান্দনিকভাবে:

“পড়শিনা কয়, ‘মেয়ে তো নয়, হলদি পাখীর ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত, ছেড়ে তাদের গাঁ।’”

গ্রামে যখন খরা চলছিল, তখন গ্রামের মেয়েরা বউনা বিয়ের গান করতে করতে মাগুন হেঁকে হেঁকে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গাঁয়ের ভালো মন্দে মেয়েরাও যে শামিল হত–বিষয়টি এই বর্ণনায় উঠে এসেছে।
অপরদিকে, রূপাই ও সাজুর মাঝে যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এতে গ্রামের লোকেরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিয়ের পর সাজুকে তার স্বামী এবং শ্বশুরের কাছে কোন বঞ্চনার শিকার হতে দেখা যায় না। রূপাই এবং সাজুর দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা–এটাই গ্রাম বাংলার শাশ্বত চিত্র। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পুরুষশাসিত সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা এখানে অনুপস্থিত। সাজুর উদ্দেশ্যে বলা রূপাই এর কথায় তার প্রমাণ মেলে,

“আহা আহা সখি, তুমি যাহা কর, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরাণে কেবল দিয়ে যায় বেদনাই।”

আখ্যানের নামকরণে যে নকশী কাঁথার উল্লেখ আছে তা মূলত বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। গ্রামের নারীদের সৃজনশীলতা আর আবেগ অনুভূতির প্রতীক। নকশী কাঁথা সেলাইয়ের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার নারীরা অতি যত্নের সাথে নিজ নিজ সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের অবসর সময় কাটান। বর্তমানে এই নকশীকাঁথা বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রূপাইয়ের প্রতীক্ষায় বিরহিণী সাজু নকশী কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে তাঁর দুঃখের গল্প গাঁথা গেঁথে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর যেন এই নকশীকাঁথায় তাঁর কবরটা ঢেকে দেওয়া হয় সেই আকুতি জানান তাঁর মায়ের কাছে।
শিক্ষাবিদ ও গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, “ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজি সমাজ আমাদের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সমাজের গায়ে যে দাগ দিয়া যাইতেছে, তাহা বড় স্পষ্ট এবং সময়ে কলঙ্কস্বরূপ।” তিনি আরও বলেন, “নকশী-কাঁথার মাঠ”-এর কবি দেশের পুরাতন রূপভাণ্ডারকে নতুনভাবে উজ্জ্বল করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া আনিয়াছেন। এই বার্তা কবি আধুনিক তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে নিজস্বতার ফ্রেমে বেঁধেছেন যা কালের বাধাকে অতিক্রম করে নিজ পরিচয়কে এগিয়ে নিয়ে আগামী পাঠকের কাছে।
কবি জসীম উদ্দীন এর এই সৃষ্টি আইরিশ সাহিত্য আন্দোলনের মতো কোন সাহিত্য আন্দোলনের অংশ হতে পারে নাই ঠিক, তবে তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যদি এই ধারার সাহিত্য রচনা করতেন তাহলে নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে একটা সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠতে পারতো, “নকশী-কাঁথার মাঠ” যার প্রতিনিধিত্ব করতো।

ছন্দে ছন্দে গণহত্যার ইতিহাস

ইতিহাসের কিছু অধ্যায় এতই রক্তাক্ত যে, সেগুলো কেবল তথ্য দিয়ে ধারণ করা যায় না; প্রয়োজন হয় স্মৃতি, অনুভব ও শিল্পেরও। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই সময়ের গণহত্যা তেমনই এক অধ্যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত গণহত্যার ইতিহাস নিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেই ইতিহাসকে ছড়ার মতো সহজ, স্মরণযোগ্য এবং জনসম্পৃক্ত সাহিত্যিক মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ বিরল। লুৎফুর রহমানের ‘লাল-সবুজের ছড়া’ সেই বিরল উদ্যোগগুলোর একটি।

২০১৭ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত ২০০ পৃষ্ঠার এই বইয়ে সিলেট বিভাগের মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যার ১৪২টি ঘটনা ১৪২টি ছড়ায় তুলে ধরা হয়েছে। বইটির শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে সিলেট বিভাগের মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল স্মৃতিচিহ্ন। প্রকাশক লন্ডনপ্রবাসী কবি-সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম অভি; প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব এষ। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন লুৎফর রহমান রিটন।

বইটির বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার পেছনের শ্রমও তেমনি উল্লেখযোগ্য। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, এই গ্রন্থ প্রস্তুত করতে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় মানুষের স্মৃতিচারণ শুনেছেন; বিভিন্ন আকরগ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম থেকে তথ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ, বইটি কেবল কল্পনানির্ভর ছড়ার সংকলন নয়; এর ভিত্তি অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহ।

এই জায়গাটিই ‘লাল-সবুজের ছড়া’র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। ইতিহাসের ঘটনা ছড়ায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেখক তথ্যের সঙ্গে কাব্যিকতার একটি সমঝোতা করেছেন। প্রতিটি ঘটনার মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে ছন্দ, অন্ত্যমিল ও সহজ ভাষার সাহায্যে তা পাঠযোগ্য করে তুলেছেন। ছড়ার নিচে গদ্য-ফুটনোট এবং তথ্যসূত্র সংযোজনের ফলে পাঠক চাইলে কবিতার আবহ থেকে বেরিয়ে ঘটনার তথ্যভিত্তিক পরিসরেও প্রবেশ করতে পারেন।

১৯৭১ সালে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের যে চিত্র বইটিতে পাওয়া যায়, তা একই সঙ্গে নির্মম ও বহুমাত্রিক। কোথাও একই পরিবারের বহু সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে; কোথাও মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রবাসী কিংবা অসহায় মানুষকে। কোথাও নামাজরত মানুষ, কোথাও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়েছেন। নারীর ওপর নির্যাতন, নাবালিকার করুণ পরিণতি, সাধারণ মানুষের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড–বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি জনপদের ওপর পরিচালিত সহিংসতার সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে।

লুৎফুর রহমানের একটি সচেতন সিদ্ধান্ত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–তিনি শুধু নিহত ব্যক্তিদের নাম বা ঘটনার বিবরণে থেমে থাকেননি। সংশ্লিষ্ট পরিবারের পরবর্তী অবস্থা, স্থানীয় স্মৃতিচিহ্ন এবং কোনো কোনো ঘটনায় এদেশীয় সহযোগীদের পরিচয়ও সামনে এনেছেন। ফলে গণহত্যা এখানে বিচ্ছিন্ন কোনো পরিসংখ্যান নয়; প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি পরিবার, একটি গ্রাম, একটি সামাজিক পরিসর এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি।

তবে বইটির গুরুত্ব শুধু গণহত্যার বিবরণে সীমাবদ্ধ নয়। সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বীরের জীবন ও আত্মত্যাগও এতে স্থান পেয়েছে। শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. জিসিদেব, শহিদ বীরবিক্রম জগতজ্যোতি দাস, শহিদ ডা. শামসুদ্দিন আহমদ, শহিদ সুলেমান হোসেন ও শহিদ বাউল কমর উদ্দিনসহ আরও অনেকের বীরত্বগাথা ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে বইটি একদিকে গণহত্যার দলিল, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় বীরত্বের স্মারক।

সিলেটের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এর আগে তাজুল মোহাম্মদ, আজিজুল পারভেজ, অপূর্ব শর্মাসহ অনেক গবেষক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাঁদের কাজ মূলত গদ্য ও গবেষণাভিত্তিক। ‘লাল-সবুজের ছড়া’ সেই গবেষণার বিকল্প নয়; বরং ভিন্ন ধরনের পাঠ তৈরি করার একটি প্রয়াস। গবেষণার তথ্যকে ছড়ার মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কারণে বইটি ইতিহাসচর্চার একটি জনপ্রিয়ীকরণমূলক মাত্রা তৈরি করেছে।

বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখের বয়ান সংগ্রহ করে সেগুলোকে ছড়ার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি বইটির মূল্য বাড়িয়েছে। কারণ স্থানীয় ইতিহাসের বড় একটি অংশ এখনও মৌখিক স্মৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সময়ের সঙ্গে সেই স্মৃতি হারিয়ে গেলে তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে বহু অজানা ঘটনা ও মানুষের পরিচয়। সেই অর্থে ‘লাল-সবুজের ছড়া’ স্মৃতি সংরক্ষণেরও একটি প্রয়াস।

বইটির শেষে সংযোজিত স্মৃতিচিহ্নের ছবিগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে যুক্ত করে দেওয়ার ফলে পাঠকের কাছে ইতিহাস আরও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। স্থান, মানুষ, ঘটনা ও স্মৃতি–এই চারটি উপাদান মিলিয়ে বইটি সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের একটি স্থানীয় স্মৃতিভুবন নির্মাণ করেছে।

লুৎফুর রহমানের ছড়াকার পরিচয় তাঁর দীর্ঘদিনের। জাতীয় পত্রিকায় সমকালীন ছড়া, শিশুদের জন্য ছড়া এবং নানা সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁর লেখালেখি রয়েছে। তাঁর লেখার একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রচলিত ছড়ার কাঠামোর বাইরে গিয়ে বিষয়কে ছন্দে ধারণ করার চেষ্টা। ‘লাল-সবুজের ছড়া’ সেই প্রবণতারই একটি বিস্তৃত প্রয়োগ।

কবি হেলাল হাফিজ একসময় তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন–

‘আগামি তোলে দিলাম তোমার হাতে,?আমার কবিতা যেন থাকে দুধে-ভাতে।’

এই বইয়ের দিকে তাকালে ‘আগামি’র হাতে ইতিহাস তুলে দেওয়ার সেই দায়বোধটির কথাই মনে পড়ে। ইতিহাসের পাঠ যদি কেবল গবেষণাগ্রন্থের পাঠাগারে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার সামাজিক বিস্তার সীমিত হতে পারে। আর ছড়া যদি সেই ইতিহাসকে মানুষের মুখে-মুখে ফেরার মতো করে তুলতে পারে, তবে তার পাঠকও হতে পারে বিস্তৃত।

লুৎফুর রহমানের ‘লাল-সবুজের ছড়া’ সেই সম্ভাবনাটিই সামনে এনেছে। এটি নিখুঁত কাব্যগ্রন্থ নয়, আবার প্রচলিত অর্থে ইতিহাসের গবেষণাগ্রন্থও নয়। বরং ইতিহাস, স্মৃতি ও ছড়ার একটি সংযোগস্থল। এর সবচেয়ে বড় অর্জন–সিলেট বিভাগের গণহত্যার বহু স্থানীয় ঘটনাকে একটি সহজপাঠ্য সাহিত্যিক কাঠামোর মধ্যে সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতা মূলত তখনই অর্জিত হবে, যখন জাতীয় ইতিহাসের পাশাপাশি প্রতিটি অঞ্চল, জনপদ, গ্রাম ও পরিবারের স্মৃতিও তার যথাযথ জায়গা পাবে। সেই বৃহত্তর ইতিহাস নির্মাণে ‘লাল-সবুজের ছড়া’ একটি স্বতন্ত্র সংযোজন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাসও যদি একইভাবে সংগ্রহ, যাচাই ও সাহিত্যিক রূপ পায়, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হবে।

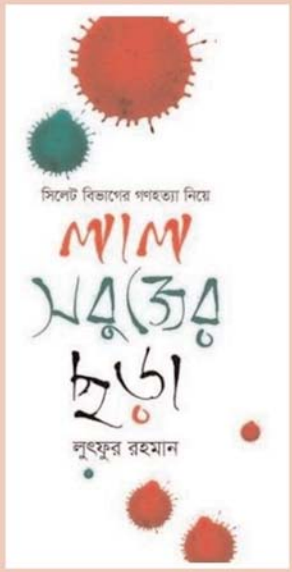

লুৎফুর রহমানের এই বইয়ের সবচেয়ে বড় আবেদন সম্ভবত এখানেই–এটি ইতিহাসকে শুধু পড়তে বলে না, মনে রাখতে বলে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
VOTE FOR Mostofa Anik Raj
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

AZAMARA CRUISES
LIMITED-TIME OFFER
20% OFF
PLUS
$750 ONBOARD CREDIT
OVER $4,500 IN VALUE WITH ALWAYS AZAMARA INCLUSIONS
+ AN ADDITIONAL $250 ONBOARD CREDIT ON ALASKA SAILINGS
THE GLOBAL LEADER IN DESTINATION IMMERSION
For a limited time, receive up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!
Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.
Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.
ALWAYS + AZAMARA
OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED
Variety of Dining Venues
Beer, Wine, and Spirits
Signature AzAmazing Evenings
Onboard Gratuities
Unlimited Self-Service Laundry
BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979

MEDITERRANEAN VACATIONS TO
ROME
FLORENCE
CAPRI
AMALFI COAST
ON BOARD
LEGEND OF THE SEAS
MARINER OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

GREEK ISLANDS VACATIONS TO
ROYAL BEACH CLUB SANTORINI
OIA + FIRA
MYKONOS
ON BOARD
EXPLORER OF THE SEAS
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
BRILLIANCE OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

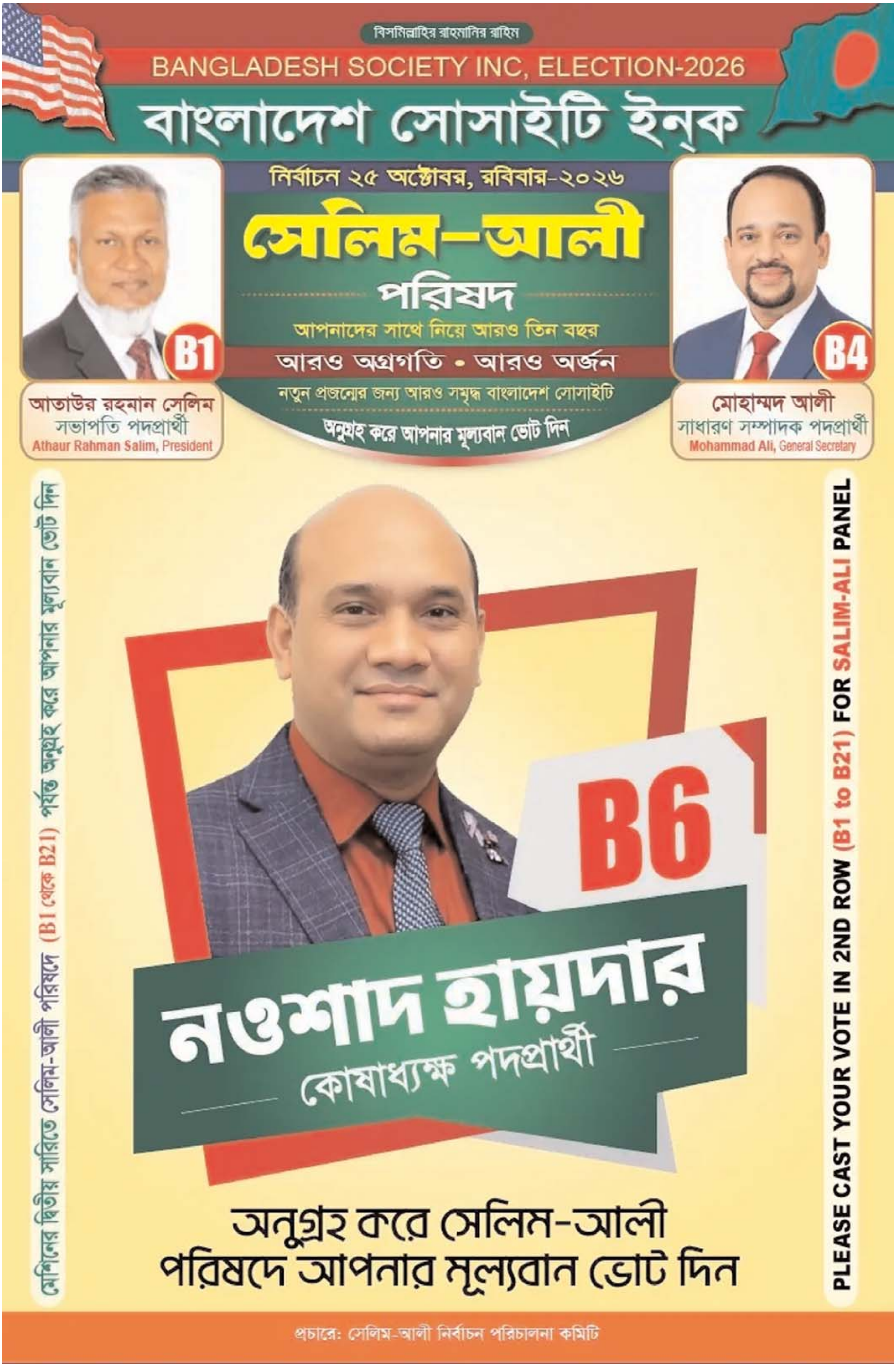
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

রাশিয়া, ইরান ও এআই এর হুমকি

যুক্তরাজ্যে গোয়েন্দা প্রধানের সতর্কবার্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

লন্ডনে এমআইফাইভ গোয়েন্দা সংস্থার সদরদপ্তরের বার্ষিক ভাষণে সংস্থাটির প্রধান বলেন, হুমকি মোকাবেলায় এখন তাদেরকে স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের চেয়েও বেশি সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। রাশিয়া, ইরান ও এআই এর হুমকি নিয়ে যুক্তরাজ্যে গোয়েন্দা প্রধানের সতর্কবার্তা রাশিয়া, ইরান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআইফাইভ-এর প্রধান কেন ম্যাককালাম বলেছেন, এই হুমকি মোকাবেলায় এখন স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের চেয়েও বেশি সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। তিনি রাশিয়াকে 'এক নম্বর আগ্রাসী শক্তি' আখ্যা দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে লন্ডনে এমআইফাইভের সদরদপ্তরের বার্ষিক ভাষণে ম্যাককালাম বলেন, বর্তমানে তাদের সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান এবং বিদেশি রাষ্ট্র থেকে আসা হুমকির বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান- দুয়ের পরিধি বা কাজের চাপ অনেকটা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, গত এক দশকে বিদেশি শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা হুমকি চার গুণ বেড়েছে। তিনি ভাষণে ইরান এবং 'চরম ডানপন্থি সন্ত্রাসবাদ' থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকির বিষয়েও সতর্ক করেন। তিনি আরও বলেছেন, এমআইফাইভ এমন সন্ত্রাসীদের ধরেছে যারা এআই অপব্যবহারের চেষ্টা করছে, যার মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তির সঙ্গে এর সমন্বয় করাও রয়েছে এবং সতর্ক করেছেন যে, নতুন জৈব অস্ত্রের মতো উদীয়মান হুমকিগুলোর চেয়ে যুক্তরাজ্যকে অবশ্যই এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হবে।
রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গোপনে বা আংশিকভাবে এমন যুদ্ধকৌশল নিয়েছে (যেমন: সাইবার হামলা বা অপপ্রচার) যাতে নেটো জোট সরাসরি কোনও সামরিক পদক্ষেপ না নেয়।
ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআইফাইভ এর প্রধান মনে করেন, রাশিয়া যদি এই সীমা পার হয়ে নেটোর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ায়, তবে সেটি হবে রাশিয়ার একটি বড় বোকামি। তিনি বলেন, "যুক্তরাজ্য থেকে রুশ গোয়েন্দাদের চিহ্নিত এবং বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে

এমআইফাইভ এর সাফল্যর কারণে ক্রেমলিনকে এখন হামলা চালানোর জন্য ভাড়াটে বা বেতনভুক্ত এজেন্টদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।" "ইউক্রেইনে হামলার পর থেকে প্রায় ১,০০০ গুপ্তচরকে বহিষ্কার করার ফলে ক্রেমলিনের ঐতিহ্যবাহী গোপন নেটওয়ার্ক বা কার্যক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, যার কারণে তাদের বৈশ্বিক হাতিয়ারগুলো এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। "তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা নিজেদের কর্মসূচি বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অপরাধীদের অর্থ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। এগুলো কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা কোনও পরাশক্তির কাজ নয়।" এমআইফাইভ প্রধান কেন ম্যাককালাম সতর্ক করে এও বলেছেন যে, ইরান যুক্তরাজ্যেও একটি হাইব্রিড অভিযানের বিস্তার ঘটাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ইরান-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ঘটনায় গত এক বছরে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তার মতে, এসব তৎপরতার বড় অংশই যুক্তরাজ্যের ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছে। তবে সামরিক স্থাপনাও সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে রয়েছে। যুক্তরাজ্যের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বিমানঘাঁটিতে হামলার ষড়যন্ত্রের সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনার বিষয়ে ম্যাককালাম সরাসরি মন্তব্য না করলেও প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নাম এ ঘটনার পেছনে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর নির্দেশনা থাকার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। ম্যাককালাম বলেন, "যারা যুক্তরাজ্যের মাটিতে অশান্তি তৈরি করতে চায়–তারা দেশের ভাড়াটে গুন্ডাই হোক বা বিদেশ থেকে তাদের চালানো কোনো বড় মাথাই হোক–কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, সবার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
তিনি জানান, বিদেশি শক্তির হয়ে কাজ করাদের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের জাতীয় নিরাপত্তা আইন কাজে লাগানো হচ্ছে। চীন, ইরান ও রাশিয়ার হুমকি মোকাবেলাতেও এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

এআই নিয়ে উদ্বেগ:

এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ম্যাককালাম। তার কথায়, সাইবার অপরাধী (হ্যাকার) এবং সাইবার নিরাপত্তা কর্মী–উভয় পক্ষই এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।
ফলে হ্যাকাররা যেমন আরও জোরাল আক্রমণ করতে পারছে, তেমনি রক্ষকরাও এআই দিয়ে আরও দ্রুত সেই আক্রমণ ঠেকাতে পারছে।

হোয়াইট হাউজে তিন সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার বহাল রাখল আদালত **ছবি: রয়টার্স**

হোয়াইট হাউজে তিন সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার বহাল রাখল আদালত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জাজ টিমোথি কেলি বলেছেন, সিএনএন, এমএস নাউ এবং পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউজের ব্রিফিংয়ে উপস্থিত হতে বাধা দিয়ে ট্রাম্প সম্ভবত আইন ভঙ্গ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংবাদমাধ্যম সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকোকে হোয়াইট হাউজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জাজ টিমোথি কেলি বলেছেন, সিএনএন, এমএস নাউ এবং পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউজের ব্রিফিংয়ে উপস্থিত হতে বাধা দিয়ে ট্রাম্প সম্ভবত আইন ভঙ্গ করেছেন। মঙ্গলবার রাতে প্রকাশিত আদালতের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, ট্রাম্প সম্ভবত সংবাদ মাধ্যমগুলোর মতামতের কারণে তাদের সঙ্গে বৈষম্য করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর (বাকস্বাধীনতার অধিকার) পরিপন্থি।
এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বিচারক কেলির জারি করা জরুরি আদেশ আরও বাড়িয়ে সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রবেশাধিকার সাময়িকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিমোথি কেলি গত ২৪ সেপ্টেম্বর সিএনএন, এমএস নাও এবং পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউজে প্রবেশাধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, তিনটি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউজে ঢুকতে না দিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা 'সম্ভবত অসাংবিধানিক'।
সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ট্রাম্পের বিরোধ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। সেই বিরোধ নতুন মাত্রা পায়, যখন গত ১৮ সেপ্টেম্বরে তিনি সিএনএনসহ তিনটি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউজে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই তিন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের কাজে হোয়াইট হাউজে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয় সংবাদমাধ্যমগুলো। বিচারক টিম কেলি তখন ট্রাম্প প্রশাসনকে ওই তিন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রেস পাস অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং ১৪ দিনের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা বন্ধ রাখতে বলেন। পরবর্তীতে ১৩ অক্টোবর বিচারক কেলি এই আদেশের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার বহাল রাখার নির্দেশ জারি করেছেন, যা মামলার চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ, সর্বশেষ এই আদেশ ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ না বিচারক কেলি এই মামলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, অথবা কোনও আপিল আদালত এতে হস্তক্ষেপ করছে।

সৌদি আরব ভ্রমণে একাধিক দেশের সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড নতুন করে এ সতর্কতা জারি করে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানও একই ধরনের সতর্কবার্তা দিয়েছিল।
সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে হুতিদের একের পর এক হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার প্রেক্ষাপটে দেশটিতে ভ্রমণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ একাধিক দেশ সতর্কতা জারি করেছে।
সোমবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড নতুন করে এ সতর্কতা জারি করে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানও একই ধরনের সতর্কবার্তা দিয়েছিল।
সৌদি আরবে ভ্রমণ বাতিল করা কিংবা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিভাগ নাগরিকদের সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।
পাশাপাশি, সৌদি আরবের অন্য বিমানবন্দরগুলোতে যাতায়াতের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বলেছে। নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রিয়াদের প্রধান বিমানবন্দর এবং নাজরান, জিজান ও আসির প্রদেশে কোনও কারণেই ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে এবং সৌদি আরবের অন্যান্য স্থানেও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলেছে।
গত রোববার রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ইরান ও ইরান-সমর্থিত হুতি হামলার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের সৌদি আরব ভ্রমণের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বলেছে।
অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া জরুরি কাজ না থাকলে সৌদি আরবে অবস্থান করা নাগরিকদের দেশটি ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

হুতি কারা, কী চায় তারা?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি ইয়েমেনের হুতিরাও নিজেদের ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ইরান-নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরোধের অক্ষ'-এর অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইয়েমেনের বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর মধ্যে চলছে তুমুল লড়াই। গত সেপ্টেম্বরে হুতিরা লোহিত সাগরের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রবেশদ্বার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ 'বাব আল-মান্দেব' প্রণালীর তীরবর্তী উপকূল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে গত ছয় মাসের যুদ্ধের পর হুতিদের এই অগ্রযাত্রা বিশ্ববাজারে বাড়তে থাকা জ্বালানি তেলের দামকে আরও উসকে দেয়।
এরপর অক্টোবরের শুরুতে সৌদি আরবের ব্যাপক বিমান হামলার সহায়তায় বড় ধরনের পাল্টা অভিযান চালিয়ে বাব আল-মান্দেব সংলগ্ন কৌশলগত এলাকার নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের দাবি করে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনী। এই বিমান হামলার জবাবে হুতিরা প্রতিবেশী সৌদি আরবের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি, জ্বালানি স্থাপনা ও বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা জোরদার করে। গত ১০ অক্টোবর রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমনই এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১৩ জন নিহত হন, যা গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সৌদি আরবের মাটিতে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা।

হুতি কারা?

হুতি মূলত উত্তর ইয়েমেনের একটি সশস্ত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা দেশটির জায়দি শিয়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় লড়াই করে আসছে। 'জায়দিবাদ' হলো শিয়া ইসলামের একটি শাখা। হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি হুতিরাও নিজেদের ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ইরান-নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরোধের অক্ষ' (অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স)-এর অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে গোষ্ঠীটি 'আনসারুল্লাহ' (আল্লাহর সাহায্যকারী) নামে পরিচিত। ১৯৯০-এর দশকে তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন আল-হুতির হাত ধরে এই আন্দোলনের সূচনা হয় এবং তার নামানুসারেই এই গোষ্ঠীর নাম রাখা হয় হুতি। ২০০৪ সাল থেকে হুসেইনের ভাই আব্দুল মালিক আল-হুতি গোষ্ঠীটির শীর্ষ নেতার দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে উত্তর ইয়েমেনে নিজেদের অঞ্চলের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দেশটির তৎকালীন দীর্ঘমেয়াদি স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহর বিরুদ্ধে দফায় দফায় বিদ্রোহে জড়ায় হুতিরা। ২০১১ সালের 'আরব বসন্ত'-এর গণঅভ্যুত্থানের মুখে সালেহ তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতি আবদরাব্বুহ মনসুর হাদির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। তবে হাদির সরকার নানামুখী সংকটে পড়লে হুতিরা উত্তরাঞ্চলীয় সাদা প্রদেশ দখল করে এবং ২০১৪ সালে রাজধানী সানা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। ২০১৫ সালে তারা পশ্চিম ইয়েমেনের বিশাল অঞ্চল দখল করে প্রেসিডেন্ট হাদিকে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে। এর পরপরই ইয়েমেনি সরকারের পক্ষে সরাসরি সামরিক অভিযানে নামে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। জাতিসংঘের তথ্যমতে, এরপর থেকে চলা রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকট। বর্তমানে দেশটির দুই কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষের জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজন।
হুতিদের সামরিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সাল নাগাদ গোষ্ঠীটির সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিন লাখে। ইয়েমেনের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে, যেখানে দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বসবাস করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সংশ্লিষ্টতা কীভাবে?

সানায় সরকারের পতনের পর সৌদি আরবের প্রধান আশঙ্কা ছিল, হুতিরা পুরো ইয়েমেন দখল করে দেশটিকে তাদের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের একটি পুতুল রাষ্ট্রে পরিণত করবে।
নির্বাসিত সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে আরব দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করে বিমান হামলা শুরু করে সৌদি আরব। এই অভিযানে তাদের গোয়েন্দা তথ্য ও সামরিক রসদ দিয়ে সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। তবে বছরের পর বছর বিমান হামলা এবং ইয়েমেনি সেনা ও হুতিবিরোধী মিলিশিয়াদের স্থল অভিযান সত্ত্বেও দখল করা এলাকাগুলো থেকে হুতিদের হঠাতে পারেনি জোট।
২০২২ সালে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে সংঘাত অনেকটাই থেমে যায়। ওই বছরই প্রেসিডেন্ট হাদি তার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নতুন 'প্রেসিডেন্সিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিল'-এর কাছে, যা বর্তমানে এডেনভিত্তিক সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলের দিকে এবং লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে হুতিরা। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর সুরক্ষায় লোহিত সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে পশ্চিমা দেশগুলো। হুতিদের সামরিক সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতে বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েল। ইসরায়েলি হামলায় হুতিদের স্বঘোষিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা নিহত হন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধবিরতির পর হুতিরা ইসরায়েলে হামলা সাময়িক বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে যৌথ হামলা চালানোর পর তারা আবারও হামলা শুরু করে। সাম্প্রতিক উত্তেজনার সূত্রপাত কীভাবে?
হুতি ও সৌদি আরবের মধ্যকার অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়তে শুরু করে গত জুলাই মাস থেকে। সৌদি আরবের ওপর 'সামুদ্রিক অবরোধ' জারির ঘোষণা দিয়ে দেশটির বিমানবন্দর, তেল স্থাপনা ও লোহিত সাগরের ট্যাংকারে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে শুরু করে হুতিরা। তাদের দাবি ছিল, হুতি-নিয়ন্ত্রিত বন্দর ও বিমানবন্দরগুলোতে সৌদি অবরোধ এবং জুলাইয়ে সানা বিমানবন্দরে সৌদি বিমান হামলার জবাবেই তারা এ পদক্ষেপ নিয়েছে।
এরপর সেপ্টেম্বরে বিদ্যুৎগতির এক অভিযানে দক্ষিণ-পশ্চিম লোহিত সাগর উপকূলের প্রায় ১৩০ কিলোমিটার (৮১ মাইল) এলাকা দখল করে নেয় হুতিরা, যার মধ্যে রয়েছে কৌশলগত মোখা বন্দর ও পেরিম (মায়ুন) দ্বীপ। এর মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মান্দেব প্রণালির ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে গোষ্ঠীটি। তবে সৌদি-সংশ্লিষ্ট জাহাজ ছাড়া আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলে কোনও হুমকি নেই বলে দাবি করে তারা। চলতি অক্টোবরে হুতিদের দখলে থাকা সব এলাকা পুনরুদ্ধারে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেয় ইয়েমেন সরকার।

ইরানে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ডুবলো দুই জাহাজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

হরমুজ প্রণালির কাছে গত ২৪ ঘণ্টায় পৃথক দুটি হামলায় ডুবে গেছে একটি কনটেইনারবাহী জাহাজ ও একটি পণ্যবাহী জাহাজ। বুধবার (১৪ অক্টোবর) সামুদ্রিক নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক ১০ দিনে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথের আশপাশে জাহাজে হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ইরান জানিয়েছে, দেশটির বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ এবং গত মাসে আরোপ করা কঠোর নিষেধাজ্ঞার জবাবে তারা হামলা জোরদার করছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী জিএফএস প্রাইড নামের একটি কনটেইনারবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয়। ২ হাজার ৮২৪টি কনটেইনার বহনের সক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজটিতে আঘাতের পর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আগুন ধরে যায়। পরে এটি ডুবে যায়। সিঙ্গাপুরের সামুদ্রিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষ বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, মঙ্গলবার প্রণালি দিয়ে চলাচলের সময় জাহাজটি হামলার শিকার হয়। জাহাজটিতে থাকা ২১ জন নাবিককে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ আহত হননি। অন্যদিকে, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডার পতাকাবাহী কেপ দাও নামের আরেকটি জাহাজও প্রণালির কাছাকাছি ডুবে গেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার (আইএমও) তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ সেপ্টেম্বর ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের গোলার আঘাতে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পর সেটি ডুবে যায়। সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, ওই হামলায় জাহাজটির একজন নাবিক নিহত হন। অন্য নাবিকদের হামলার পরপরই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক জাহাজটির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান পিওনিস শিপম্যানেজমেন্ট এফজেডইর সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আইএমওর জাহাজ দুর্ঘটনাসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর এ দুটি জাহাজসহ মোট তিনটি জাহাজ ডুবে গেছে। হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে একের পর এক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে সিঙ্গাপুরের সামুদ্রিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষ। সংস্থাটি বলেছে, বাণিজ্যিক জাহাজে এ ধরনের হামলা উসকানিহীন, অযৌক্তিক এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। জিএফএস প্রাইডের সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান জিএফএস শিপ ম্যানেজমেন্ট এফজেডইর সঙ্গেও তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। সামুদ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান মারিস্কস বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, সর্বশেষ ঘটনাগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য অব্যাহত ঝুঁকির বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করেছে। এই হুমকি শুধু তেলবাহী জাহাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কনটেইনারবাহী জাহাজ ও পণ্যবাহী জাহাজও গুরুতর ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

সূত্র: রয়টার্স

সৌদি আরবে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে হুথি বিদ্রোহীদের ছোড়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই প্রতিহত করার পর এর ধ্বংসাবশেষ পড়ে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একটি আবাসিক ভবন ও একটি গাড়িও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌদি আরবের বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, রিয়াদের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রতিহত ও ধ্বংস করার পর এর ধ্বংসাবশেষ নিচে পড়ার খবর পেয়ে উদ্ধার ও নিরাপত্তা দল ঘটনাস্থলে যায়।

সরকারি সংবাদ সংস্থা এসপিএর বরাতে ওই মুখপাত্র বলেন, এ ঘটনায় একজন আরব নাগরিক আহত হয়েছেন। পাশাপাশি একটি আবাসিক ভবন ও একটি গাড়ির সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত এক সপ্তাহে সৌদি আরবে হুথি বিদ্রোহীদের হামলা বেড়েছে। এর মধ্যে গত শনিবার রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় ১৩ জন নিহত হন। ধারাবাহিক এসব হামলায় দেশটির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

এদিকে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য সৌদি আরবকে প্রস্তাব দিয়েছিল ইসরায়েল। তবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদি আরবের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করেও সফল হয়নি ইসরায়েল। সোমবার (১২ অক্টোবর) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

ডলারের দরপতন, সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা কম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের পরও ডলারের দর কমেছে। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) ১৮ মাসের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে মার্কিন মুদ্রাটি। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের কর্মকর্তাদের সতর্ক মন্তব্য এবং সরকারি বন্ডের সুদের হার কমে যাওয়ায় চলতি মাসে সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা কম ধরে নিচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। ডলারের বিপরীতে ইউরোর দর ০.৩ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ১১৮৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর আগে ইউরোর দর ১৮ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল। একইভাবে পাউন্ডের দর বেড়েছে ০.২ শতাংশ। এতে প্রতি পাউন্ডের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩২২৪ ডলার। এর আগে পাউন্ডের দর ১৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে গিয়েছিল।

বিশ্বের প্রধান মুদ্রাগুলোর বিপরীতে ডলারের শক্তি পরিমাপকারী ডলার সূচক ০.১ শতাংশ কমে ১০২ দশমিক ০৬ পয়েন্টে নেমেছে। বুধবার মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের পর সূচকটি ১৮ মাসের সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠেছিল। তবে বৃহস্পতিবারের দরপতনে সেই বৃদ্ধির বেশির ভাগই হারিয়েছে ডলার।

প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, গত সেপ্টেম্বরে খাদ্য ও জ্বালানির মতো অস্থির দামের পণ্য বাদ দিয়ে মূল ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়েছে ০.৩ শতাংশ। অর্থনীতিবিদেরা এ ক্ষেত্রে ০.২ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

বার্ষিক হিসাবে মূল মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ২.৬ শতাংশ, যা পূর্বাভাসের ২.৫ শতাংশের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, সামগ্রিক ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়েছে ৩.৭ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও পূর্বাভাস ছিল ৩.৬ শতাংশ।

এই তথ্য প্রকাশের পর চলতি মাসে ফেড সুদের হার বাড়াতে পারে–এমন প্রত্যাশা বাজারে দ্রুত বেড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছিল। এতে সাময়িকভাবে শক্তিশালী হয় ডলার।

তবে ফেডের কর্মকর্তাদের বক্তব্যের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ফেডের তদারকি বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান মিশেল বোম্যান এবং সান ফ্রান্সিসকো ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মেরি ডেলিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, অর্থনীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অপেক্ষা করতে পারে। আগামী ২৭ ও ২৮ অক্টোবরের বৈঠকের আগে তাঁদের এই মন্তব্য বিনিয়োগকারীদের সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

এএনজেড ব্যাংকের এশিয়া অঞ্চলের গবেষণাপ্রধান খুন গোহ বলেন, সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও বাজারের ধারণা, অক্টোবরেই সুদের হার বাড়াতে ফেডকে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ফেডের অক্টোবরের বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে অনুষ্ঠিত হবে। এ কারণেও বাজার সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে অতিরিক্ত আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে।

বন্ডের সুদ কমায় চাপে ডলার

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বন্ডের দর বাড়ায় সেগুলোর সুদের হার কমেছে। এর প্রভাবও পড়েছে ডলারের ওপর।

১০ বছর মেয়াদি মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার কমে তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫.১২৬৭ শতাংশে নেমেছে। ৩০ বছর মেয়াদি বন্ডের সুদের হার ছিল ৫.৪৭৯৫ শতাংশ।

ওসিবিসি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রাবাজার কৌশলবিদ সিম মোহ সিয়ং এক বিশ্লেষণে বলেন, শুরুতে সুদের হার বাড়লেও পরে ট্রেজারি বন্ডের সুদ কমে যাওয়ায় ডলারের দর বৃদ্ধির গতি দুর্বল হয়ে পড়ে। শেয়ারবাজার ও বন্ডবাজারের দামের মধ্যে প্রচলিত বিপরীতমুখী সম্পর্ক ফিরে আসাও ডলারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সীমিত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, গত সেপ্টেম্বরে খাদ্য ও জ্বালানির মতো অস্থির দামের পণ্য বাদ দিয়ে মূল ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়েছে ০.৩ শতাংশ। অর্থনীতিবিদেরা এ ক্ষেত্রে ০.২ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বার্ষিক হিসাবে মূল মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ২.৬ শতাংশ, যা পূর্বাভাসের ২.৫ শতাংশের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, সামগ্রিক ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়েছে ৩.৭ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও পূর্বাভাস ছিল ৩.৬ শতাংশ

অন্যান্য মুদ্রার দরেও পরিবর্তন: বিনিয়োগকারীদের নজর এখন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদক মূল্যসূচক ও খুচরা বিক্রির তথ্যের দিকে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকা এসব তথ্যের মধ্যে উৎপাদক মূল্যসূচক ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিতে পারে। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় সেপ্টেম্বরে কর্মসংস্থান অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাওয়ার পর দেশটির ডলারের দর ০.৩ শতাংশ কমে ০.৬৯৫২ মার্কিন ডলারে নেমেছে। নিউজিল্যান্ডের ডলারের দর ০.২ শতাংশ বেড়ে ০.৫৬০৪ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। জাপানি ইয়েনের দর প্রায় ০.৩ শতাংশ বেড়ে প্রতি ডলারে ১৫৭ দশমিক ৮২ ইয়েনে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, চীনের কারখানা পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি বাড়ার তথ্য প্রকাশের পর অফশোর ইউয়ানের দর সামান্য শক্তিশালী হয়েছে। প্রতি ডলারের বিপরীতে ইউয়ানের বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৬.৬৯১৬। মূল্যস্ফীতি বাড়লেও ফেড সুদের হার বাড়াতে তাড়াহুড়ো করবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফলে আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তথ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বক্তব্যই ডলারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সূত্র: রয়টার্স

জরুরি অবস্থা ও গভর্নর শাসনের বিরুদ্ধে আদালতে ইমরান খানের দল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি ও গভর্নর শাসন চালুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পেশোয়ার হাইকোর্টে আবেদন করেছে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গওহর আলী খান এ আবেদন করেছেন। এতে প্রদেশের নির্বাচিত সরকার পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পরামর্শে সংবিধানের ২৩২ ও ২৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা জারির অনুমোদন দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, প্রদেশের অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগের কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে ইমরান খানের প্রতিষ্ঠিত পিটিআই এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে। দলটি বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ক্ষমতায় রয়েছে। জরুরি অবস্থা জারির পর প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয় গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্ডিকে। নতুন ব্যবস্থায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করছে ১১ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ। অন্যদিকে, প্রাদেশিক পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদকে।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ছয় মাস এ ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

এদিকে, গত রোববার খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে আটক করা হয়। সোমবার পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তালাল চৌধুরী তাদের আটক রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার করা হবে। আর যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেই, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

বুধবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় গওহর আলী খান বলেন, জরুরি অবস্থা ও গভর্নর শাসন জারির ফলে প্রদেশের নির্বাচিত সরকারের কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, হাইকোর্ট নির্বাচিত সরকারকে পুনর্বহাল করবেন। এ জন্য মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদনও জানিয়েছে তাঁর দল। গওহর বলেন, আমরা আমাদের সাংবিধানিক ও আইনি লড়াই চালিয়ে যাব।

বিশ্ববাজারে চীনের মাংস ও দুগ্ধপণ্যের দাপট বাড়ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা একটি অফিসে কালো চামড়ার সোফায় ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন ডাং ইয়াংইয়াং। চীনের উইনটপ ফুডের এই মহাব্যবস্থাপক গত কয়েক দিন ধরে ঘানার, ইরাকের, জর্ডানের, রাশিয়ার ও সেনেগালের ক্রেতাদের নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন।

তাদের সবার চাহিদা এক–চীনের মুরগির মাংস।

উইনটপ ফুড বছরে ছয় কোটি মুরগি প্রক্রিয়াজাত করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০টিরও বেশি দেশে মুরগির বুকের মাংস, নাগেট, মাংসের বল ও ডাম্পলিংসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য বিক্রি করে। গত বছর প্রতিষ্ঠানটির মোট মুনাফার অর্ধেক এসেছে রপ্তানি থেকে। সেই আয় দিয়েই আরও ৩৩ একর জমিতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে তারা। উইনটপ ফুড চীনের এমন একদল মাংস ও প্রোটিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ, যারা দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে অতীতের নানা উদ্বেগ কাটিয়ে বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্ত করছে। দেশের ভেতরে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগে এসব প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

এখন তাদের উৎপাদন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে বাড়তি পণ্য বিদেশে বিক্রি করতে হচ্ছে। চীনের কম দামের প্রাণিজ প্রোটিনের এই রপ্তানি প্রবণতা ইউরোপসহ বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজর কেড়েছে। এতে নতুন করে বাণিজ্যিক বিরোধের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ইস্পাত, সৌর প্যানেল ও বৈদ্যুতিক গাড়ির মতো শিল্পে চীনের যে কৌশল দেখা গেছে, খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটছে। কম দামে বিপুল পণ্য বাজারে এনে বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর চাপ তৈরি করছে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো।

জুলাই মাসে ইউরোপীয় কমিশন চীন থেকে আমদানি করা পেকিং হাঁসের মাংস নিয়ে অন্যায্য বাণিজ্যের অভিযোগে তদন্ত শুরু করে। স্থানীয় উৎপাদকদের অভিযোগ, চীনা সরকারের ভর্তুকির কারণে তারা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছেন। গত মাসে চীনা মটরশুঁটির প্রোটিন আমদানির ওপর ৪১ থেকে ৬৭ শতাংশ পর্যন্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে কমিশন। এখন পর্যন্ত চীনা মুরগির মাংসের ওপর এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের এক মুখপাত্র।

কৃষি ও খাদ্যপণ্য এমন কয়েকটি খাতের মধ্যে পড়ে, যেখানে চীন এখনো আমদানির তুলনায় কম রপ্তানি করে।

গত বছর এ খাতে দেশটির বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১০০ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। অঙ্কটি বড় হলেও ঘাটতি ধীরে ধীরে কমছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানিকারক চীন গত বছর মুরগির মাংসের ক্ষেত্রেও নিট রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

গত বছর চীন ২৬০ কোটি ডলারের মুরগির মাংস ও সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানি করেছে।

২০২০ সালের তুলনায় এই রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ। এদিকে, চলতি বছর চীনের দুগ্ধপণ্য রপ্তানি ৬০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে। তিন বছরের মধ্যে এ অঙ্কও দ্বিগুণ হওয়ার পথে। বিশ্বের ক্রেতাদের জন্য এই প্রবণতার অর্থ কম দামে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার পাওয়া। কিন্তু ইউরোপ, থাইল্যান্ড ও ব্রাজিলের মতো দেশের উৎপাদকদের জন্য এর অর্থ নতুন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়া। বেইজিংভিত্তিক কৃষিবাণিজ্য পরামর্শক মাইকেল বোডিংটন বলেন, চীন আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক হয়ে ওঠায় বৈশ্বিক মাংসের বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। আগে এশিয়ার বাজারে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে মাংসের চালান আসত। এখন তুলনামূলক কম দামে চীনা পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উৎপাদকদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নতুন পথ খুঁজতে হচ্ছে।

ELECTION COMMISSION 2026

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **WOODSIDE: 58 Manor, 58-02 37th Ave., Woodside, NY 11377**

10035,11552,11372,11377,10029,10027,10037,11105,11369,11370,11101,11102,11104,11379,11106,11373,11103,10002,11727,10009,11374,11703,11358,10030,11367,11355,10038,10013,10019,11368,11354,11371,10044,10069,11357,11378,10005,11758,11717,10026,10036,11106,11419,11577,11050,11473,11030,11514,10023,11021,10025,11369,11743,11793,11492,10003,11366,10023,12209,11579,11518,14225,11732,10010,10036,10011,11356,11362,10018,10550,11722,11507,10016,10040,02453,11787,11360,11377,11563,11469,10229,11376,11476,11028,11570,11312,10028,11477,11077,10024,11782,11026,11725,10001,11109,11757,11016,11612,10128,11363,11337,10039,11754,11023,10014,11443,11797,11726,11370,11041,11102,11609,09120,10280,20155

- **OZONE PARK: Majestic Marquise, 88-03 101st Ave., Ozone Park, NY 11416**

11208,11416,11419,11417,11414,11421,11420,11418,11692,11385,11415,11416,11239,11420,11417,11419

- **BROOKLYN: Kalam's Hall, 96 Chrch Ave., Brooklyn, NY 11218**

11234,11221,11210,11219,11218,11204,11207,11216,11203,11201,11236,10303,11230,11226,11226,11215,10314,11206,11232,11220,11229,11233,11224,10302,11228,11213,11209,11205,11238,11212,10304,11223,11214,11235,10301,11249,10312,12218,10305,11237,11225,11231,11217,11691,10310,11234,11693,11258,11221,11211,11218,11246,11216,11288,11255,11372

- **BRONX: Golden Palace Banquet Hall, 1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462**

10462,10472,10461,10467,10451,10456,10473,19111,10469,10468,10460,10453,7508,10708,10465,08817,10458,10426,7666,19115,11467,46222,7522,10464,07666,10457,19152,10552,10454,7502,10459,48091,07522,6040,07603,1735,10601,7604,06607,14211,10472,12542,10463,14226,10466,12205,21043,13205,11472,10705,10562,6902,10474,10603,06854,8401,12309,10452,39206,14215,21042,07407,10455,10913,06484,10704,10605,07512,6042,07067,12208,08091,12206,8406,08078,19149,6605,14416,07047,10416,10710,10523,06906,10701,10470,10421,19026,14125,17406,10703,07106,11803,7470,6461,10801,14417,13088,10476,12203,08205,10950,08046,13346,10439,07660,19082,7072,10962,06850,12533,10965,12189,12110,12550,18102,6759,20164,10201,08724,10805,06604,08872,14221,7501,07212,18452,07032,10409,34103,12586,10475,12601,7424,10471,07652,08863,10443,06905,19135,06516,10522,48212,07644,14043,07105,11452,12180,6095,70502,14850,07035,19027,22192,10595,30017,12603,10954,07055,6897,06109,06605,06033,10583,14220,10485,10707,7013

- **JAMAICA: Angan Party Hall, 89-16 175th St, Suite# CF2, Jamaica, NY 11432**

11432,11423,11429,11040,11580,11435,11433,11001,11427,11412,11554,11375,11413,11428,11590,11361,11434,11436,11756,11729,11720,11010,11364,11426,11801,11004,11003,11411,11581,11520,11422,11738,11779,11706,11714,11731,11710,11433,11565,11424,11746,11365,11741,11342,11510,11784,11432,11572,11550,11798,11776,11545,11423,11596,11542,11791,11430,11501,11704,11507,11412,11994,11735,11767,11901,11437,11788,11343,11575,11967,11425,11763,11431,11451,11345,11368,11598,11753,11175,11553,11566,11576,11747,11153,11568,11790

1. No voter will be allowed to cast his or her vote without photo ID. The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, NYC ID, Green Card, Work Authorization Card and Passport.
2. Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).
3. No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.
4. In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.
5. Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.
6. No candidate will enter to the center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.
7. Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.
8. Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members/polling agent). Only presiding officer, polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.
9. Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.
10. The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

নির্বাচনের তারিখ: ২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2026/ নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mia Mohammad Dulal
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	*(646) 824-4814*	*(917) 335-4184*	*(718) 705-2228*	*(917) 969-1991*	*(347) 891-9905*	*(718) 974-2933*

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

ভ্রমণ কোটায় মানি চেঞ্জার থেকে কেনা যাবে ৩ হাজার ডলার

ভ্রমণ ডেস্ক

বিদেশযাত্রায় বাংলাদেশিদের জন্য ডলার কেনার সীমা বাড়ানো হয়েছে। এখন থেকে ভ্রমণ কোটার আওতায় মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে একজন গ্রাহক একবারে সর্বোচ্চ ৩ হাজার মার্কিন ডলার কিনতে পারবেন। আগে এই মাধ্যম থেকে একবারে সর্বোচ্চ ২ হাজার ডলার কেনার সুযোগ ছিল।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

সার্কুলারে জানানো হয়, বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের বৈদেশিক মুদ্রার জরুরি প্রয়োজন মেটাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানি চেঞ্জারগুলো এখন থেকে একজন গ্রাহকের বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার বিপরীতে একবারে সর্বোচ্চ ৩ হাজার মার্কিন ডলার নগদ নোট ও মুদ্রা আকারে বিক্রি করতে পারবে।

এর আগে মানি চেঞ্জার থেকে একবারে সর্বোচ্চ ২ হাজার মার্কিন ডলার নগদ কেনার সুযোগ ছিল। ফলে নতুন সিদ্ধান্তে একবারে নগদ ডলার কেনার সীমা ১ হাজার ডলার বাড়ল।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, একজন গ্রাহকের প্রযোজ্য বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার অবশিষ্ট অংশ তার নির্দিষ্ট ভ্রমণ কোটার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অন্যান্য যেকোনো অবাধে বিনিময়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য বিদেশি মুদ্রার নোট ও মুদ্রা আকারেও বিক্রি করা যাবে।

এর আগে মানি চেঞ্জার থেকে একবারে সর্বোচ্চ ২ হাজার মার্কিন ডলার নগদ কেনার সুযোগ ছিল। ফলে নতুন সিদ্ধান্তে একবারে নগদ ডলার কেনার সীমা ১ হাজার ডলার বাড়ল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের মানি চেঞ্জারের মাধ্যমে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে আগের তুলনায় বেশি সুবিধা ও নমনীয়তা তৈরি হবে। বিশেষ করে বিদেশ ভ্রমণের আগে প্রয়োজনীয় নগদ ডলার সংগ্রহে একবারে বেশি পরিমাণ অর্থ কেনার সুযোগ পাবেন যাত্রীরা।

দেখতে পারেন দামতুয়া ঝরনা

● মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্

দামতুয়া বা ডামতুয়া ঝরনা বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলায় অবস্থিত। এখানে দুইদিক থেকে পানি পড়ার কারণে ঝরনাসহ খোলা জায়গাটায় চাঁদের আলোয় অন্য রকম সৌন্দর্য বিরাজ করে। তাই স্থানীয় মুরং ভাষায় এটাকে 'লামোনই' ঝরনা বলা হয়। লামো অর্থ চাঁদ ও নই অর্থ আলো। লামোনই অর্থ চাঁদের আলো। আলীকদম থেকে চাঁদের গাড়িতে করে ১৭ কিলোমিটার দূরে আদুপাড়ার পাশ দিয়ে ঝরনার পথ। এখানে যাওয়ার পথে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট পাবেন, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন অদৃশ্য মায়ায়। সাধারণত সারা বছর এখানে মানুষের আনাগোনা থাকে। প্রতিবছর বিভিন্ন ছুটির দিনে পাহাড়প্রেমী অসংখ্য পর্যটকের আগমন ঘটে এখানে। এখানকার প্রতিটি পরতে আছে প্রকৃতির অনাবিল প্রশান্তি। চারদিকে পাহাড় আর সবুজ মুগ্ধতায় ভরিয়ে রেখেছে। ঝরনাধারায় গা ভিজিয়ে মানুষ যান্ত্রিক জীবনের অবসাদ থেকে নিজেকে খানিকটা মুক্ত করতে পারবে।

নিজেদের একটু উজ্জীবিত করতে আমরা ১২ বন্ধু (আবদুল্লাহ্, মারুফ, তামিম, ফাহাদ, শফিক, আকাশ, মিশু, রাফি, হারুন, রাশেদ, তওহিদ, সাখাওয়াত) বেরিয়ে পড়লাম সেই গন্তব্যে। ভোরে উঠে আলীকদম বাজার থেকে সকালে খাওয়াদাওয়া করলাম। এরপর নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে চাঁদের গাড়িতে করে রওনা দিলাম মূল গন্তব্যের দিকে। আমরা ভোরেই রওনা দিয়েছিলাম, তাই তেমন কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি। অবশ্যই ওদিকে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীর খাতায় এন্ট্রি করে যেতে হবে। তাই আপনার ভ্রমণে জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। গাড়িতে গান আর আড্ডা দিতে দিতে কখন যে আমরা ১৭ কিলোমিটারে পৌঁছেছি, টেরই পাইনি। গাড়ি থেকে নেমে মূল ঝরনায় পৌঁছাতে হলে হেঁটে অন্তত ৭ থেকে ১০ কিলোমিটার যেতে হবে। সবাই নেমে সেই গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। কারও হাতে ছোট ছোট বাঁশ, আবার কারও হাতে ছোট লাঠি। এটা নেওয়ার একমাত্র কারণ, যাতে হাঁটার সময় একটু শক্তি সঞ্চার হয়। পাহাড়ের পর পাহাড়, একটি পাড়ি দিয়ে আবার পাহাড়!

আমাদের এ পাহাড়যাত্রার আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয় সঙ্গে থাকা ছোট সাউন্ডবক্স। ক্লান্তি অনুভব করলে সবাই মিলে গান গেয়ে নাচানাচি করে চাঙা হয়েছি। পাহাড়ি ঝিরিপথ দিয়ে হাঁটার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পা পিছলে পড়েও গিয়েছিল, বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয় সাখাওয়াত। আর কোনো ধরনের ক্লান্তির ছাপ ছাড়া অনবরত হেঁটে রেকর্ড করেছে রাশেদ। আবার সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছে শফিক ও রাফি। এ যাত্রায় পাহাড়ি মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক ধারণা হয়েছে।

উঁচু পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট দোচালা স্কুলে পড়াশোনা করছে পাহাড়ি ছেলেমেয়ে। অসাধারণ এ পাহাড়যাত্রার সবকিছু ছিল আমাদের জন্য নতুন এবং আনন্দদায়ক। কৌতূহলোদ্দীপকও। সেখানকার পাহাড়িদের জুমচাষ, তাদের জীবনযাপন–সবকিছু মিলিয়ে পাহাড়ের যাত্রাটি ছিল অসাধারণ।

দামতুয়া যাওয়ার পথে ছোট-বড় মিলিয়ে তিনটি ঝরনা দেখতে পাবেন। একটি ঝরনা থেকে আরেকটির দূরত্ব ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। তবে মূল ঝরনায় যাওয়ার জন্য একটি পাহাড় পাড়ি দিয়ে একটু ঝিরিপথ, আবার সেই পাহাড়। এ পথে দেখা যাবে পাহাড়িদের জুমচাষ। এ দৃশ্য দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। অবশ্যই যাওয়ার সময় সঙ্গে শুকনা খাবার নিয়ে যেতে হবে। এখানে খাবার পাওয়া যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে প্রধান ঝরনার দৃশ্য দেখে সবার ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়। ঝরনার পানিতে সবাই গোসল করি। আহা, কী আনন্দ! প্রকাশ করার মতো নয়। আমরা এতটা মজার সময় কাটিয়েছি যে ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের আবার ফিরতে হবে।

যেভাবে যাবেন : প্রথমে আলীকদম-থানচি সড়কের ১৭ কিলোমিটার পয়েন্টের জায়গায় আসতে হবে। আগে শুধু একভাবে যাওয়া যেত, এখন আপনি ১৯ কিলোমিটার দিয়েও যেতে পারবেন। যদি ১৯ কিলোমিটার দিয়ে রওনা দেন তাহলে কম হাঁটতে হবে। একসঙ্গে বেশি মানুষ থাকলে আলীকদম থেকে চান্দের গাড়ি/জিপ ভাড়া করে নিতে পারবেন। আলীকদম থেকে যাওয়ার পথে ১০ কিলোমিটার যাওয়ার পর আর্মি ক্যাম্প আছে। সেখানে সবার জাতীয় পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর দিয়ে নাম এন্ট্রি করে সামনে যাওয়ার জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, আপনাকে অবশ্যই সেদিনই ট্র্যাকিং শেষ করে বিকেল পাঁচটার আগে এ ১০ কিলোমিটারের আর্মি ক্যাম্পে ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে। তাই সময়ের দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

যেসব সুবিধা পাবেন : আলীকদম এলাকা থেকে স্থানীয় প্রশাসনের আওতায় নিবন্ধিত গাইড নিয়ে যাবেন। এলাকায় পর্যটকদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেক চাকমা ছেলে আছে। সকাল ৯টা-১০টার মধ্যে হাঁটা শুরু করলে সুবিধা হয়। থাকা ও খাওয়া-দাওয়া : দামতুয়া ঝরনা দেখে সেদিনই আলীকদম ফিরে আসতে হবে। আর আলীকদমে থাকার মতো তেমন ভালো কোনো হোটেল বা আবাসিক ব্যবস্থা নেই। যদি একান্ত থাকার প্রয়োজন হয় তাহলে জেলা প্রশাসনের বাংলোতে থাকতে পারবেন। তবে তাদের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে যাওয়া ভালো। খাওয়ার জন্য আলীকদমে বা আলীকদমের পানবাজারে মোটামুটি মানের বেশ কিছু হোটেল আছে।

সৌদি আরবে ভ্রমণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা

ভ্রমণ ডেস্ক

ইরান ও ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হামলার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে সৌদি আরবে ভ্রমণের বিষয়ে নাগরিকদের সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে তা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরবে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস।

এদিকে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর দাবি করেছে হুথি বিদ্রোহীরা। গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি জানিয়েছেন, হুথি যোদ্ধারা রাজধানীতে সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর মোকাবিলা করছেন।

সানায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর প্রকাশের পর তার এ বক্তব্য আসে। মঙ্গলবার হুথি-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম আল-মাসিরাহ জানায়, সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সানার পশ্চিমাঞ্চলে তেল স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে।

মার্কিন দূতাবাসের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ইরান ও ইরান-সমর্থিত হুথিদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের ইয়েমেনে ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর দাবি করেছে হুথি বিদ্রোহীরা। গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি জানিয়েছেন, হুথি যোদ্ধারা রাজধানীতে সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর মোকাবিলা করছেন।

সানায় একাধিক বিস্ফোরণের খবর প্রকাশের পর তার এ বক্তব্য আসে। মঙ্গলবার হুথি-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম আল-মাসিরাহ জানায়, সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সানার পশ্চিমাঞ্চলে তেল স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। এর কিছুক্ষণ আগে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি ওই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সানার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তারা রাজধানীতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। ২০১৪ সাল থেকে শহরটি হুথিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে হামলায় ঠিক কোন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সাজেক সড়কে ফের অবরোধের ঘোষণা

ভ্রমণ ডেস্ক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে আবারও সড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটি ও সাজেক কার্বারী অ্যাসোসিয়েশন। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্বাসে ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখা কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আগামী বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) থেকে নতুন করে অবরোধ পালনের ঘোষণা দিয়েছে সংগঠন দুটি। বুধবার (১৪ অক্টোবর) সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক বাবুধন চাকমা ও সাজেক কার্বারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নতুন জয় চাকমা সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১১ অক্টোবর সাজেক সড়কে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচি পালন করে সংগঠন দুটি। এর আগে ৮ অক্টোবর উজো বাজারে আয়োজিত সমাবেশ থেকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হওয়ায় অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। পরে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্বাসে ৪৮ ঘণ্টার জন্য কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। তবে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও দাবিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ করেছে সংগঠন দুটি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠন ২টির নেতারা অভিযোগ করেন, সাজেকের মাচালংসহ বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। তাঁদের দাবি, এসব সদস্যকে সরিয়ে নেওয়া, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিরীহ বাসিন্দাদের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া

হয়নি। এ অবস্থায় এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে আবারও অবরোধ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এর আগে ১১ অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে সাজেক-দীঘিনালা সড়কে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ শুরু হলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। সড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছ ফেলে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে সাজেকে বেড়াতে যাওয়া পর্যটক এবং খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের উদ্দেশে রওনা হওয়া যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। পরে ওই দিন বিকেল ৫টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্বাসে অবরোধ ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিত করা হয়।

এদিকে, সাজেকের পর্যটনকেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে রাঙামাটি জেলা প্রশাসন। ১১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পর্যটনকেন্দ্রটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পাশাপাশি, সাজেকে অবস্থানরত পর্যটকদের ১৩ অক্টোবর বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের নির্ধারিত সময়সীমার একদিন আগেই সোমবার সাজেক ছেড়ে যান সেখানে অবস্থানরত পর্যটকেরা। নতুন করে অবরোধের ঘোষণা দেওয়ায় সাজেকের সড়ক যোগাযোগ আবারও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অবরোধ চলাকালে ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স ও রোগী পরিবহনের গাড়ি, জরুরি ওষুধ সরবরাহকারী যানবাহন এবং সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত সাংবাদিকদের গাড়ি কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে। কর্মসূচি সফল করতে এলাকার বাসিন্দাসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চেয়েছে সংগঠন দুটি।

হামজার লাল কার্ডে ক্ষুব্ধ শেফিল্ড কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে ফিরেছিল শেফিল্ড ইউনাইটেড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার এড়ানো যায়নি। তার ওপর বাংলাদেশের মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীর বিতর্কিত লাল কার্ডে ক্ষোভে ফুঁসেছেন দলটির প্রধান কোচ ক্রিস ওয়াইল্ডার। স্থানীয় সময় বুধবার চ্যাম্পিয়নশিপে পোর্টসমাউথের কাছে ৩-২ গোলে হারের পর রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রায়ান কাভুমা-ম্যাককুইনের সঙ্গে ফাউলের ঘটনায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় হামজাকে। ওয়াইল্ডারের মতে, সিদ্ধান্তটি ছিল কঠোর। হামজা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে কার্যত আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ পাননি বলেই মনে করেন শেফিল্ড কোচ।

ম্যাচ শেষে ওয়াইল্ডার বলেন, ‘হামজা কোথায় যাবে? আমি বুঝতেই পারছি না, হামজার আসলে কোথায় যাওয়ার কথা ছিল।’

কাভুমা-ম্যাককুইন হামজার পায়ের ফাঁক দিয়ে বল নিয়ে যাওয়ার পর পড়ে যান। সেই ঘটনায় রেফারি অলিভার ল্যাংফোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াইল্ডার। তার মতে, ওই পরিস্থিতিতে হামজার পক্ষে সংস্পর্শ এড়ানোর সুযোগ খুব বেশি ছিল না। রেফারির সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতার অভাব নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ওয়াইল্ডারের দাবি, লাল কার্ড দেখানোর আগে রেফারি নাকি প্রথমে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, হামজাকে মাঠ ছাড়তে হবে না। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান তিনি। নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে শেফিল্ড কোচ বলেন, ‘আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আমি হয়তো যা বলতে চাই, তা বলব না।’

শুধু হামজার লাল কার্ডই নয়, ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে শেফিল্ডের এক খেলোয়াড়ের জার্সি ধরে টানার ঘটনাও ওয়াইল্ডারের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তার মতে, ওই ঘটনায় পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল শেফিল্ডের। এ প্রসঙ্গে এক সপ্তাহ আগে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ওয়েস্ট হ্যামের পাওয়া পেনাল্টির উদাহরণ টানেন তিনি। সেই ম্যাচের ৯৩ মিনিটে জার্সি ধরে টানার ঘটনায় ওয়েস্ট হ্যাম পেনাল্টি পেয়েছিল বলে উল্লেখ করেন ওয়াইল্ডার। তার দাবি, ওই ম্যাচে চতুর্থ রেফারিও জার্সি টানার ঘটনা ঘটেছিল বলে স্বীকার করেছিলেন। তাই এ ধরনের ঘটনায় রেফারিরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ওয়াইল্ডার বলেন, ‘ওটা ছিল এমন অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যে মাত্র একটি, যেগুলো আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে হতাশ করেছে।’

বিগ ব্যাশে রিশাদকে ধরে রাখল হোবার্ট হারিকেন্স

ক্রীড়া ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশের (বিবিএল) ১৬তম আসরের জন্য আবারও হোবার্ট হারিকেন্সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের লেগ-স্পিনার রিশাদ হোসেন।

টানা দ্বিতীয় মৌসুমে অজি তারকা স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে হারিকেন্সের স্পিন আক্রমণের মূল দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। বিগ ব্যাশের গত আসরে (বিবিএল-১৫) হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে দারুণ এক অভিষেক মৌসুম কাটান রিশাদ। ১২ ম্যাচে ২০.৮৬ গড় ও ৭.৮২ ইকোনমি রেটে মোট ১৫টি উইকেট শিকার করেন তিনি।

তাঁর সেরা বোলিং স্পেল ছিল ২৬ রানে ৩ উইকেট। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বর্ষসেরা বিবিএল খেলোয়াড় (বিবিএল প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার) নির্বাচিত হন এই তরুণ লেগ-স্পিনার।

রিশাদকে দলে ধরে রাখা প্রসঙ্গে হোবার্ট হারিকেন্সের হাই-পারফরম্যান্স জেনারেল ম্যানেজার স্যালিয়ান বিমস বলেন, ‘গত মৌসুম শেষে রিশাদ আমাদের স্পষ্ট জানিয়েছিল যে সে হোবার্টে কাটানো সময় দারুণ উপভোগ করেছে এবং আবার ফিরতে চায়। অ্যাডাম জাম্পার অন্তর্ভুক্তিতে স্কোয়াডে কিছুটা পরিবর্তন এলেও রিশাদের মতো মানসম্মত খেলোয়াড়কে আমরা হাতছাড়া করতে চাইনি।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘প্রথমবার বিগ ব্যাশে এসে সব ম্যাচ খেলা এবং দলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়া প্রমাণ করে সে কতটা দ্রুত অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। জাম্পা ও রিশাদ- দুজন ভিন্ন ধরনের বিশ্বমানের লেগ-স্পিনারকে একসাথে পাওয়া আমাদের বোলিং আক্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক বৈচিত্র্য এনে দেবে।’

উল্লেখ্য, বিবিএল-১৪ এর ড্রাফটেই রিশাদকে দলভুক্ত করেছিল হোবার্ট, কিন্তু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ব্যস্ততার কারণে সেবার তাঁর খেলা হয়নি। পরবর্তীতে বিবিএল-১৫ আসরে অভিষেক হয়েই দলের আক্রমণের অন্যতম মূল অস্ত্র হয়ে ওঠেন তিনি।

বিবিএল-১৬ এর জন্য হোবার্ট হারিকেন্স স্কোয়াড:
মার্কাস বিন, ইয়ন কার্লাইল, নিখিল চৌধুরী, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, রিশাদ হোসেন, নিক হবসন, শাই হোপ, বেন ম্যাকডারমট, রাইলি মেরেডিথ, মিচ ওয়েন, উইল প্রেস্টউইজ, বিলি স্ট্যানলেক, টিম ওয়ার্ড, জেক ওয়েদারাল্ড, বো ওয়েবস্টার ও অ্যাডাম জাম্পা।

ক্রিকেটারদের চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার

ক্রীড়া প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ডিভিশন ক্রিকেট দলের মালামাল বহনকারী কাভার্ডভ্যান থেকে চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করেছে রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার তারাপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় একটি আইফোন ১৫ প্রো ম্যাক্স, ৩০০ মার্কিন ডলার, ম্যাসাজ বেড, লাগেজ, চারটি প্লাস্টিকের বাক্স, নগদ আট হাজার টাকা, তালা ভাঙার সরঞ্জাম ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার চামটা গ্রামের মোজাম্মেল হক (৩২), পুঠিয়ার গন্ডগোহালী জামতলা গ্রামের সোহান রহমান (২৩), একই উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের রুবেল আহমেদ (৩৮) এবং তারাপুর গ্রামের শাহাদাত হোসেন (৫২)। পুলিশ জানায়, গত মঙ্গলবার বিসিবির অধীনে পরিচালিত ডিভিশন ক্রিকেট দলের মালামাল নিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পরদিন ভোরে নাটোরের হরিশপুর বাইপাস মোড়ে চালক গাড়ির তালা পরীক্ষা করে আবার যাত্রা শুরু করেন। ভোর ৫টা ৫ মিনিটে পুঠিয়ার তারাপুর মোড়ে চলন্ত কাভার্ডভ্যানের পেছনের তালা ভেঙে মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন ব্যক্তি লাগেজসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যান।পেছন থেকে আসা অন্য একটি গাড়ির চালক বিষয়টি কাভার্ডভ্যানের চালককে জানান। এরপর চালক গাড়ি থামিয়ে পেছনের দরজার তালা ভাঙা ও দরজা খোলা দেখতে পান। ঘটনাটি গাড়ির মালিককে জানানোর পর চালক রাজশাহীতে পৌঁছান।

ধবল ধোলাইয়েও প্রাপ্তি দেখছেন জ্যোতি

ক্রীড়া প্রতিবেদক

সিরিজে বাংলাদেশ ধবল ধোলাই! ওয়ানডে সিরিজ দল হেরেছে ০-৩ ব্যবধানে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে কোনো জয়ই পায়নি নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। তবে সিরিজের ফলাফল দিয়ে পুরো সফরের মূল্যায়ন করতে রাজি নন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তার চোখে এই সফরের বড় প্রাপ্তি অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নতুন ক্রিকেটারদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়া। ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতেও আট উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৫ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায় দল। জবাবে মাত্র ২২.৪ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচে শারমিন আক্তার ও স্বর্ণা আক্তারের অর্ধশতকও বড় পরাজয় ঠেকাতে পারেনি। তবে তিন ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে বড় আলো ছিলেন সোবহানা মোস্তারি। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১১৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটারের এটাই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করা বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটারও সোবহানা। ওই ম্যাচে অধিনায়ক জ্যোতির সঙ্গে তার ১৯৫ রানের জুটিও গড়েছে নতুন রেকর্ড। শুরুতে কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরিয়েছিল এই জুটি। সিরিজে জয় না এলেও এমন পারফরম্যান্সকে ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন জ্যোতি। সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘প্রতিটি ম্যাচেই দলের কোনো না কোনো খেলোয়াড় এগিয়ে এসেছে। এখান থেকে আমরা অনেক ইতিবাচক দিক পেয়েছি, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগাব। এই সিরিজ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।’

সোবহানার রেকর্ড গড়া ইনিংসের পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সও জ্যোতির আশাবাদের কারণ। অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডে অভিষেক হয়েছে দুই তরুণ পেসার হাবিবা ইসলাম ও দিশা বিশ্বাসের। প্রথম ম্যাচে অভিষিক্ত হাবিবা ছয় ওভারে ৩৬ রান দিয়ে নিয়েছেন দুটি উইকেট। তার শিকার ছিলেন জর্জিয়া ভল ও বেথ মুনি। অন্যদিকে সিরিজের শেষ ম্যাচে অভিষেক হয় দিশার। নিজের প্রথম ওয়ানডেতেই অভিজ্ঞ অস্ট্রেলীয় ব্যাটার বেথ মুনির উইকেট তুলে নেন তিনি। মুনির ক্যারিয়ারের শততম ওয়ানডেতে এমন সাফল্য তরুণ পেসারের জন্য ছিল উল্লেখযোগ্য অর্জন। নতুনদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট জ্যোতি। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে অভিষেকের চাপ সামলানো সহজ ছিল না বলেও মনে করেন তিনি। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে ভালো করতে দেখেছি। আমাদের দুজনের অভিষেকও হয়েছে।

অবশেষে স্ট্রাইকার খুঁজে পেল বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ফুটবলে স্ট্রাইকার-সংকট নতুন কিছু নয়। গোল করার মতো নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ডের অভাবে দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছে জাতীয় দল। সেই আক্ষেপ ঘোচানোর আশায় এবার যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী তরুণ রোনান সুলিভানের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে লাল-সবুজের জার্সিতে আলো ছড়ানো এই ফরোয়ার্ড এবার খেলবেন জাতীয় দলের হয়ে। আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে তার অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি ফাহাদ করিম। রোনানকে পাওয়া নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। তবে সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাফুফে ভবনে ফাহাদ করিম বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আজকেই আমাকে সে কনফার্ম করেছে যে, ইনশাআল্লাহ সে আসতে পারবে।

১৮ অক্টোবর খেলোয়াড় তালিকা নিবন্ধনের শেষ দিন। আমরা তাকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করব।’ জাতীয় দলে রোনানের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আগ্রহের বড় কারণ গত এপ্রিলে তার পারফরম্যান্স। মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই ফ্রি-কিক ও হেড থেকে দুটি গোল করে নিজের সামর্থ্যের জানান দেন এই ফরোয়ার্ড। তার জোড়া গোলেই বাংলাদেশ ম্যাচটি জিতেছিল ২-০ ব্যবধানে। শুধু গ্রুপ পর্বেই নয়, ফাইনালেও দলের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন রোনান। ভারতের বিপক্ষে নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ের পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জেতে বাংলাদেশ।

সেই টাইব্রেকারেও গোল করেছিলেন রোনান। যুব দলের হয়ে এমন পারফরম্যান্সের পর এবার জাতীয় দলের বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশের আক্রমণভাগে তার উপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলবে, তা অবশ্য সময়ই বলে দেবে। তবে একজন স্বীকৃত স্ট্রাইকারের অভাবের মধ্যে রোনানের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর।

Carnival®
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
4-DAY
Western Caribbean
CRUISE
FROM TAMPA
Sun, Sea & Unforgettable Moments!
Carnival Paradise
SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL
FROM
$309 PP
SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS
ITINERARY
DAY 1 NOV 1
TAMPA, FLORIDA
Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2
FUN DAY AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 NOV 3
COZUMEL, MEXICO
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 5 NOV 5
TAMPA, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
COZUMEL Mexico
Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE
Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES
WHY CHOOSE CARNIVAL?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
PREMIUM FUN AWAITS
Stunning Pools & Decks
World-Class Entertainment
Comfortable Staterooms
Make Memories at Sea
BOOK YOUR CRUISE TODAY!
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
বর্তমানে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি (NYU) হাসপাতালের ১৯ বছর যাবত হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টে কর্মরত।
NYU স্কুল অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ থেকে হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত।
আমেরিকান হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে RHIT, CCS সার্টিফাইড।
হেলথকেয়ার ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে CRCR সার্টিফাইড।
১৯৯৮ -২০০৪ পর্যন্ত ফিনিক্স, অ্যারিজোনার ব্যানার ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে হেলথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টে কর্মরত ছিলাম।
সাবেক মহিলা সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা, ইনক।
সাবেক মহিলা সম্পাদক, হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ।
আমি বিনীতভাবে আমার জন্য এবং সেলিম-আলী পরিষদের প্রতিজন প্রার্থীর জন্য আপনাদের দোয়া, সহযোগিতা, সমর্থন ও মূল্যবান ভোট চাই।
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
SHAHANAZ HOSSAIN
WOMAN & CHILDREN SECRETARY
B14
শাহনাজ হোসেন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
B5
হারুন চেয়ারম্যান
B6
নওশাদ হায়দার
B7
ভিউক খান
B8
অনিক রাজ
B9
রিজু মোহাম্মদ
B10
মুনসুর আহমেদ
B11
রুমানা আহমেদ
B12
হাসান খান
B13
B15
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B21
কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

Global Poverty Rises to 1.2 Billion UN Report Warns

Shibbir Ahmed, New York

The number of people living in acute multidimensional poverty has risen to 1.2 billion for the first time since the global index was launched in 2010, according to a new United Nations report, highlighting the continuing struggle of millions of families to access basic necessities. The findings were published on October 12 in the 2026 Global Multidimensional Poverty Index (MPI), prepared by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) at the University of Oxford.

The report estimates that 1.2 billion people across 108 developing countries are experiencing overlapping deprivations in health, education and living standards. This represents 18.9 percent of the 6.3 billion people covered by the study. The number is 51.5 million higher than in the previous update on a comparable basis, marking the first increase recorded since the index was introduced in 2010.

Children account for more than half of those living in multidimensional poverty. The report estimates that approximately 617 million children are affected, while 83 percent of all people experiencing multidimensional poverty live in rural areas. The findings underscore how poverty extends beyond household income. Families may face several disadvantages simultaneously, including inadequate nutrition, limited access to education, unsafe drinking water, poor sanitation and a lack of electricity.

UNDP Administrator Alexander De Croo described the increase as a wake-up call for the international community, stressing that millions of people continue to endure hardships that reinforce one another. The report also highlights the importance of coordinated policies that address health, education and living conditions together rather than treating poverty as an income problem alone.

Despite the overall increase, the report points to examples of meaningful progress. Among 89 countries with data suitable for measuring trends, 33 reduced their multidimensional poverty index values by at least half in fewer than 15 years. The latest update also found mixed results among the 13 countries with newly updated estimates. Some countries recorded significant improvements, demonstrating that sustained policy efforts can reduce deprivation even in challenging circumstances.

The index uses household survey data to measure disadvantages across health, education and living standards. A person is classified as multidimensionally poor when their household experiences deprivation in at least one-third of the index's weighted indicators. The findings reinforce the urgency of achieving the United Nations Sustainable Development Goal of substantially reducing poverty in all its forms by 2030. The report calls attention to the need for targeted investment, stronger public services and coordinated action to ensure that vulnerable communities are not left behind.

Deadly Storms Leave Hundreds of Thousands Without Power Across the US

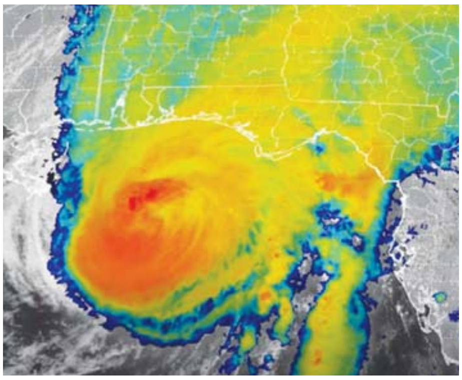

FLORIDA, United States

Hurricane Isaias has left a trail of destruction across the southeastern United States, killing at least four people and knocking out electricity to hundreds of thousands of homes and businesses after making landfall along Florida's Gulf Coast.

The storm came ashore near Destin, Florida, on October 9 as a Category 2 hurricane, bringing powerful winds, heavy rainfall and a dangerous storm surge. It subsequently weakened as it moved inland, but its effects continued to disrupt communities across Florida, Alabama, Georgia and Mississippi.

Approximately 670,000 electricity customers were without power across the four states in the immediate aftermath of the storm, according to Reuters. The number of outages subsequently declined as utility crews began restoring electricity. At least four deaths have been linked to Hurricane Isaias, according to authorities and news reports. Two of the reported fatalities involved trees falling on homes, while another person in Florida died in an incident involving a generator operating inside a closed garage. Officials have warned residents against using fuel-powered generators indoors or in enclosed spaces because the resulting carbon monoxide can cause fatal poisoning. Strong winds brought down trees and power lines, making roads dangerous and complicating emergency response efforts. In Houston County, Alabama, authorities temporarily closed roads because of hazardous debris and fallen electrical lines. Emergency crews continued assessing damage and clearing affected areas as conditions gradually improved.

Florida and Alabama experienced some of the most significant electricity disruptions. In the immediate aftermath of landfall, approximately 420,000 customers in Florida and 190,000 in Alabama were without power. Additional outages affected Georgia and Mississippi. Florida officials made electricity restoration a priority, deploying utility workers and coordinating with emergency management agencies. More than 16,000 utility workers had been prepared to respond to storm-related damage, according to reporting by Reuters. By October 12, more than 149,000 customers in Florida alone were still without electricity, highlighting the scale of the recovery effort.

The outages disrupted daily life, with residents facing difficulties accessing essential services, operating businesses and keeping food and medicine refrigerated. Although Isaias weakened after moving inland, the storm continued to produce hazardous weather across parts of the Southeast. Heavy rainfall increased the risk of flash flooding, while strong winds and tornado threats prompted additional warnings in affected areas. Some communities faced blocked roads and damaged infrastructure, slowing recovery operations. The National Weather Service also scheduled preliminary storm-damage surveys to assess the extent of wind damage and storm-surge impacts in affected areas of Florida and Alabama.

Forecasters expected conditions to improve as the system moved farther inland and weakened, although residents were advised to remain alert to local weather warnings and avoid damaged infrastructure. The hurricane also disrupted parts of the Gulf of Mexico's oil and natural gas industry. Offshore operations were affected as companies assessed conditions and worked to protect personnel and facilities. Reuters reported that significant portions of Gulf oil and gas production had been temporarily shut down in response to the storm. The U.S. Department of Energy also authorized the release of up to four million barrels of crude oil from the Strategic Petroleum Reserve to help address supply disruptions. The extent to which these interruptions would affect energy prices depended on how quickly offshore operations and transportation networks could return to normal.

PM seeks Canadian cooperation in energy, health, agriculture

DHAKA

Prime Minister Tarique Rahman today sought Canadian cooperation in education, health, energy and agriculture, alongside food security, technical education and climate financing, to strengthen bilateral ties and expand development cooperation.

He made the call when a delegation led by Canada's Secretary of State for International Development Randeep Sarai paid a courtesy call on him at the Prime Minister's Office at the Secretariat here, said PM's Deputy Press Secretary Shahadat Shadhin. During the meeting, the two sides discussed strengthening bilateral relations, expanding economic cooperation and exploring new avenues for strategic partnership, alongside the Rohingya crisis and other development priorities. The Prime Minister said Bangladesh looked forward to cooperation from friendly countries like Canada in key sectors, including health and education.

On energy, the Canadian side expressed interest in supporting Bangladesh's energy supply, particularly in oil and liquefied natural gas (LNG).

In health and skills development, Canada expressed interest in expanding cooperation in technical and vocational education and training, including nursing education. The Canadian side also indicated interest in supporting nursing training institutions and developing skilled nurses, building on its existing activities in the sector. In agriculture, the discussions covered cooperation in pulses and oilseeds, food security and data-driven agricultural planning. The Canadian side also briefed the prime minister on its ongoing activities through the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT).

Tarique Rahman outlined the government's plan to introduce Farmer Cards to provide farmers with fertilisers, seeds and other essential agricultural inputs, saying, "The initiative would also help build a comprehensive database of farmers, enabling better agricultural planning and more effective delivery of government support."

US Inflation Rises to 3.7% as Fed Weighs Interest Rates

WASHINGTON, D.C. — U.S

inflation accelerated to 3.7% in September, driven largely by a sharp increase in gasoline prices and rising costs across several consumer categories, adding pressure on the Federal Reserve as it considers its next interest-rate decision. The Consumer Price Index (CPI), a key measure of inflation, rose 0.6% in September on a seasonally adjusted basis, following a 0.4% increase in August, according to data released Wednesday by the U.S. Bureau of Labor Statistics. Annual inflation increased from 3.4% in August to 3.7% in September.

Energy costs were a major contributor to the increase. Gasoline prices rose 9.1% in September, while the overall energy index increased 5.2%. Energy prices were 20.4% higher than a year earlier, highlighting the continuing pressure on household budgets and transportation costs.

Food prices remained broadly unchanged in September. Grocery prices declined 0.1%, while the cost of food purchased away from home, including restaurant meals, increased 0.2%. Housing costs also continued to rise, with the shelter index increasing 0.4% during the month.

Core inflation, which excludes the more volatile food and energy categories, increased 0.3% in September. On an annual basis, core CPI rose 2.6%, up from 2.4% in August, indicating that price pressures extend beyond gasoline and other energy products.

The latest inflation figures have complicated the Federal Reserve's efforts to bring price increases under control while supporting economic growth and employment. The central bank raised its benchmark interest-rate target to a range of 3.75% to 4.00% in September. Policymakers are scheduled to meet on October 27–28 to assess whether additional tightening is necessary. The latest data have increased market uncertainty over the possibility of another rate increase this month. Higher interest rates generally make borrowing more expensive for households and businesses.

Mortgage payments, credit cards, auto loans and business financing can all be affected, potentially slowing consumer spending and investment.

However, raising rates too aggressively could also weaken economic activity and put additional pressure on the labor market. Federal Reserve officials must therefore weigh persistent inflation against signs of slower job growth.

The latest figures underscore the continuing affordability challenges facing American consumers. Higher gasoline prices can affect commuting expenses, transportation services and the cost of moving goods, while increases in housing and other services add to household financial pressures. Although the Federal Reserve aims to bring inflation back toward its 2% target, September's data show that annual consumer price increases remain well above that level.

Investors, businesses and consumers will be watching upcoming economic reports and statements from Federal Reserve officials for further indications of the central bank's next move. The September inflation report does not guarantee another rate increase, but it has made the decision more uncertain as policymakers confront persistent price pressures alongside concerns about economic growth and employment.

Bangladesh Mass Arrests Raise Human Rights Concerns, Says Human Rights Watch

Shibbir Ahmed, New York

International human rights organization Human Rights Watch (HRW) has raised concerns over the mass detention of opposition political activists in Bangladesh, warning of growing threats to political freedoms and human rights.

In a report published on October 5, HRW said police detained approximately 290 people attending a meeting of the Jatiya Samajtantrik Dal (JSD), a left-wing political party, in Dhaka on September 26.

According to the report written by Elaine Pearson, HRW's Asia director, members of the ruling Bangladesh Nationalist Party's (BNP) youth wing, Jubo Dal, alleged that the gathering was a secret meeting of the banned Awami League.

The report said a court remanded 27 of those detained to custody over allegations that they had chanted "Joy Bangla," a slogan associated with the Awami League.

The JSD was part of the 14-party alliance led by the Awami League, which governed Bangladesh from 2009 until 2024.

The Sheikh Hasina government fell following student-led protests in 2024, during which hundreds of people were killed by security forces, according to the HRW report.

HRW also reported that police detained 12 Awami League activists in Barisal on September 26 over allegations that they had held a secret meeting to plan sabotage. Two days later, another 15 people were arrested in Dhaka under Bangladesh's 2009 Anti-Terrorism Act on similar allegations. According to the report, those detained said they had gathered to mark former Prime Minister Sheikh Hasina's birthday.

The report noted that serious human rights violations occurred during Hasina's rule, including extrajudicial killings, enforced disappearances, torture and arbitrary detention of political opponents. The BNP also faced severe repression while it was in opposition. However, HRW stressed that past human rights abuses do not justify similar violations by the current government.

The organization expressed concern over the arbitrary detention of perceived Awami League supporters and the rollback of human rights safeguards proposed by the interim government.

International human rights law protects freedom of expression and association. According to HRW, violations committed under a previous government cannot justify restrictions on the same rights under a new administration. The report underscores continuing concerns over the protection of political freedoms, due process and the rule of law in Bangladesh.

White House Asks US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle to Resign

WASHINGTON DC

The White House has asked U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle to resign following allegations of improper conduct involving a political donor and questions about her behavior during her diplomatic tenure. Guilfoyle subsequently resigned on Tuesday, October 13, according to the Associated Press. White House Press Secretary Katie Zacharia announced the administration's decision during a briefing on Tuesday, saying Guilfoyle had been a valued member of the team and wishing her well.

The move followed several days of growing scrutiny over allegations that Guilfoyle sought financial assistance from a supporter of President Donald Trump before her Senate confirmation hearing. President Trump had indicated a day earlier that he was considering dismissing Guilfoyle, telling reporters that the administration was unhappy with the situation. The controversy centers on allegations reported by The Wall Street Journal that Guilfoyle asked businessman and Trump supporter Eric Deters to pay approximately $100,000 toward her American Express bill in July 2025, shortly before her Senate confirmation hearing. According to reports, Deters said Guilfoyle sought the payment while discussing his desire for access to senior Trump administration officials. The allegations raised questions about whether money was being sought in connection with political influence. Deters characterized the request as a potential pay-to-play arrangement. However, the allegations have not been established as proven wrongdoing. Guilfoyle's lawyers have denied that she engaged in improper conduct. They have argued that the money she sought was payment for previously arranged speaking engagements and public appearances that had not been paid for before her nomination as ambassador. The competing accounts have intensified scrutiny of the circumstances surrounding the alleged transaction. The financial allegations are part of a broader set of reports concerning Guilfoyle's conduct before and during her time in Athens. The Wall Street Journal has reported allegations involving gifts and services, interactions with Greek officials, and possible efforts to use her diplomatic position to advance particular interests. Guilfoyle's legal representatives have disputed allegations of wrongdoing. The reported claims remain subject to scrutiny and should not be treated as established findings.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি পদপ্রার্থী
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
VOTE FOR Dulal Behedo
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী
Dulal Behedo Senior Vice President
আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে প্রবাসীদের সেবা করার সুযোগ দিন
অনুগ্রহ করে কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নানার মৃত্যুতে তনুশ্রীর ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য

বিনোদন ডেস্ক

বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুতে অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইসিডব্লিউএ)। গত ৮ অক্টোবর নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও প্রকাশ করে প্রয়াত অভিনেতাকে নিয়ে ‘আপত্তিকর’ শব্দ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ উঠেছে তনুশ্রীর বিরুদ্ধে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্যামলাল গুপ্ত এক ভিডিও বার্তায় তার মন্তব্যের সমালোচনা করেন।

শ্যামলাল গুপ্ত বলেন, নানা পাটেকরের মৃত্যুতে তনুশ্রীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এআইসিডব্লিউএ। সংগঠনটির অভিযোগ, এমন সংবেদনশীল সময়ে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন অভিনেত্রী।

একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকেরা নানা পাটেকরকে নিয়ে তার মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তনুশ্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। ২০১৮ সালে আলোচনায় আসা মি টু আন্দোলনের পর গত পাঁচ বছরে তাকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তনুশ্রীর অভিযোগ, মামলা প্রত্যাহার না করার পর থেকেই তার জীবনে একের পর এক সমস্যা শুরু হয়। তার গাড়ির ব্রেক কেটে দেওয়া হয়েছিল, তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন এবং ফুড পয়জনিংয়েও আক্রান্ত হন বলে দাবি করেন অভিনেত্রী।

এসব অভিজ্ঞতার কারণেই নানা পাটেকরকে নিয়ে তার এমন মনোভাব বলে জানান তিনি।

২০১৮ সালে মি টু আন্দোলনের সময় তনুশ্রী দত্ত নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন।

তার অভিযোগ ছিল, ২০০৮ সালে ‘হর্ন ওকে প্লিজ’ ছবির শুটিংয়ের সময় নানা পাটেকর তার সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছিলেন। নানা পাটেকর ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

‘প্রবল ঘোর’-এ কুসুম শিকদার

বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনেত্রী হিসেবেই জনপ্রিয়তা কুসুম শিকদারের। তবে তিনি নির্মাণও করেন, আবার গানও করেন। মজার ব্যাপার হলো, তার ক্যারিয়ার শুরুই হয়েছিল গান দিয়ে। প্রকাশ করেছিলেন অ্যালবামও। তবে অভিনয়ে আসার পর এ অঙ্গনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ব্যস্ত হলেও গান ছাড়েননি কুসুম। সেটারই প্রমাণস্বরূপ নিয়ে এলেন নতুন গান ‘প্রবল ঘোর’। শুক্রবার (৯ অক্টোবর) বিকালে প্রকাশিত হয়েছে গানটি। এর ভিডিওচিত্র এসেছে অভিনেত্রীর ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

‘প্রবল ঘোর’-এর কথাও লিখেছেন কুসুম। আর সুর-সংগীত করেছেন মাহমুদ সানি। ভিডিও নির্মাণ করেছেন নকুল সরকার। ভিডিওতে অভিনয়ও করেছেন কুসুম, তার সঙ্গে আছেন শাহ রাসেল।

এর আগে ২০১৭ সালে কুসুম প্রকাশ করেছিলেন ‘নেশা’ শিরোনামের একটি গান। সে সময় গানটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। দীর্ঘ ৯ বছর পর তিনি এবার ‘প্রবল ঘোর’ নিয়ে ফিরলেন।

নতুন গানটি প্রসঙ্গে কুসুম জানান, মহামারি করোনাভাইরাসের শুরুর সময়ে গানটি লিখেছিলেন তিনি। পরে রেকর্ডিং করলেও মিউজিক ভিডিওর জন্য আটকে থাকে প্রকাশনা। অবশেষে এ বছরের জুনে কক্সবাজারে গিয়ে ভিডিওর শুটিং করেছেন।

কুসুম শিকদার বলেন, ‘এর মাঝে সিনেমা বানিয়েছি। এটা তো বড় কাজ, অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। ফলে চাইলেও গানটির কাজ শেষ করতে পারছিলাম না। তবে দর্শক মাঝে মাঝেই আমার নতুন গানের কথা জিজ্ঞেস করেন। তাদের আবদার আর তাড়না থেকেই এবার প্রকাশ করলাম।’

‘শরতের জবা’ দিয়ে সিনেমা নির্মাণে অভিষেক হয়েছে কুসুম শিকদারের। সিনেমাটি প্রশংসা পেয়েছিল। দ্বিতীয় সিনেমা নিয়েও কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন অভিনেত্রী। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের প্রথম দিকেই সিনেমাটির শুটিং শুরু করবেন তিনি।

নিউ ইয়র্কে তমা-মাহি রাফী-মিথিলা

বিনোদন প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল ও জনপ্রিয় শহর নিউ ইয়র্ক। বলা হয়, এ শহর কখনো ঘুমায় না। রাতেও এ শহরের চারদিকে নানা রঙের আলো জ্বলে থাকে। সেই ঝলমলে রাতের শহরেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মাতলেন ঢাকাই শোবিজের চার তারকা। তারা হলেন নির্মাতা রায়হান রাফী, অভিনেত্রী তমা মির্জা, সামিরা খান মাহি ও তানজিয়া জামান মিথিলা। তিন অভিনেত্রীর পরনে নজরকাড়া ঝলমলে পোশাক, আর রাফীর পরনে সাদা টি-শার্ট ও কালো জ্যাকেট। তাদের হাতে একটি করে পুরস্কারের ট্রফি। আর চোখে-মুখে বিপুল উচ্ছ্বাস।

কিন্তু তারা এক হলেন কোথায়? জানা গেছে, ১০ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ‘ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এ অংশ নিয়েছিলেন তারা। প্রত্যেকেই সেখানে পুরস্কৃত হয়েছেন। সেই পুরস্কার হাতে নিয়েই উন্মুক্ত জায়গায় রাতের আলোয় ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন তারা।

ছবিগুলো পোস্ট করে অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি লিখেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির এক রাত। অর্জন, বন্ধুত্ব আর দারুণ কিছু স্মৃতির উদযাপন। একটা ভিন্ন শহরে এসে পুরস্কার পাওয়া এবং সেই মুহূর্ত বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া আমার জন্য সত্যিই বিশেষ কিছু। হাসি-আনন্দে ভরপুর এক রাত, যেটার কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

একইরকম কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তমা মির্জাও। তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্ক, আমাদের একসঙ্গে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, পুরস্কার গ্রহণ আর নিজেদের অর্জনকে একসঙ্গে উদযাপন করা। এ পথচলা দীর্ঘ, তবে একসঙ্গে থাকার চেয়ে বেশি মূল্যবান আসলে কিছু নেই। আমার বন্ধুদের সঙ্গে এ সুন্দর মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। কিছু বন্ধুত্ব আমাদের পথচলাকে সার্থক করে তোলে।

আমার বন্ধুদের সঙ্গে এ সুন্দর মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। কিছু বন্ধুত্ব আমাদের পথচলাকে সার্থক করে তোলে। এ বন্ধুত্বের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, তমা মির্জা, সামিরা খান মাহি ও তানজিয়া জামান মিথিলার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। ঢাকায় থাকলেও তাররা প্রায়শই আড্ডায় মেতে ওঠেন। বন্ধুত্বের কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নেন সোশ্যাল মিডিয়ায়ও। অন্যদিকে রাফীর নির্মাণে একাধিক প্রজেক্টে অভিনয় করেছেন তমা। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও শোনা যায়।

ওমরাহ করলেন কেয়া পায়েল

বিনোদন প্রতিবেদক

সৌদি আরবের পবিত্র মক্কায় গিয়ে ওমরাহ পালন করেছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। ধর্মীয় এ আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের সুন্দর অনুভূতির কথা শেয়ার করেছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে কেয়া পায়েলকে কাবা শরিফের সামনে কালো বোরকা পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। ওমরাহ পালনের মাধ্যমে এ অভিজ্ঞতাকে তিনি জীবনের বিশেষ একটি অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

একই সঙ্গে ওই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ভক্তদের নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। কেয়া পায়েল লেখেন, কেউ বাজে মন্তব্য করে নিজের নিচু মানসিকতার পরিচয় দেবেন না। আপনার মন্তব্য আপনার রুচি, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। বক্তব্যের শেষ অংশে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, তাই অন্যকে ছোট করার আগে নিজের মানসিকতার দিকে একটু নজর দিন।

তার এ পোস্টে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। সিফাত বিন রুবেল নামের এক ভক্ত মন্তব্যের ঘরে লেখেন, আপনার নাটক খুব ভাল্লাগে, হজ্জ করতে গেছেন এখন ত আমি পুরাই মুগ্ধ!! তাই আমার একটা অনুরোধ নাটকে বা পর্দায় নিজেকে উপস্থাপন করবেন না– ধন্যবাদ।

অন্য এক অনুরাগী সানভি আহমেদ ইমন নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে লেখেন, তাওয়াফ করার ভিডিও যত দেখি আবেগি হয়ে যাই, আসলে ওই যায়গার অনুভূতি ওখানকার বাতাস ও সুগন্ধে সঙ্গে তাওয়াফ করার অনুভূতির কাছে পৃথিবীর সকল আনন্দ অনুভূতি মলিন ফিকে। সজীব হোসাইন নামের একজন লেখেন, ইসলামের পবিত্রতা নিজের মধ্যে ধারন করাই আসল মুমিনের পরিচয়।

Carnival
CHOOSE FUN
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
Small Getaway Big Memories
CARNIVAL SUNRISE
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise
Half Moon Cay
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
ITINERARY
DAY 1 NOV 29 MIAMI, FLORIDA Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30 AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 DEC 01 HALF MOON CAY Arrival: 8:00 AM Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02 CELEBRATION KEY Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03 MIAMI, FLORIDA Arrival: 8:00 AM
FROM $199 PP*
Average per person, based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR From $199 PP
OCEANVIEW From $280 PP
BALCONY From $484 PP
SUITE From $828 PP
Escape to Paradise
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches More Smiles More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

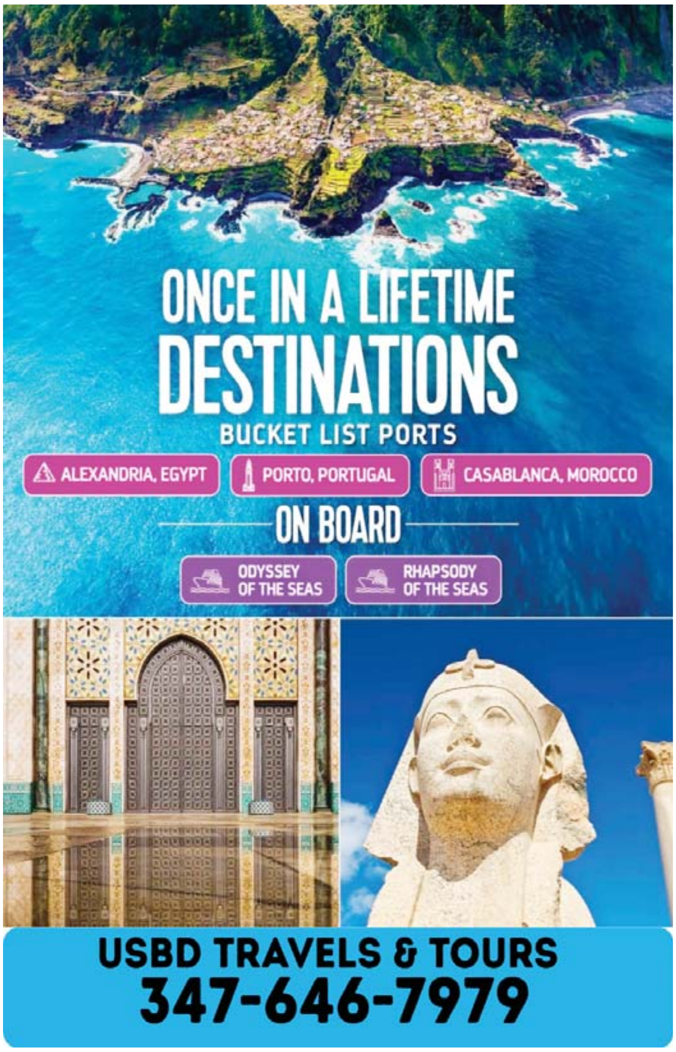
ONCE IN A LIFETIME
DESTINATIONS
BUCKET LIST PORTS
ALEXANDRIA, EGYPT
PORTO, PORTUGAL
CASABLANCA, MOROCCO
ON BOARD
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

LOYAL ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

LOYAL ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

সহজ সাজে সুন্দর

ঝটপট সাজার কিছু সহজ ও কার্যকর কৌশল জানা থাকলে খুব সহজেই যেকোনো স্থানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়। লিখেছেন– নাদিয়া আফরিন

কম সময়ে তৈরি হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ত্বকের দ্রুত প্রস্তুত করা। যেমন, ত্বক পরিষ্কার করা, ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন মাখা, বিবি বা সিসি ক্রিম মাখা। সাজ শুরু করার আগে একটি ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ত্বক পরিষ্কার করে নিতে হবে। ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখতে হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। দিনের বেলা বাইরে বের হলে সানস্ক্রিন অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। ভারি ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করে দৈনন্দিন বা ঝটপট মেকআপের জন্য বিবি ক্রিম বা সিসি ক্রিম সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি ত্বককে এক পলকে সতেজ ও উজ্জ্বল দেখায়।
কাজল বা লাইনারের একটি হালকা ব্যবহারেই চোখকে আকর্ষণীয় করা যায়। সময় থাকলে হালকা মাসকারা ব্যবহার করা যেতে পারে, যা চোখের দৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
প্রতিদিন বা হালকা সাজের জন্য ন্যুড বা হালকা গোলাপি শেডের লিপস্টিক বেছে নিন। বিশেষ কোনো আয়োজন হলে চটজলদি গাঢ় লাল বা মেরুন শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করলে চেহারাতেই এক ধরনের আভিজাত্য চলে আসে।
পোশাকের কাট ও রঙের ওপর সাজের ধরণ অনেকাংশে নির্ভর করে। কাজের স্থান বা সাধারণ আড্ডায় সুতি বা আরামদায়ক পোশাক বেছে নেওয়া ভালো। পোশাক যদি খুব বেশি রঙিন বা গর্জিয়াস হয়, তবে মুখের মেকআপ হালকা রাখাই শ্রেয়। আবার পোশাক সাধারণ হলে মেকআপ বা গহনায় কিছুটা ভিন্নতা এনে আকর্ষণীয় লুক তৈরি করা যায়।
দ্রুত সাজতে গিয়ে যাতে কোনো ভুল না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। যেমন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্রসাধন করা, নিজের ত্বকের ধরন তৈলাক্ত, শুষ্ক বা সংবেদনশীল বুঝে পণ্য নির্বাচন করুন। ভুল পণ্য ব্যবহারে মেকআপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। অতিরিক্ত মেকআপ এড়িয়ে চলুন, খুব দ্রুত সাজতে গিয়ে অতিরিক্ত ফাউন্ডেশন বা পাউডার ব্যবহার করলে মেকআপ ভেসে উঠতে পারে বা কৃত্রিম লাগতে পারে।

দিনে কত কাপ কফি হৃদযন্ত্রের জন্য নিরাপদ

স্বাস্থ্য ডেস্ক

দিনে পাঁচ কাপ পর্যন্ত কফি পান করলে বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্কের হৃদযন্ত্রের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ে না। বরং পরিমিত কফি পানের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের কিছু রোগের ঝুঁকি কম থাকার সম্পর্ক পাওয়া গেছে নতুন এক পর্যালোচনায়। গবেষণায় বলা হয়েছে, দিনে সর্বোচ্চ ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন গ্রহণ বেশির ভাগ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য নিরাপদ। এটি প্রায় পাঁচ কাপ কফির সমান। তবে দিনে দুই থেকে চার কাপ কফি পানকারীদের মৃত্যুঝুঁকি সবচেয়ে কম দেখা গেছে।
কফির পাশাপাশি চা, চকলেট, কোমল পানীয় ও কিছু ওষুধ থেকেও শরীরে ক্যাফেইন প্রবেশ করে। তবে এসব উৎস থেকে অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে আরও গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষ করে এনার্জি ড্রিংক বেশি পান করলে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন গবেষকরা। কফি সবার শরীরে একইভাবে কাজ করে না। বয়স, শারীরিক গঠন, বিপাকপ্রক্রিয়া ও ক্যাফেইন গ্রহণের অভ্যাসের কারণে এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। কারও ক্ষেত্রে বেশি কফি পান করলে বুক ধড়ফড়, উদ্বেগ ও ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

একই সাজে পরিবারের সবাই

স্বাস্থ্য ডেস্ক

উৎসব মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক আর প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলনমেলা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছবি তোলা– সবকিছুতেই থাকে উৎসবের আমেজ। আর এ আনন্দের অন্যতম অনুষঙ্গ নতুন পোশাক। তবে এখন আর শুধু নিজের পছন্দের পোশাক কেনাতেই সীমাবদ্ধ নেই অনেকে। পরিবারের সবার পোশাকের রঙ ও নকশায় মিল রাখার পাশাপাশি দম্পতিদের একই রঙ ও নকশার পোশাক পরার প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে। ক্রেতাদের এ পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে দেশীয় ফ্যাশন হাউজগুলোও নিয়ে আসছে নানা নকশা ও বৈচিত্র্যের পোশাক।
পরিবারের সবাই যখন একই রঙ কিংবা কাছাকাছি নকশার পোশাকে সেজে ওঠেন, তখন উৎসবের আনন্দে যোগ হয় ভিন্ন মাত্রা। মায়ের শাড়ির সঙ্গে মেয়ের পোশাক, বাবার পাঞ্জাবির সঙ্গে ছেলের পাঞ্জাবি কিংবা স্বামী-স্ত্রীর পোশাকে একই মোটিফ– এমন সমন্বিত সাজ এখন ফ্যাশনের পরিচিত অনুষঙ্গ। এতে পারিবারিক ছবিতেও তৈরি হয় নান্দনিক সামঞ্জস্য।
শারদ উৎসবের পোশাকে লাল-সাদা বরাবরই জনপ্রিয়। পাশাপাশি লাল, মেরুন, কমলা, হলুদ, সাদা ও বিভিন্ন মাটিরঙের আভাও থাকে উৎসবের সংগ্রহে। শাড়ি, পাঞ্জাবি, সালোয়ার-কামিজ, ফতুয়া ও শিশুদের পোশাকে একই নকশা বা মোটিফের ব্যবহার পরিবারের সবার সাজে এনে দেয় একধরনের ঐক্য।
পরিবারের সবার জন্য একই নকশার পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে দেশীয় ফ্যাশন হাউজ মেঘের আয়োজন বরাবরই উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার অহিদুল ইসলাম মিল্টন জানান, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে মেঘ বড়দের পাশাপাশি শিশুদের জন্যও একই রঙ ও নকশার পোশাক নিয়ে আসে। দম্পতিদের জন্যও থাকে একই নকশার পোশাক। ফলে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক বেছে নিয়েও সাজে মিল রাখতে পারেন।
এবার শারদ উৎসব উপলক্ষে মেঘ এনেছে বড় ও ছোটদের জন্য নানা ধরনের পোশাক। এ সংগ্রহে রয়েছে ছেলেদের পাঞ্জাবি ও টি-শার্ট, মেয়েদের কামিজ ও আনস্টিচড পোশাক এবং শিশুদের ফতুয়া, পাঞ্জাবি, ফ্রক ও টি-শার্ট। আরামদায়ক কাপড় ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে পোশাকগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে উৎসবের আমেজ।
শারদ উৎসব উপলক্ষে এবার বিশেষ আয়োজন নিয়ে এসেছে রঙ বাংলাদেশ। তাদের এবারের নকশার মূল অনুপ্রেরণা নেপালের ঐতিহ্যবাহী কাঠখোদাইশিল্প। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নেপালি কারুশিল্পীদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে এ শিল্পধারা। মন্দির ও প্রাচীন স্থাপত্যের কাঠের কাজে ফুটে ওঠে তাদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ। রেখার বিন্যাস, অলংকরণের ছন্দ ও খোদাইয়ের গভীরতা এ শিল্পকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। সেই শিল্পভাষা থেকেই রঙ বাংলাদেশ খুঁজে নিয়েছে এবারের উৎসবের পোশাকের নকশার ভাবনা।
রঙ বাংলাদেশের এবারের আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ পরিবারের সবার জন্য একই নকশার পোশাক। 'কারু গল্প', 'রাঙাবৃত্ত' ও 'শরৎরঙ'-এর মতো বিভিন্ন ফ্যামিলি সিরিজে একই নকশার ভাবনায় সাজতে পারবেন পরিবারের ছোট-বড় সদস্যরা। শিশু, তরুণ-তরুণী, বাবা-মা থেকে শুরু করে প্রবীণদের পোশাকে রঙ ও নকশার সামঞ্জস্য একসঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপনের আনন্দকে আরও দৃশ্যমান করে তুলবে। পাশাপাশি রয়েছে ডুয়েট, কাপল ও ম্যাচিং সিরিজ।
উৎসবের আনন্দকে আরও বর্ণিল করে তুলতে বিশেষ সংগ্রহ নিয়ে হাজির হয়েছে দেশীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ দেশীদশ। দেশীদশের প্রতিটি ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে নিজস্ব ভাবনা ও স্বতন্ত্র নকশায় তৈরি বিশেষ সংগ্রহ। বর্তমানে নিপুণ, কে ক্র্যাফট, অঞ্জন'স, রঙ বাংলাদেশ, বাংলার মেলা, সাদাকালো, দেশাল, নগরদোলা ও সৃষ্টি– দেশের এসব ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে দেশীদশ। প্রতিটি ব্র্যান্ডই নিজস্ব নকশা, রঙ, কাপড় ও কারুশৈলীর মাধ্যমে দেশের ফ্যাশন অঙ্গনে গড়ে তুলেছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোতেই পরিবারের সবার জন্য একই রঙ ও নকশার পোশাকের আয়োজন রয়েছে।

রেসিপি

বিকেলের নাশতার তিন পদ

সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝে বিকেলের এক কাপ চা আর হালকা নাশতা এনে দিতে পারে খানিকটা প্রশান্তি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প কিংবা অবসরের আড্ডায় মুখরোচক কিছু খাবার মুহূর্তগুলোকে করে তোলে আরও আনন্দময়। নাশতা মানেই যে অনেক আয়োজন, তা নয়। ঘরে থাকা সহজলভ্য উপকরণ দিয়েই তৈরি করা যায় মজার সব পদ। সহজে তৈরি করা যায় এমন কয়েকটি রেসিপি দিয়েছেন– **মরিয়ম বেগম**

ডোনাট

যা লাগবে : ময়দা ২ কাপ, চিনি ১ কাপ, ইস্ট ১ চা-চামচ, গুঁড়া দুধ ১ চা-চামচ, পানি আধা কাপ ও বাটার ১ চা-চামচ।
যেভাবে করবেন : ময়দার সঙ্গে সব উপকরণ ভালোভাবে মেখে আধা ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে। রুটি বেলে ডোনাট কাটার দিয়ে ডোনাট কেটে নিতে হবে। আবার আধা ঘণ্টা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে ভেজে নিতে হবে।
চকলেট ডোনাট : গলানো চকলেটে (১ কাপ) ডোনাট ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। ইচ্ছে হলে এর ওপর সুইট বল ও চকলেট দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
সুগার ডোনাট : ১ কাপ চিনি চুলায় গরম করে সঙ্গে ১ টেবিল চামচ লেবুর রস জ্বাল দিয়ে ডোনাটের ওপর ঢেলে দিতে হবে। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।

নুডলস নেস্ট

যা লাগবে : নুডলস ১ প্যাকেট, আলু ২ কাপ, লবণ সামান্য, গাজর সাজানোর জন্য, মটরশুঁটি ২ টেবিল চামচ, তেল ভাজার জন্য ও মাখন ২ টেবিল চামচ, সাজানোর জন্য লবঙ্গ অথবা কালিজিরা।
যেভাবে করবেন : নুডলস সেদ্ধ করে একটা চা ছাঁকনির ওপর বসিয়ে ঝুরির মতো করে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। আলু সেদ্ধ করে মিহিভাবে চটকে নিয়ে মাখনে সামান্য ভেজে তুলে নিন। এবার ছোট ছোট বল বানিয়ে পাখির আকৃতি দিন।?গাজর দিয়ে পাখির ঠোঁট ও ডানা বানাতে হবে। লবঙ্গ অথবা কালিজিরা দিয়ে চোখ বানিয়ে নুডলসের ঝুরিতে বসাতে হবে। ইচ্ছে হলে কয়েকটা মটরশুঁটি ভেতরে দিতে পারেন। সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

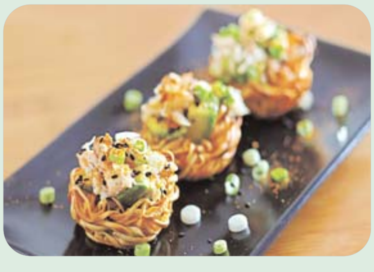

চকলেট পুডিং

যা লাগবে : ঘন দুধ ১ কাপ, ডিম ৬টা, চিনি আধা কাপ, ক্রিম আধা কাপ, চকলেট ২ টেবিল চামচ, কোকো পাউডার ১ টেবিল চামচ ও মাখন ১ টেবিল চামচ।
যেভাবে করবেন : ডিম ভালোভাবে ফেটে এর সঙ্গে সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে। এবার পুডিং ডাইসে বাটার মেখে মিশ্রণ ঢেলে ফয়েল পেপার অথবা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে একটি পাত্রে সামান্য পানি দিয়ে এর ওপর পুডিং ডাইস বসিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট ভাপিয়ে দিতে হবে। ডাইস থেকে পুডিং বের করে ঠান্ডা হলে সাজিয়ে পরিবেশন।

চীনে এআই চিপে বাজিমাত করছে হুয়াওয়ে

প্রযুক্তি ডেস্ক

মার্কিন সরকারের রপ্তানি বিধিনিষেধ এবং চীনের স্থানীয় চিপ নির্মাতাদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে মার্কিন চিপ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে কোম্পানিটি। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে (জানুয়ারি-জুন) চীনের ডেটা-সেন্টারভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপের বাজারে এনভিডিয়ার অংশীদারত্ব কমে ৩৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ডেটা করপোরেশনের (আইডিসি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। আইডিসির উপাত্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে এনভিডিয়া চীনে ৬ লাখ ৭৮ হাজার 'এআই অ্যাক্সিলারেটর' চিপ সরবরাহ করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৪ শতাংশ কম। এআই মডেল প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিশেষায়িত চিপগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ওয়াশিংটন থেকে চীনে এনভিডিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী এআই চিপ বিক্রির ওপর আন্তর্জাতিক আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বেইজিংয়ের সামরিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে সীমিত রাখা। ফলে চীনের বাজারে এনভিডিয়া তাদের পণ্য বিক্রির সুযোগ অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, বেইজিংও তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থানীয় চিপ ব্যবহারের ওপর জোর দেয়। যেসব চীনা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার অনুমোদিত চিপ আমদানির পরিকল্পনা করে, তাদের জন্য সরকারের বিশেষ অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটনের এই রপ্তানি নীতির সমালোচনা করে আসছেন। মার্কিন নীতির কারণেই একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনভিডিয়াকে চীনের প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের এআই চিপের প্রতিদ্বন্দ্বী চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের হাতে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

তবে এই ৩৪ শতাংশ শেয়ারের মধ্যে বি২০০ বা বি৩০০-এর মতো অত্যাধুনিক চিপের কোনো চোরাচালানকৃত অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করেনি আইডিসি। বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি এনভিডিয়াও। এনভিডিয়ার এই ধসের বিপরীতে চীনে দ্রুত নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে হুয়াওয়ে। আইডিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরের প্রথম ছয় মাসে হুয়াওয়ে ৫ লাখ ৭২ হাজার এআই অ্যাক্সিলারেটর বাজারে সরবরাহ করেছে, যা আগের বছর ছিল তিন লাখের কিছু বেশি। এর ফলে চীনের সামগ্রিক এআই চিপ বাজারে হুয়াওয়ের শেয়ার বেড়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আইডিসি ট্র্যাক করা ১১টি চীনা চিপ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠানই গত বছরের তুলনায় বাজারে তাদের চিপ সরবরাহ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমার্ধে চীনে সব মিলিয়ে ২০ লাখ ৮ হাজার এআই অ্যাক্সিলারেটর সরবরাহ করা হয়েছে। সাধারণত এআই মডেল প্রশিক্ষণে বহুল ব্যবহৃত 'গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট' বা জিপিইউ চিপের সরবরাহ সীমাবদ্ধ থাকায় বাজারে এর উপস্থিতি ২৬ শতাংশ কমে ৯ লাখ ৯১ হাজারে নেমে এসেছে। এর বিপরীতে জিপিইউ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট এআই কাজের জন্য তৈরি অন্যান্য চিপের সরবরাহ প্রায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০ লাখ ১৬ হাজারে পৌঁছেছে। প্রথমবারের মতো এ ধরনের চিপ বিক্রির পরিমাণ জিপিইউ-কে ছাড়িয়ে গেল। আইডিসি জানিয়েছে, জিপিইউ-বহির্ভূত এই এআই অ্যাক্সিলারেটর বাজারের ৯৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে হুয়াওয়ে, টি-হেড, কুয়ানলুনশিন ও ক্যামব্রিকন। ইন্টারনেট জায়ান্ট ও টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমেই এই অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, চীনের বাজারে প্রতিযোগিতা এখন আর একটি নির্দিষ্ট চিপের সক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং পুরো ডেটা সেন্টার ও ক্লাস্টার সিস্টেমে চিপগুলো কতটা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে, সেটির ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি বাজার। চলতি বছর চীনে জিপিইউ চিপ সরবরাহ ৯ শতাংশ কমার আশঙ্কা থাকলেও সামগ্রিক এআই চিপের বাজার ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করছে আইডিসি।

কিশোরীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে জার্মানিতে রোবট জব্দ, আটক ২

প্রযুক্তি ডেস্ক

জার্মানিতে এক কিশোরীকে যৌন হয়রানিতে রোবট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় লাল ও সোনালি রঙের একটি রোবট জব্দ করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর ও ১৯ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ।

দেশটির কোলন শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি একটি ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগে বলা হয়, রোবটটি ১৬ বছর বয়সী ওই কিশোরীর শরীরে হাত রাখে ও তাঁর শরীরের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ নড়াচড়া করে। এ সময় কিশোরী চিৎকার করে সরে যায়। নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়া রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, আটক দুজন ওই সময় ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করছিল এবং এ নিয়ে মন্তব্য করছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারা ওই রোবটটি পরিচালিত করছিল বলেও অভিযোগে উঠে এসেছে। পুলিশের ফেসবুক পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গত শনিবার মধ্যরাতের কিছু আগে এই ঘটনা ঘটে। কিশোরীটি তার বন্ধুদের সঙ্গে ছিল। তার পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসে ১২০ সেন্টিমিটার (৩ দশমিক ৯ ফুট) লম্বা রোবটটি। এরপর তার কোমড়ের নিচের অংশে হাত রাখে।

খবর পেয়ে জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। এর কিছুক্ষণ পর কাছের একটি সড়কের এক ব্লক দূরে ওই কিশোর ও তরুণকে পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, কিশোরটি রোবটটি একটি গাড়ির পেছনে রেখেছিল। সেখান থেকেই সেটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের প্রকাশ করা একটি ছবিতে রোবটটিকে কালো গোঁফ, সোনালি রঙের চেইন ও সাদা গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখা যায়। রোবটটির পাশাপাশি অভিযুক্ত দুজনের দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করেছে পুলিশ। ঘটনার সময় কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রোবটটির নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

কাজের ধরন বদলে দিয়েছে ১০ এআই টুলস

ফিচার ডেস্ক

কাজের ধরন বদলে দিয়েছে আলোচিত ১০ এআই টুলস উপস্থাপনার স্লাইড থেকে শুরু করে কণ্ঠস্বর তৈরি, ছবি আঁকা, তথ্য অনুসন্ধান, কোডিং এবং দৈনন্দিন কাজের সহায়তা–বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে এআই টুলস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের দ্রুত অগ্রগতি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা, সৃজনশীল কাজের ধারা এবং ডেভেলপারদের কাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। সাধারণ চ্যাট ইন্টারফেস থেকে শুরু করে মাল্টিমোডাল ইকোসিস্টেম পর্যন্ত সব মিলিয়ে জেনারেটিভ এআই টুলস এখন আধুনিক ব্যবসা ও প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সে রকমই জনপ্রিয় ১০টি এআই টুলস নিয়ে আজকের আয়োজন।

নির্মাতা: গামা ইনকরপোরেটেড
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২০
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: গ্র্যান্ট লি
আর্থিক তথ্য: ১০ কোটি ডলারের বেশি (নভেম্বর, ২০২৫)

ম্যানুয়ালি স্লাইড সাজানোর ঝামেলা কমিয়ে উপস্থাপনা তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করেছে গামা। লিখিত নির্দেশনা থেকে এটি প্রেজেন্টেশন, ওয়েব পেজ ও ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারে। এর কার্ডভিত্তিক ক্যানভাসে লেখা, ছবি, চার্ট ও অন্যান্য মিডিয়া যুক্ত করে সহজেই কনটেন্ট সাজানো যায়। ফলে আলাদা ডিজাইন টিমের সহায়তা ছাড়াই পেশাদার মানের উপস্থাপনা তৈরি করা সম্ভব। ব্যবসায়িক প্রস্তাব, বিনিয়োগকারীদের জন্য আপডেট, প্রশিক্ষণসামগ্রী ও অভ্যন্তরীণ ব্রিফিং তৈরিতে প্ল্যাটফর্মটি কাজে লাগে।

৯. ইলেভেনল্যাবস
নির্মাতা: ইলেভেনল্যাবস
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: মাতি স্তানিশেভস্কি
আর্থিক তথ্য: ৫০ কোটি ডলারের বেশি (মে, ২০২৬)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বাস্তবসম্মত কণ্ঠস্বর তৈরি ও অডিও কনটেন্ট নির্মাণের জন্য পরিচিত ইলেভেনল্যাবস। এর প্রযুক্তি কথার গতি, উচ্চারণ, আবেগ ও কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতে পারে। টেক্সট-টু-স্পিচের পাশাপাশি কণ্ঠস্বর ক্লোনিং, ডাবিং এবং বিভিন্ন ভাষায় অডিও স্থানীয়করণের সুবিধাও রয়েছে। ফলে ভিডিও নির্মাতা, গেম ডেভেলপার, প্রকাশক ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারীরা তুলনামূলক কম সময়ে বহুভাষিক কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন।

৮. কার্সর
নির্মাতা: অ্যানিস্ফিয়ার
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: মাইকেল ট্রুয়েল
অধিগ্রহণ: স্পেসএক্স, ৬ হাজার কোটি ডলারের অধিগ্রহণ চুক্তি

কার্সর এআই-সহায়ক কোড এডিটর, যা সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কোড লেখা, ত্রুটি শনাক্ত করা, পুরোনো কোড উন্নত করা এবং বড় কোডবেস বুঝতে সাহায্য করে। ভিএস কোডের ভিত্তিতে তৈরি এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ ভাষায় নির্দেশনা দিয়ে কোডের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কাজ করা যায়। ফলে সফটওয়্যার তৈরির অনেক পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। জটিল প্রকল্পে কোডের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক বোঝা এবং একাধিক ফাইলে পরিবর্তন আনার কাজেও এটি সহায়ক।

৭. মিডজার্নি
নির্মাতা: মিডজার্নি
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী: ডেভিড হোলজ

লিখিত বর্ণনা থেকে শৈল্পিক ও উচ্চমানের ছবি তৈরির

জন্য মিডজার্নি পরিচিত। বিজ্ঞাপন, বইয়ের প্রচ্ছদ, ধারণাচিত্র, চলচ্চিত্রের প্রাথমিক ভিজ্যুয়াল পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল আর্ট তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়। নির্দেশনার মাধ্যমে ছবির আলো, রং, টেক্সচার, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও শিল্পরীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডিসকর্ডের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য পরিচিত হলেও এখন নিজস্ব ওয়েব ইন্টারফেসেও ছবি তৈরি করা যায়।

৬. মেটা লামা
নির্মাতা: মেটা
প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: মার্ক জাকারবার্গ

মেটার লামা একটি বৃহৎ ভাষা মডেল পরিবার। এটি ডেভেলপার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুযোগ দিয়েছে। মডেলগুলো অনুমোদিত শর্তে ডাউনলোড করে নিজস্ব অবকাঠামোতে চালানো, নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে সাজানো এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারে যুক্ত করা যায়। এ কারণে নিজস্ব ডেটা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে লামা আকর্ষণীয় বিকল্প।

৫. পারপ্লেক্সিটি
নির্মাতা: পারপ্লেক্সিটি এআই
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: অরবিন্দ শ্রীনিবাস

পারপ্লেক্সিটি একটি এআই-চালিত সার্চ ও উত্তর প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিনের মতো শুধু ওয়েবসাইটের তালিকা দেখানোর পরিবর্তে এটি প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েব উৎসের লিংক যুক্ত করে। ফলে গবেষণা, বাজার বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান সহজ হয়। এর উন্নত অনুসন্ধান সুবিধা জটিল প্রশ্নকে কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৪. মাইক্রোসফট কোপাইলট
নির্মাতা: মাইক্রোসফট
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৫
কোপাইলট প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: সত্য নাদেলা

মাইক্রোসফট কোপাইলট হলো এআই-সহায়ক টুলের একটি পরিবার, যা উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট ৩৬৫ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সফটওয়্যারে ব্যবহার করা যায়। এর সাহায্যে ই-মেইলের সারসংক্ষেপ তৈরি, নথি লেখার খসড়া প্রস্তুত, স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার কাঠামো তৈরির মতো কাজ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত লাইসেন্স ও অনুমতি থাকলে এটি মাইক্রোসফট ৩৬৫-এর বিভিন্ন অ্যাপের তথ্য ব্যবহার করেও কাজ করতে পারে। তবে সব সংস্করণে একই সুবিধা পাওয়া যায় না; ফিচার, লাইসেন্স ও ব্যবহারকারীর অনুমতির ওপর সক্ষমতা নির্ভর করে।

৩. ক্লড
নির্মাতা: অ্যানথ্রোপিক
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২১
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: দারিও আমোদেই

অ্যানথ্রোপিকের তৈরি ক্লড লেখালেখি, তথ্য বিশ্লেষণ, কোডিং, নথি পর্যালোচনা এবং জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বড় আকারের নথি ও দীর্ঘ কথোপকথনের প্রসঙ্গ ধরে রেখে কাজ করার ক্ষমতা এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠানটি এআই নিরাপত্তা, মডেলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। ক্লডের বিভিন্ন সংস্করণে কোড লেখা, তথ্য বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট নিয়ে কাজ করার সুবিধা রয়েছে।

২. গুগল জেমিনি
নির্মাতা: গুগল
প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: সুন্দর পিচাই

গুগল জেমিনি একটি মাল্টিমোডাল এআই মডেল পরিবার। মডেল ও সংস্করণভেদে এটি লেখা, কোড, ছবি, অডিও এবং ভিডিও নিয়ে কাজ করতে পারে। গুগলের বিভিন্ন সেবা ও অ্যাপের সঙ্গে এর সংযোগ ব্যবহারকারীদের তথ্য বিশ্লেষণ, লেখালেখি, গবেষণা, প্রোগ্রামিং এবং কনটেন্ট তৈরিতে সহায়তা করে। দীর্ঘ নথি, বড় কোডবেস এবং ভিডিও বিশ্লেষণের মতো কাজেও নির্দিষ্ট সংস্করণগুলো কার্যকর। তবে সব সংস্করণের সক্ষমতা বা তথ্য ধারণের সীমা সমান নয়।

১. চ্যাটজিপিটি
নির্মাতা: ওপেনএআই
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১
চ্যাটজিপিটি চালু: নভেম্বর ২০২২
প্রধান নির্বাহী: স্যাম অল্টম্যান

চ্যাটজিপিটি কথোপকথন, লেখালেখি, অনুবাদ, তথ্য বিশ্লেষণ, গাণিতিক সমস্যা সমাধান, প্রোগ্রামিং এবং বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সংস্করণ ও অ্যাকাউন্টের সুবিধা অনুযায়ী এতে ওয়েব অনুসন্ধান, ছবি বিশ্লেষণ, ভয়েস কথোপকথন, ফাইল নিয়ে কাজ এবং ছবি তৈরির মতো সুবিধাও রয়েছে। ডেভেলপারদের জন্য এপিআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যারে ওপেনএআইয়ের মডেল যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবেদন তৈরি, গবেষণা, গ্রাহকসেবা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ সহজ করতে এটি ব্যবহার করতে পারে। তবে চ্যাটজিপিটি সব সময় নির্ভুল তথ্য দেয় না; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণ পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার প্রাপ্ত। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় তিন তিনবার সেরা ক্রীড়াবীদ হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় এ্যাথলেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এ্যাথলেট দলের (১৯৯১-১৯৯৩) অধিনায়ক। ১৯৯৩ সালে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন।
সামাজিক কার্যক্রমঃ
সিনিয়র সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
সহ সভাপতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অফ আমেরিকা (৬বার)
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা
সাবেক সভাপতি
মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক (তিনবার)
মেম্বার অব ট্রাষ্ট্রি বোর্ড
উডসাইড বায়তুল জান্নাহ্ মসজিদ
আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং আস্থাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।
আমি বিনীতভাবে আমার জন্য এবং সেলিম-আলী পরিষদের প্রতিজন প্রার্থীর জন্য আপনাদের দোয়া, সহযোগিতা, সমর্থন ও মূল্যবান ভোট চাই।
B2
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. MOHIUDDIN DEWAN
SR. VICE PRESIDENT
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B3 মো: কামরুজ্জামান কামরুল
B5 হারুন চেয়ারম্যান
B6 নওশাদ হায়দার
B7 ভিউক খান
B8 অনিক রাজ
B9 রিজু মোহাম্মদ
B10 মুনসুর আহমেদ
B11 রুমানা আহমেদ
B12 হাসান খান
B13
B14 শাহনাজ হোসেন
B15
B16 মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B17 সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B18 মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B19 শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B20 মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
B21 কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

৯ কোটি টাকার সংস্কার

প্রথম পৃষ্টার পর

বাবদ আরও ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দাবি করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ উঠেছে, পুরোনো যন্ত্রপাতি মেরামতের নামে অস্বাভাবিক ব্যয় দেখানো, প্রয়োজনীয় কাজের সঙ্গে ব্যয়ের অসংগতি এবং আমদানি করা যন্ত্রপাতির মূল্য বাড়িয়ে দেখানোর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়ে থাকতে পারে।

সংসদ ভবনের অধিবেশনকক্ষে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপনের কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের জাতীয় সংসদ ভবন কার্যালয়ের তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) মো. আশরাফুল হকের তত্ত্বাবধানে কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিমিটেড এ কাজ বাস্তবায়ন করে।

পরবর্তী সময়ে সাউন্ড সিস্টেমের মেরামত ও সংস্কারের দায়িত্বও পায় একই প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনে প্রবেশ করলে অধিবেশনকক্ষের সাউন্ড সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নেয় গণপূর্ত অধিদপ্তর। তখন কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিমিটেড পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানায়, বিদ্যমান যন্ত্রপাতি মেরামতের মাধ্যমেই সাউন্ড সিস্টেম পুনরায় চালু করা সম্ভব। কিন্তু অভিযোগে বলা হয়েছে, সংসদে স্থাপিত শিওর (ঝযঁৎব) ব্র্যান্ডের পুরোনো সিস্টেমের সমমানের কিছু প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পণ্য বর্তমানে আর উৎপাদিত হয় না। এমন পরিস্থিতিতে পুরোনো যন্ত্রপাতি সংস্কারের যৌক্তিকতা এবং ব্যয়ের যথার্থতা নিয়েও অনুসন্ধান করছে দুদক।

সংসদের সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ আরও গুরুত্ব পেয়েছে অধিবেশন চলাকালে একাধিকবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায়।

গত ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম দিনের অধিবেশনে সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যার কারণে কার্যক্রম কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। পরদিনও হেডফোন ও সাউন্ড সিস্টেমের কার্যকারিতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কয়েকজন সংসদ সদস্য। এরপর ৫ এপ্রিল আবারও সাউন্ড সিস্টেম বিকল হয়ে পড়ে। ওই দিন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ জানান, তাঁর নিজের মাইক্রোফোনও কাজ করছিল না। পরে মেরামত এবং নামাজের বিরতির জন্য অধিবেশন প্রায় ৪০ মিনিট মুলতবি করা হয়। একের পর এক বিভ্রাটের ঘটনায় সংসদীয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়।

দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাছে একাধিকবার প্রয়োজনীয় নথিপত্র চেয়েছে দুদক। সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রশাসনিক অনুমোদন, ক্রয়সংক্রান্ত কাগজপত্র, ব্যয়ের হিসাব, বিল-ভাউচার, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, স্টক রেজিস্টার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের পরিচয়সহ বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। দুদকের নথি অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি অভিযোগটি অনুসন্ধানের আওতায় আসে। পরে ১৬ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রয়োজনীয় নথি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে সব তথ্য না পাওয়ায় ৭ এপ্রিল আবারও তাগিদ দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের দায়িত্ব পেয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক প্রবীর কুমার দাস। দুদকের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সময়মতো না পাওয়ায় অনুসন্ধানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। প্রকৃত ব্যয়, কাজের মান এবং আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য এসব নথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিযোগের অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে গত ১৬ এপ্রিল কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুর রহিম জোয়ারদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি দাবি করেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংসদ ভবনের অধিবেশনকক্ষের বৈদ্যুতিক সংযোগে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তারের সংযোগ ঢিলা হয়ে যাওয়ায় সংসদ সদস্যরা টেবিল চাপড়ালে শব্দযন্ত্রে বিভ্রাট দেখা দিত।

তিনি সংস্কারকাজের প্রথম ধাপে যুক্ত অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি অভিজ্ঞতার ঘাটতির কথাও উল্লেখ করেন।

তবে তাঁর এসব ব্যাখ্যা দুদকের অনুসন্ধানে কতটা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়নি।

জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত অবকাঠামোতে অনিয়মের অভিযোগ সরকারি ক্রয়ব্যবস্থার জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। একটি প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, সেই অর্থের বিনিময়ে কী ধরনের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং সেগুলোর কার্যকারিতা কতটা নিশ্চিত করা হয়েছে–এসব তথ্য স্বচ্ছভাবে যাচাই করা জরুরি। বিশেষ করে একই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বারবার স্থাপন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হলে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র, স্বাধীন কারিগরি মূল্যায়ন এবং কাজের মান যাচাইয়ের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সরকারি অর্থে কেনা প্রযুক্তি যদি সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে শুধু আর্থিক অনিয়ম নয়, প্রশাসনিক তদারকির কার্যকারিতাও প্রশ্নের মুখে পড়ে। জাতীয় সংসদের সাউন্ড সিস্টেম ঘিরে অভিযোগের প্রকৃত চিত্র জানতে এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দুদকের অনুসন্ধানের চূড়ান্ত ফলাফল। দরপত্রপ্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতির প্রকৃত বাজারমূল্য, সংস্কারকাজের বাস্তব অগ্রগতি, বিল পরিশোধের তথ্য এবং বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ–সবকিছু যাচাইয়ের পরই বোঝা যাবে সরকারি অর্থের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত।

জেসিকা টিশকে বরখাস্ত

প্রথম পৃষ্টার পর

মহলের একাংশ টিশকে পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছে। তবে মেয়র মামদানি জানিয়েছেন, তাঁকে বরখাস্ত করার কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই।মামদানির এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন নিউইয়র্কে পুলিশের ভূমিকা, জননিরাপত্তা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

জেসিকা টিশ নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করছেন। পুলিশ প্রশাসনের কার্যক্রম, অপরাধ মোকাবিলার কৌশল এবং বিভাগের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাঁর দায়িত্বের আওতায় রয়েছে।

মেয়র মামদানির রাজনৈতিক সমর্থকদের মধ্যে পুলিশের ক্ষমতা ও জবাবদিহি নিয়ে বিভিন্ন অবস্থান রয়েছে। তাঁদের একাংশ আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় আরও কাঠামোগত পরিবর্তনের পক্ষে। অন্যদিকে নগর প্রশাসনের সামনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব দায়িত্ব রয়েছে। টিশকে দায়িত্বে রাখার বিষয়ে মেয়রের অবস্থান থেকে স্পষ্ট, অন্তত আপাতত পুলিশ বিভাগের শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা তাঁর নেই।

তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য শেষ হয়ে যাচ্ছে না। পুলিশ সংস্কার, জননিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বের প্রশ্নে মেয়র ও তাঁর রাজনৈতিক মিত্রদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকতে পারে।

নিউইয়র্কের মতো বৃহৎ নগরীতে পুলিশ কমিশনারের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে টিশকে দায়িত্বে রাখার সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক বিষয় নয়; এটি নগরীর আইনশৃঙ্খলা নীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে হামের ভয়াবহ

প্রথম পৃষ্টার পর

ভাইরাসজনিত রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি ও হাঁচির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাস থেকে অন্যরা সংক্রমিত হতে পারে। জ্বর, কাশি, চোখ লাল হওয়া এবং শরীরে লালচে ফুসকুড়ি এর সাধারণ লক্ষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু এবং যাদের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে হাম গুরুতর জটিলতা তৈরি করতে পারে। নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পানিশূন্যতা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহের মতো জটিলতা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থার একটি হলো যথাসময়ে টিকাদান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, হামের বিরুদ্ধে পূর্ণ সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত দুই ডোজ টিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি থাকলেও কোনো এলাকায় টিকাদানের হার কমে গেলে কিংবা অনেক শিশু নির্ধারিত সময়ে টিকা না পেলে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। জরুরি টিকাদান অভিযানের পাশাপাশি আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত শনাক্ত, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পুষ্টিসহায়তা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা, ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ এবং স্বাস্থ্যসেবায় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিশুদের কাছে টিকা পৌঁছানো প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। হামের মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগে শিশুমৃত্যুর খবর জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য সতর্কবার্তা। সংক্রমণের প্রকৃত বিস্তার নির্ধারণ, নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ এবং দ্রুত টিকাদান নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

প্রত্যর্পণ নিয়ে ঢাকা-দিল্লি

প্রথম পৃষ্টার পর

দেশে ফেরার বিষয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য এবং বাস্তব প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। শেখ হাসিনার অবস্থান ও প্রত্যর্পণ প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও দুই দেশের সম্পর্কের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত শুধু একটি আদালতের রায় বা রাজনৈতিক ঘোষণার ওপর নির্ভর করছে না। বাংলাদেশের বিচারিক প্রক্রিয়া, ভারতের আইনি ও কূটনৈতিক অবস্থান এবং দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি–সবকিছু মিলিয়েই নির্ধারিত হবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ।

নিউইয়র্কে ঘোড়ার গাড়ি বন্ধে

প্রথম পৃষ্টার পর

ঘোড়ার গাড়ির চালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের একাংশ এই শিল্প বন্ধের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, এটি নিউইয়র্কের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের অংশ এবং বহু পরিবারের জীবিকা এর সঙ্গে জড়িত। তাঁরা বিদ্যমান প্রাণীকল্যাণ বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

মেয়র ও সিটি কাউন্সিলের মধ্যে সমঝোতা হলেও আইন কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আইনসভাগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির লাইসেন্স, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং ব্যবহৃত ঘোড়াগুলোর ভবিষ্যৎ পরিচর্যা ও পুনর্বাসনের মতো বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ।

সেন্ট্রাল পার্কে ঘোড়ার গাড়ি নিউইয়র্কের পর্যটন সংস্কৃতির পরিচিত অংশ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘোড়ার স্বাস্থ্য, সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রাণীকল্যাণের প্রশ্নে এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্ক বেড়েছে।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন বাস্তবায়িত হলে তা শুধু একটি পর্যটনসেবার অবসান ঘটাবে না; বরং নগরীর ঐতিহ্য, প্রাণীকল্যাণ ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়ে উঠবে।

নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে

প্রথম পৃষ্টার পর

পর থেকে বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যেও মতপার্থক্য ও পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থক ও বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠনের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইউনূসের আগমনকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দরে প্রতিবাদের ঘটনাটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক বিভাজনের আরেকটি প্রকাশ হিসেবে সামনে এসেছে। বিমানবন্দরে কোনো শারীরিক হামলা হয়েছে কি না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাউকে আটক করেছে কি না কিংবা ইউনূসের সফরসূচিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না–এসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেলে পরিস্থিতির আরও পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানা যাবে।

নিউইয়র্কের ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ এবং হেনস্তার অভিযোগের নিন্দা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। ঘটনার প্রতিবাদে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক কয়েকজন উপদেষ্টাও যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা ইউনূসকে লক্ষ্য করে অপপ্রচার, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হেনস্তার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ইউনূসকে লক্ষ্য করে একদল প্রবাসী বাংলাদেশি বিক্ষোভ করেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপস্থিতির কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশিত ভিডিওতে কয়েকজনকে ইউনূসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। তবে ঘটনাস্থলে শারীরিক হামলার অভিযোগ ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীন তদন্তের তথ্য এখনো স্পষ্ট নয়। এনসিপি ও জামায়াত নেতাদের প্রতিক্রিয়ায় ঘটনাটিকে রাজনৈতিক মতবিরোধ প্রকাশের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের একজন সাবেক সরকারপ্রধানকে এভাবে হেনস্তার অভিযোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে সাবেক উপদেষ্টাদের যৌথ বিবৃতিতে রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনের প্রভাব প্রবাসী সমাজে কতটা বিস্তৃত, সেই প্রশ্নও সামনে এনেছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও মতপ্রকাশের অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত হলেও হুমকি, সহিংসতা কিংবা বেআইনি হয়রানির অভিযোগ উঠলে তা যথাযথভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। ইউনূসকে ঘিরে নিউইয়র্কের এই ঘটনা এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

নিউইয়র্কে পাঁচ বছরের শিশুকে বহনকারী গাড়িতে আইসিইর গুলি

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের মার্বেল হিল এলাকায় অভিবাসনবিষয়ক অভিযানের সময় একটি হোন্ডা সিআর-ভি গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা আইসিইর (ওঈঊ) কর্মকর্তারা। এতে গাড়ির চালক বেলগাল (ইবষমধষ) ঘাড়ে সামান্য আঘাত পেয়েছেন। ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা পাঁচ বছরের একটি শিশু শারীরিকভাবে অক্ষত রয়েছে। ৯ অক্টোবরের এ ঘটনায় ফেডারেল কর্মকর্তাদের দাবি, অভিযানের সময় চালক তাঁর গাড়ি দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সেই পরিস্থিতিতেই আইসিই সদস্যরা গুলি চালান। তবে চালক ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মকর্তাদের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি না, তা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এবং ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে তদন্তের ফল গুরুত্বপূর্ণ। গুলি চালানোর ঘটনায় চালকের ঘাড়ে উপরিভাগের ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাঁর আঘাত গুরুতর নয় বলে প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। গাড়িতে থাকা পাঁচ বছরের শিশুটির কোনো শারীরিক আঘাত লাগেনি। ঘটনাটি নিউইয়র্কে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অভিযানে বলপ্রয়োগ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে একটি শিশুর উপস্থিতিতে চলন্ত বা অবস্থানরত গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো, তা খতিয়ে দেখার বিষয়। আইসিই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিক কোনো হুমকির মুখে ছিলেন কি না এবং গুলি চালানো প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক ছিল কি না–এসব প্রশ্ন তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

আইসিইর গুলির ঘটনায় নিউইয়র্কে বিক্ষোভ, নিন্দা মেয়র মামদানির

নিউইয়র্ক

ম্যানহাটনের মার্বেল হিলে অভিবাসন অভিযানের সময় পাঁচ বছরের শিশুকে বহনকারী গাড়ি লক্ষ্য করে আইসিই কর্মকর্তাদের গুলি চালানোর ঘটনায় নিউইয়র্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং অভিবাসী অধিকারকর্মীরা।

ঘটনার প্রতিবাদে ম্যানহাটনের ফোলি স্কয়ারে কয়েক শ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে তাঁরা মিছিল নিয়ে ভ্যারিক স্ট্রিটে অবস্থিত ফেডারেল অভিবাসন কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হন। বিক্ষোভকারীরা আইসিইর অভিযান পরিচালনার পদ্ধতি, বলপ্রয়োগ এবং অভিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মেয়র মামদানিসহ স্থানীয় নেতারা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় অভিযানের সময় গাড়িতে একটি শিশুর উপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিও ফেডারেল অভিবাসন কার্যক্রমে জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। অভিবাসী অধিকারকর্মীদের অভিযোগ, আগ্রাসী অভিযান ও বলপ্রয়োগের কারণে অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

অন্যদিকে, ফেডারেল কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, গাড়ির চালক তাঁদের দিকে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়েছিল। গুলি চালানোর সময় গাড়িতে শিশু থাকার বিষয়টি কর্মকর্তাদের জানা ছিল না বলেও তাঁদের দাবি। তবে এই দাবি এবং গুলি চালানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় নেতারা ও বিক্ষোভকারীরা।

ঘটনাটি নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন ও ফেডারেল সরকারের মধ্যে অভিবাসন আইন প্রয়োগ নিয়ে চলমান মতবিরোধকে আরও সামনে এনেছে। স্থানীয় প্রশাসন অভিবাসীদের অধিকার ও জননিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, অন্যদিকে ফেডারেল সরকার অভিবাসন আইন কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে।

মার্বেল হিলের গুলির ঘটনা এখন শুধু একটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিযানের তদন্তে সীমাবদ্ধ নেই; এটি অভিবাসন নীতি, বলপ্রয়োগের সীমা এবং সরকারি সংস্থার জবাবদিহি নিয়ে বৃহত্তর বিতর্কের অংশ হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কে আইসিইর গ্রেপ্তার বৃদ্ধি, অভিবাসন নীতি নিয়ে কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরোধ

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের মার্বেল হিলে আইসিই কর্মকর্তাদের গুলির ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন শহরে ফেডারেল অভিবাসন অভিযান এবং গ্রেপ্তার বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ক চলছে।

প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান ফেডারেল প্রশাসনের প্রথম ১৫ মাসে নিউইয়র্ক এলাকায় আইসিইর গ্রেপ্তার আগের তুলনামূলক সময়ের চেয়ে প্রায় ৭১ শতাংশ বেড়েছে। তবে এই হিসাবের নির্দিষ্ট সময়সীমা, ভৌগোলিক পরিধি এবং গ্রেপ্তারের শ্রেণিবিন্যাস যাচাই করা প্রয়োজন।

নিউইয়র্ক সিটি ও অঙ্গরাজ্যের অভিবাসী সুরক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে ফেডারেল সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশেষ করে আইসিইর ডিটেইনার অনুরোধ, স্থানীয় কারাগার থেকে আটক ব্যক্তিদের হস্তান্তর এবং অভিবাসনসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের সীমা নিয়ে বিরোধ চলছে।

ফেডারেল কর্মকর্তাদের বক্তব্য, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতার ওপর বিধিনিষেধ থাকায় অভিবাসন আইন প্রয়োগের জন্য তাঁদের সরাসরি অভিযান চালাতে হচ্ছে। অন্যদিকে নিউইয়র্কের স্থানীয় নেতৃত্বের যুক্তি, অভিবাসন পরিস্থিতি নির্বিশেষে বাসিন্দারা যেন অপরাধের অভিযোগ জানাতে, চিকিৎসা নিতে এবং সরকারি সেবা গ্রহণ করতে ভয় না পান, সে জন্য এসব সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি নীতির অর্থ এই নয় যে ফেডারেল অভিবাসন আইন সেখানে কার্যকর হয় না। আইসিই নিজস্ব আইনগত ক্ষমতার আওতায় অভিযান ও গ্রেপ্তার পরিচালনা করতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে মার্বেল হিলের গুলির ঘটনা অভিবাসন আইন প্রয়োগের পদ্ধতি এবং জননিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে অভিযানের সময় শিশু ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি, কর্মকর্তাদের বলপ্রয়োগ এবং ঘটনার স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় এসেছে।

বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গণগ্রেপ্তার

মানবাধিকার নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের উদ্বেগ

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গণহারে আটকের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটির ৫ অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) একটি সভা থেকে প্রায় ২৯০ জনকে আটক করে পুলিশ। এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এলেইন পিয়ারসনের লেখা প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) যুবসংগঠন যুবদলের সদস্যরা অভিযোগ করেন, সভাটি ছিল নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি গোপন বৈঠক। প্রতিবেদন অনুযায়ী, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনকে আদালতের নির্দেশে হেফাজতে পাঠানো হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। জাসদ ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের অংশ ছিল। ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। ওই আন্দোলন দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে শত শত মানুষ নিহত হন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২৬ সেপ্টেম্বর বরিশালে আওয়ামী লীগের ১২ জন কর্মীকে গোপন বৈঠকের মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে আটক করা হয়। এর দুই দিন পর ঢাকায় আরও ১৫ জনকে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।প্রতিবেদন অনুযায়ী, আটক ব্যক্তিরা দাবি করেন, তাঁরা শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে একত্রিত হয়েছিলেন।

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার শাসনামলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে আটকের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। ওই সময়ে বিএনপিও দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিল।

তবে অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘন বর্তমান সরকারের একই ধরনের পদক্ষেপকে বৈধতা দিতে পারে না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থাটির মতে, আওয়ামী লীগের সদস্যদের নির্বিচারে আটক এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা দুর্বল করার পদক্ষেপ বাংলাদেশের আইনের শাসন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির মতপ্রকাশ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা রয়েছে। অতীতের সরকারের অধীনে সংঘটিত অধিকার লঙ্ঘনের জবাবে বর্তমান সরকারেরও একই ধরনের লঙ্ঘন গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছে সংস্থাটি।

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে ৪০

শেষ পৃষ্টার পর

তথ্য বিশ্লেষণে লাতিন আমেরিকান অভিবাসীদের বসবাস বেশি–এমন এলাকাগুলোতে গ্রেফতারের উচ্চ হার দেখা গেছে। লং আইল্যান্ডের একটি এলাকায় ১ হাজার ১১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যা নিউইয়র্ক সিটির বাইরে একক এলাকা হিসেবে সর্বোচ্চ। ইসলিপ, যেখানে জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ লাতিনো; পোর্ট চেস্টার, যেখানে এই হার ৫৮ শতাংশ; কপিয়াগে ৪৫ শতাংশ এবং ওয়ায়ানডানচে ৩৯ শতাংশ–এসব এলাকাতেও ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে। পশ্চিম নিউইয়র্কের ইরি কাউন্টির অলডেন শহরে ৪৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের অনেককে স্থানীয় কাউন্টি কারাগার বা ওয়েন্ডি কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি থেকে আইসিইর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আইসিইর একজন মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব অভিযান সফল পদক্ষেপ। তবে সমালোচকেরা বলছেন, অভিযানের ধরন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। সমালোচকদের অভিযোগ, মানুষকে তাঁদের গাড়ি, বাড়ি কিংবা দৈনন্দিন জীবন থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা পরিবার ও অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় বাড়াচ্ছে। এদিকে নাসাউ কাউন্টির রিপাবলিকান প্রধান ব্রুস ব্লেকম্যান স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে অভিবাসন আইন প্রয়োগে সহযোগিতার একটি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তবে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সরকার এ ধরনের সহযোগিতার চুক্তি নিষিদ্ধ করে আইন পাস করার পর তাঁকে চুক্তিটি বাতিল করতে হয়। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির এই পরিসংখ্যান ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী অভিযান কতটা বিস্তৃত হয়েছে, তার একটি চিত্র তুলে ধরে। একই সঙ্গে আদালত ও নিয়মিত হাজিরার স্থান থেকে গ্রেফতার, অপরাধের পূর্ব রেকর্ড না থাকা ব্যক্তিদের আটক এবং অভিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় অভিযানের ঘনত্ব–এসব বিষয় স্থানীয় পর্যায়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করছে।

বাপার দশম বার্ষিক ডিনারে

শেষ পৃষ্টার পর

বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে সংগঠনের পক্ষ থেকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পুলিশ বিভাগে নেতৃত্ব ও জনসেবায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

কমিশনার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, এনওয়াইপিডিতে দুই হাজারের বেশি বাংলাদেশি আমেরিকান সদস্য কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিকে তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে কমিশনার তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন। এনওয়াইপিডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্য, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির নেতা, সাংবাদিক এবং আমন্ত্রিত অতিথিসহ ছয় শতাধিক মানুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বর্ণাঢ্য আয়োজনটি পুলিশ সদস্য, তাঁদের পরিবার ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ইমাম তাহির কুকিকির পরিচালনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্যে বাপার সভাপতি ক্যাপ্টেন এ কে এম আলম প্রিন্স সংগঠনের কার্যক্রম ও অর্জন তুলে ধরেন। তিনি পুলিশ বিভাগ ও বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত সাফল্য, নেতৃত্ব ও জনসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান।

এ বছর ম্যান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন এনওয়াইপিডির চিফ অব ট্রানজিট জোসেফ এম. গুলোট্টা। উইম্যান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পান ডেপুটি কমিশনার মারিয়া সি. ওতেরো। অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ডেপুটি চিফ ব্রায়ান ও'সুলিভানকে। কমান্ডিং অফিসার অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ইসলাম। লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় পুলিশ বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (পিবিএ) সভাপতি প্যাট্রিক হেনড্রিকে। সিভিলিয়ান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পান ডেপুটি ডিরেক্টর হরজিন্দর সিং।

এ ছাড়া কপ অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন সার্জেন্ট ওমর ভূঁইয়া ও পুলিশ অফিসার আবির আহমেদ। কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ফয়সাল আজিজকে। সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পেশাগত অর্জন, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে এসব পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড স্পনসরের বক্তব্য ও ভিডিও উপস্থাপনার পাশাপাশি বাপার নির্বাহী কমিটি এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বাপার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট (এসডিএস) এরশাদুর সিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য, পেশাগত উন্নয়ন এবং কমিউনিটির কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাপার সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ জামিল সারেয়ার আয়োজন সফল করতে সহযোগিতার জন্য স্পনসর, স্বেচ্ছাসেবক, অতিথি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বও পরিচালনা করেন। সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শুভ্রদেব এবং প্রবাসের পরিচিত শিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য ও শশী। তাঁদের পরিবেশনার পাশাপাশি ডিজে পর্ব অতিথিদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ সার্জেন্ট জসিম মিয়া আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে। এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ ও বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের দশম বার্ষিক পুরস্কার প্রদান ও নৈশভোজ অনুষ্ঠান শুধু পেশাগত সাফল্যের স্বীকৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের নির্বাচনী সভা

শেষ পৃষ্টার পর

সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী।

সভায় দুই প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী অঙ্গীকার তুলে ধরে বলেন, নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সদস্যদের তথ্য সংরক্ষণ, যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান তাঁরা। প্রার্থীরা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা এক জায়গা থেকে পাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে 'ওয়ান-স্টপ সলিউশন' ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে অভিবাসনসংক্রান্ত তথ্য, নাগরিক সেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণে সহযোগিতা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন আসা বাংলাদেশি অভিবাসী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের প্রতিশ্রুতিও দেন তাঁরা। কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদান, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়গুলো তাঁদের পরিকল্পনায় রয়েছে বলে জানান। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টারভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের কথাও বলেন প্রার্থীরা। একই সঙ্গে প্রবীণ প্রবাসীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দিতে একটি কাউন্সেলিং সেল গঠনের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। সভায় চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এম বিল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদ হোসেন সিরাজী বক্তব্য দেন। তাঁরা 'সেলিমআলী' পরিষদের অতীত কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে পরিষদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নিজেদের নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন। উপস্থিত প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহসভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান। এ ছাড়া পরিষদের বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা সভায় অংশ নিয়ে ভোটারদের সমর্থন কামনা করেন। সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন এবং বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতিসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রম জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

প্রবাসী ঢাকাবাসীর নির্বাচনী সভা

শেষ পৃষ্টার পর

পদপ্রার্থী মোহাম্মদ এ আখতার–'কুনুফিরোজ' প্যানেলে থাকায় তাঁদের সমর্থনে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় বক্তারা প্যানেলটির পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেন। ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ আজিজ। প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও সাভার উপজেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমানুল্লাহ আমান। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন আসাদ জামান ও আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব সেলিম ইব্রাহীম।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। গীতা পাঠ করেন বিমল চন্দ্র বর্মণ। অনুষ্ঠানে প্যানেলের প্রার্থীদের নিয়ে রচিত একটি কবিতাও পাঠ করা হয়।

সভায় বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান নেতৃত্বের কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা করেন কয়েকজন বক্তা।

সাবেক সভাপতি এম এ আজিজ অভিযোগ করেন, বর্তমান নেতৃত্ব সংগঠনটির প্রত্যাশিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও শক্তিশালী করতে অভিজ্ঞ ও জবাবদিহিমূলক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল অভিযোগ করেন, বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং সংগঠনের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়নি।

তবে এসব অভিযোগের পক্ষে সভায় স্বাধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা অন্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি সংগঠনটির কয়েকটি ব্যয়ের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি ইফতার অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০ হাজার ডলার এবং ফটো কার্ড ও ম্যাগাজিনসংক্রান্ত খাতে প্রায় ২৪ হাজার ডলার ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে বিস্তারিত হিসাব প্রকাশের দাবি জানান। পাশাপাশি কবর কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ ফেরত আনার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও চান তিনি।

উল্লিখিত ব্যয়ের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এসব অভিযোগের বিষয়ে বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর বক্তব্যও প্রদত্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত নেই।

সভাপতির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্ব একটি সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সংগঠনটির সদস্যসংখ্যা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্ক সিটি ও অঙ্গরাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অর্জনে আরও সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি।

গিয়াস উদ্দিনও বর্তমান নেতৃত্বের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

সভায় 'কুনুফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে তাঁর এবং প্যানেলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর গুঞ্জন প্রত্যাখ্যান করে তিনি জানান, তাঁর প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত রাখবে।

আজমল হোসেন কুনু বলেন, নির্বাচিত হলে সংগঠনের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলবেন।

নিজের নির্বাচনী অগ্রাধিকার তুলে ধরে তিনি জানান, তাঁর প্যানেল জয়ী হলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হবে প্রবাসীদের জন্য একটি ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, তাঁরা একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলতে চান।

তিনি নতুন অভিবাসীদের কর্মসংস্থানসংক্রান্ত তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান, ঢাকানিউইয়র্ক সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুর দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

তবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের অনুমোদন ও রুট পরিচালনার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সোসাইটির এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংগঠনটি প্রবাসীদের দাবির পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ও যোগাযোগের ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ এবং 'কুনুফিরোজ' প্যানেলের কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমী সংগঠনটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বক্তব্য দেন। তিনি দাবি করেন, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আয়-ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণসহ হিসাব সাধারণ সভায় সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। রুমী বলেন, সংগঠনের ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের; কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অনুমোদিত হিসাব সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছু ব্যয়ের বিষয়ে কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি। তবে তাঁর আপত্তি গ্রহণ করা হয়নি বলে জানান। তিনি আরও বলেন, সংগঠনের হিসাব নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি এলইডি স্ক্রিন ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব অনুমোদন পায়নি। বাংলাদেশ সোসাইটির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে নিজের কোনো আপত্তি নেই বলেও জানান তিনি। তাঁর এসব বক্তব্যের বিষয়ে বর্তমান কার্যকরী কমিটির অন্য দায়িত্বশীলদের প্রতিক্রিয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যায়নি।

সভায় সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে জয়ী হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে কমিউনিটির প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের সম্পর্ক নেই।

তিনি নির্বাচনের ফল যা-ই হোক, বাংলাদেশ সোসাইটি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা শেখ সালাউদ্দিন খোকন, মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সভাপতি শাহাদৎ হোসেন, ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন সেলিম, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট নূর আমিন, মিজানুর রহমান মিজান ও সৈয়দ এ আর ফারুকসহ অনেকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা আলাউদ্দিন ভুলু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক জহির মোল্লা, প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, সাবেক সহসভাপতি ফারুক চৌধুরী এবং সাবেক স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক নূরুল হক।

'সেলিম-আলী' পরিষদের সমর্থনে

শেষ পৃষ্টার পর

কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত মেয়াদে আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে প্রবাসীদের আইনি সহায়তা, আবাসনসংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা এবং নতুন প্রজন্মকে মূলধারার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আয়োজক সংগঠনের নেতারা আসন্ন নির্বাচনে 'সেলিমআলী' পরিষদের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। সভায় সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ভোটার ও সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা বলেন, পুনরায় নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রশাসনিক ও সদস্যসেবা কার্যক্রম আরও আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার মাধ্যমে সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তাঁরা। নতুন অভিবাসী ও তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও প্রার্থীদের বক্তব্যে গুরুত্ব পায়। তাঁরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে নতুন আসা বাংলাদেশিদের কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ বাড়াতে কারিগরি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের মাধ্যমে বিশেষ মেন্টরশিপ কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি সংগঠনের নিজস্ব ভবনে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার পরিসর বাড়ানোর অঙ্গীকার করেন প্রার্থীরা। তাঁদের পরিকল্পনায় নতুন প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টিও রয়েছে। সভায় 'সেলিমআলী' পরিষদের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা উপস্থিত ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নিজেদের নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহসভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান।

ক্যাটি জাকারিয়া হোয়াইট

শেষ পৃষ্টার পর

উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ট্রাম্পের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল পরিচালনা করে। ফক্স নিউজ ও নিউজম্যাক্সসহ বিভিন্ন রক্ষণশীল সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত জাকারিয়া এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগেও অল্প সময়ের জন্য জনসংযোগ ও মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেন। নিয়োগের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জাকারিয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সেবা করার সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য বিশেষ সম্মানের। তিনি হোয়াইট হাউসে দায়িত্ব পালনকালে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করার এবং প্রশাসনের নীতি ও কার্যক্রম জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। গত সোমবার (১২ অক্টোবর) নতুন দায়িত্ব শুরু করেন জাকারিয়া। পরদিন মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসের জেমস এস ব্র্যাডি প্রেস ব্রিফিং রুমে প্রথম আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। প্রায় ১৪ মিনিটের ওই ব্রিফিংয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার, অর্থনীতি, অভিবাসন ও অন্যান্য নীতিগত বিষয় তুলে ধরেন জাকারিয়া। এ সময় তিনি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দেন। তবে প্রথম ব্রিফিংয়ে সীমিতসংখ্যক সাংবাদিকের প্রশ্ন গ্রহণ এবং প্রশাসনের বক্তব্য উপস্থাপনের ধরন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আলোচনা তৈরি হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাঁর প্রথম ব্রিফিংকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। জাকারিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ, গণমাধ্যম ও নীতিগত পরামর্শসংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর আইনজীবী পরিচয় ও পেশাগত লাইসেন্সসংক্রান্ত তথ্য নিয়েও সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার আইনজীবীদের নিবন্ধনসংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর পেশাগত যোগ্যতা নিয়ে কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে জাকারিয়ার প্রধান দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্টের অবস্থান ও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরা, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং সরকারি তথ্যপ্রবাহ সমন্বয় করা।

অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনে

শেষ পৃষ্টার পর

খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসায় ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ৫ অক্টোবর এক দিনেই দেশে এসেছে ১০৯ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

মাসের প্রথম পাঁচ দিনের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ২১ শতাংশ এসেছে ওই এক দিনে। তবে মাসের প্রথম পাঁচ দিনের প্রবাহকে পুরো অক্টোবরের সম্ভাব্য রেমিট্যান্সের নিশ্চিত পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। ব্যাংকিং কার্যদিবস, অর্থ পাঠানোর সময় এবং অন্যান্য কারণে দৈনিক রেমিট্যান্সের পরিমাণে ওঠানামা হতে পারে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়লেও দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সামান্য হ্রাসের তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মুনসি ৭ অক্টোবর জানান, ওই দিন পর্যন্ত দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৬ দশমিক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ হিসাবপদ্ধতি অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। দুই হিসাবের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণ হলো, বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ ও দায় সমন্বয় করে রিজার্ভের হিসাব করা হয়। ফলে দেশের মোট রিজার্ভ এবং বিপিএম-৬ অনুযায়ী হিসাব করা রিজার্ভের পরিমাণ এক নয়। প্রবাসী আয় বৃদ্ধি সাধারণত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়াতে সহায়তা করে। তবে রেমিট্যান্স বাড়লেই একই অনুপাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বাড়বে, এমন নয়। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর আমদানি ব্যয়, বিদেশি ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ, বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লেনদেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রবাহের প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া প্রবাসীদের পাঠানো সব বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে যুক্ত হয় না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের ওপরও এর ব্যবহার নির্ভর করে। অর্থনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখা গেলে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব শুধু বৈদেশিক মুদ্রার জোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও পারিবারিক অর্থনীতির সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের একটি বড় অংশ পরিবারগুলোর দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত হয়। ফলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়লে অনেক পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। তবে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির সুফল কতটা অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হবে, তা নির্ভর করবে মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার, আমদানি ব্যয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনের পরিসংখ্যান বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক একটি সূচক। এখন দেখার বিষয়, মাসের বাকি সময় এবং চলতি অর্থবছরের পরবর্তী মাসগুলোতেও এই প্রবৃদ্ধির ধারা কতটা বজায় থাকে।

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে

শেষ পৃষ্টার পর

উৎসবের লক্ষ্য বাঙালির ধর্মীয় ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা। একই সঙ্গে প্রবাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ জোরদার করাও আয়োজকদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আয়োজকদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, শনিবার (১০ অক্টোবর) মহালয়ার বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হওয়ার কথা। এতে চণ্ডীপাঠ, মহিষাসুরমর্দিনী, দেবী দুর্গার বন্দনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোববার (১১ অক্টোবর) মহাষ্টমী পূজা, বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা এবং সিঁদুরখেলার কর্মসূচি রাখা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এ উৎসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পারিবারিক পুনর্মিলন, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সামাজিক সম্প্রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাঙালিরাও প্রতিবছর দুর্গাপূজা উদ্?যাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি অভিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে। তবে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্থানে দুর্গোৎসবের আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি তুলে ধরার একটি ভিন্ন পরিসর তৈরি করেছে। প্রতিদিন বিশ্বের নানা প্রান্তের পর্যটক ও দর্শনার্থীরা টাইমস স্কয়ারে আসেন। ফলে সেখানে বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এ সংস্কৃতির পরিচয় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এবারের উৎসবের অন্যতম আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি বাঙালি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদানের ঘোষণা। যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন, বাংলা সংস্কৃতির চর্চা এবং প্রবাসী বাঙালিদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সংগঠনগুলোকে সম্মানিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সম্মাননার জন্য মনোনীত সংগঠনগুলো হলো ক্যালিফোর্নিয়ার বে এরিয়া প্রবাসী ইনক, ইলিনয়ের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার শিকাগো, ওহাইওর বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি, নিউইয়র্কের ইস্ট কোস্ট দুর্গা পূজা অ্যাসোসিয়েশন, নিউ জার্সির কল্লোল এবং পেনসিলভানিয়ার প্রগতি। আয়োজকেরা জানান, এসব সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে আসছে। উৎসব উপলক্ষে নিউইয়র্কের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। টাইমস স্কয়ার দুর্গোৎসব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শশধর হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহার সমন্বয়ে উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্বজিত সাহার সম্পাদনায় 'টাইমস স্কয়ার শারদীয়া ২০২৬' নামে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের কথাও জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, স্মরণিকায় বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নিউইয়র্ক মেয়রের কার্যালয়ের শুভেচ্ছাবার্তা অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পদবি ও শুভেচ্ছাবার্তার বিবরণ স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রবাসে দুর্গাপূজার আয়োজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করা। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা অনেক বাঙালি পরিবারের সন্তানদের কাছে এ ধরনের উৎসব বাংলা ভাষা, সংগীত, নৃত্য এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

খবর www.khabor.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ

জেএফকে বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে প্রতিহত করার দাবি

অনিকেত আহমেদ, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওর সঙ্গে দেওয়া পোস্টে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে প্রতিহত করে।

পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, কর্মসূচিতে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজান চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, জ্যাকসন হাইটস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর কায়সার এবং যুবলীগ নেতা সাগর।

ভিডিওর সঙ্গে প্রকাশিত পোস্টে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পুলিশ হত্যার ঘটনা, মব সন্ত্রাস, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, মামলা-হামলা, হত্যা ও নির্যাতন এবং বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও প্রতিবাদকারীদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পোস্টে ড. ইউনূসের যুক্তরাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পোস্টের বর্ণনা অনুযায়ী, ড. ইউনূস প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার পরিবর্তনের পর দেশে রাজনৈতিক সংস্কার, জবাবদিহি, বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

তবে এ. ইউনূসের ক্ষমতা গ্রহনের পর রাজনৈতিক সহিংসতা, প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড, গ্রেপ্তার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে হয়রানি, নির্বিচার আটক এবং যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগও ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক জবাবদিহি ও মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতীতের অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের আইনি অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা করা কতটা সম্ভব হচ্ছে, তা নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

২০২৫ সালের ১১ মে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, দলটির বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দলটির নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগও এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ এ নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করে। সিদ্ধান্তটির ফলে দলটির প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০২৬ সালের বিশ্ব প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হাজারো কথিত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আটক করা হয়। প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগের নেতা, সদস্য ও সমর্থকদের আটক, জামিন পেতে অসুবিধা এবং যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

মানবাধিকার সংস্থাটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে আটক করা এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার অভিযোগ গণতান্ত্রিক অধিকার ও আইনের শাসনের জন্য উদ্বেগজনক। তবে এসব অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি মামলার তথ্য, প্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মব হামলা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেনস্তা এবং সভা-সমাবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনাও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে জনসমক্ষে অপদস্থ করা, শারীরিকভাবে আক্রমণ করা কিংবা সংঘবদ্ধ চাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা আইনের শাসন ও নাগরিক নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০২৫ সালের জুলাইয়ের মূল্যায়নে বলা হয়, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশে প্রতিশোধমূলক সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। সংস্থাটি রংপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাড়িঘরে হামলা এবং গোপালগঞ্জে রাজনৈতিক সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে। গোপালগঞ্জের সংঘর্ষের পর আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত বহু মানুষকে আটক করার বিষয়েও উদ্বেগ জানানো হয়।

এসব ঘটনা দেখায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও সহিংসতা ও প্রতিহিংসার ঝুঁকি থেকে যায়। একই সঙ্গে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকলে তার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নিরপেক্ষ তদন্ত, পর্যাপ্ত প্রমাণ এবং যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন পরিবর্তন এসেছে। ফলে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের আমলেও রাজনৈতিক অধিকার, গ্রেপ্তার এবং বিরোধী মতের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ৫ অক্টোবর ২০২৬-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকায় একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সভা থেকে প্রায় ২৯০ জনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের গোপন সভায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনকে আদালত হেফাজতে পাঠানোর তথ্যও তুলে ধরে সংস্থাটি।

মানবাধিকার সংস্থাটির মতে, রাজনৈতিক পরিচয় বা কোনো স্লোগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাপক হারে আটক করার ঘটনা নাগরিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে। অতীতের সরকারের আমলে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার যেমন জরুরি, তেমনি বর্তমান সময়েও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অধিকার সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে জবাবদিহি ও অধিকার রক্ষার দ্বৈত প্রশ্ন। অতীতের অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে গিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক হয়রানি, নির্বিচার আটক কিংবা সহিংসতার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধের প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। নিউইয়র্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের কর্মসূচি, পাল্টাপাল্টি স্লোগান এবং সংঘর্ষের অভিযোগ প্রবাসী রাজনীতির উত্তেজনাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে ১২ অক্টোবর জেএফকে বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে ঘিরে প্রতিবাদের দাবি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রবাসী আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের ক্ষোভ প্রকাশের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, বর্তমান অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার এবং নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার নিষ্পত্তি আইনি প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত; রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কাউকে সম্মিলিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা কিংবা সহিংসতার শিকার হতে দেওয়া উচিত নয়।

জ্যাকসন হাইটসে পার্কিং নিয়ে উত্তেজনা, ঘটনায় বাংলাদেশি ইয়েলো ক্যাবচালক

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে গাড়ি পার্কিং ও সড়ক ব্যবহার নিয়ে বিরোধের ঘটনায় এক বাংলাদেশি ইয়েলো ক্যাবচালকের সংশ্লিষ্টতার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারিত ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

প্রাথমিক বিবরণ অনুযায়ী, পার্কিংসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সড়কে কয়েকজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। ঘটনার সঙ্গে একজন বাংলাদেশি ট্যাক্সিচালকের নাম জড়ালেও বিরোধের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল এবং কার কী ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অভিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এলাকার ব্যস্ত বাণিজ্যিক সড়কগুলোতে গাড়ি পার্কিং, যাত্রী ওঠানামা এবং যান চলাচল নিয়ে মাঝেমধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

তবে আলোচিত ঘটনাটিতে কেউ আহত হয়েছেন কি না, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল কি না কিংবা কাউকে আটক বা অভিযুক্ত করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিউইয়র্কে ইয়েলো ক্যাবচালকদের যাত্রী ওঠানামা, গাড়ি থামানো ও পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ট্রাফিক বিধি মেনে চলতে হয়। একইভাবে অন্য গাড়িচালকদেরও পার্কিং ও সড়ক ব্যবহারের নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বক্তব্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং প্রয়োজনে পুলিশের তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পক্ষের বক্তব্য যাচাই ছাড়া তাঁকে ঘটনার জন্য দায়ী করা সমীচীন নয়।

কানিংহাম পার্কে আড্ডা, গান, কবিতা ও স্মৃতিচারণে মুখর দিন; তিন অঙ্গরাজ্যের শিল্পীদের অংশগ্রহণ

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নাট্য ও মিডিয়াকর্মীদের মিলনমেলা

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে একদিনের জন্য ফিরে এল বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের চেনা আড্ডা, স্মৃতি আর সাংস্কৃতিক বন্ধন। নিউইয়র্কের কুইন্সের কানিংহাম পার্কে একত্র হয়েছিলেন বাংলাদেশি নাট্যশিল্পী, লেখক, অভিনয়শিল্পী ও গণমাধ্যমকর্মীরা। কেউ স্মরণ করলেন মঞ্চ ও টেলিভিশন নাটকের পুরোনো দিনগুলো, কেউ শোনালেন কবিতা, আবার কেউ গানে মাতিয়ে রাখলেন উপস্থিত সবাইকে।

গত ১০ অক্টোবর শনিবার 'হৃদয়ে বাংলাদেশ, প্রবাসে নাট্য ও মিডিয়া কর্মীদের প্রাণের মেলা' শিরোনামে দিনব্যাপী এই মিলনমেলার আয়োজন করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শামসুল আলম বকুল। এতে নিউইয়র্ক ছাড়াও প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট থেকে নাট্য ও মিডিয়াকর্মীরা অংশ নেন। প্রথাগত অনুষ্ঠানসূচি কিংবা আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরিবর্তে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, স্মৃতিচারণ ও মুক্ত আড্ডাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আয়োজনে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের পদচারণায় মুখর ছিল পার্কের নির্ধারিত স্থান।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পটলাক বা 'ওয়ান-ডিশ' পদ্ধতিতে খাবারের আয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে নিয়ে আসেন। সেই খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়ার মধ্য দিয়ে আয়োজনটি হয়ে ওঠে পারিবারিক মিলনমেলার মতো। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অনেকেই ফিরে যান বাংলাদেশের নাট্যচর্চার স্মৃতিময় দিনগুলোতে। টেলিভিশন নাটক, মঞ্চনাটক, অভিনয়জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রবাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁদের আলোচনায়। মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের নাট্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ রেখা আহমেদ, লুৎফুন্নাহার লতা, রোকেয়া রফিক বেবী, শিরিন বকুল, স্বপ্না কাউসার, তমালিকা কর্মকার, এজাজ আলম, লায়লা ফারজানা ও তৌকির আহমেদ।

এ ছাড়া অংশ নেন তৌকীর আহমেদ হিল্লোল, আলমগীর চঞ্চল, আবু সুফিয়ান বিপ্লব, শামীম সাহেদ, গার্গী মুখার্জী, হারুন আহমেদ, বাবর খাদেমি, সুলতান বুখারী, বসুনিয়া, রনি, তানভীর, হীরা চৌধুরী, মিলটন, মুজিব বিন হক, জহির আহমেদ, জিয়া উদ্দিন শিপন, রিপন, সুলতানা ও আনিকা মাহিন একাসহ অনেকে।

আড্ডার ফাঁকে কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি প্রবাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার বিষয়েও আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নাট্যকর্মী জলি আহমেদ বলেন, প্রবাসের ব্যস্ততার মধ্যে এমন একটি আয়োজনে অংশ নিতে পেরে সবাই আনন্দিত। দীর্ঘদিনের পরিচিত সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়াকে তিনি বিশেষ আনন্দের বলে উল্লেখ করেন। আয়োজনে অংশ নেওয়া শিল্পী ও নাট্যকর্মীরা বলেন, প্রবাসে বসবাসের কারণে অনেকের পক্ষে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। ফলে এ ধরনের মিলনমেলা পুরোনো সম্পর্ক নবায়নের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের নাট্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটানোর সুযোগ তৈরি করে। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকট

জাতিসংঘে সমাধানে বিশ্বসম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা চাইল বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক

বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর দুর্দশা ভুলে না যেতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের বক্তব্যে রোহিঙ্গা সংকটকে শুধু একটি মানবিক বিপর্যয় নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংকট হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও নিপীড়নের মুখে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বড় অংশ প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছে।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারে সামরিক অভিযানের পর সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে দেশটি থেকে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছিল। বর্তমানে কক্সবাজারের শরণার্থীশিবিরগুলো বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী আশ্রয়ব্যবস্থাগুলোর অন্যতম।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, সীমিত সম্পদ ও জনবহুল ভূখণ্ডে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া একটি বড় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপরও এই সংকটের প্রভাব পড়ছে।

মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর জন্য অর্থায়নের ঘাটতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নিরাপদ পানি এবং শিশু সুরক্ষার মতো জরুরি কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অনুদানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অবস্থান হলো, রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান মিয়ানমারেই নিহিত। শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য রাখাইনে সহিংসতা বন্ধ, নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে মামলায়

সাংবাদিক ফারজানা রূপাসহ কয়েকজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

ঢাকা

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের জুলাইআগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাংবাদিক ফারজানা রূপাসহ একাধিক সাংবাদিককে বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আদালতের এই আদেশের পর সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ, তাঁদের বিচারিক অধিকার এবং গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত ও বিচারের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একাধিক মামলা চলছে। এসব মামলায় তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

সাংবাদিক ফারজানা রূপার নামও সংশ্লিষ্ট বিচারিক কার্যক্রমে এসেছে। তবে কোনো মামলায় অভিযুক্ত হওয়া বা বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে থাকার অর্থ অপরাধ প্রমাণিত হওয়া নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচারিক সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একটি দেশীয় আদালত। নামের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি থাকলেও এটি নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসির অংশ নয়।

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

নিউইয়র্কের ওজোন পার্কে

খলিল বিরিয়ানি হাউজের নতুন শাখা উদ্বোধন

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি খাবারের ব্যবসা সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় কুইন্সের ওজোন পার্কে নতুন শাখা চালু করেছে খলিল বিরিয়ানি হাউজ। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেফ ও উদ্যোক্তা খলিলুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁটির নতুন শাখা গত ২ অক্টোবর পিটকিন অ্যাভিনিউতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

নতুন শাখা চালুর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ব্যবসার পরিধি আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাংলাদেশি গ্রাহকদের পাশাপাশি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছেও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে। দোয়া পরিচালনা করেন ইসলামিক স্কলার ড. রুহুল আমিন।

পরে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জাহেদ আহমেদ, মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ এবং শেফ খলিলুর রহমান অতিথি ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমসহ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, ব্যবসায়ী, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, শুভানুধ্যায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা

উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে আগত অতিথি ও গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার পরিবেশন করা হয়। ওজোন পার্ক ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা নতুন রেস্তোরাঁয় এসে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন।

আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, স্থানীয় গ্রাহকদের কাছ থেকে নতুন শাখাটি ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। ওজোন পার্কে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। এলাকাটিতে দেশীয় খাবারের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

নতুন শাখার মেন্যুতে খলিল বিরিয়ানি হাউজের পরিচিত বিরিয়ানির পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবার। এর মধ্যে রয়েছে মাছ ও মাংসের পদ, কাবাব, কাটি রোল, সালাদ এবং বিভিন্ন ধরনের সাইড ডিশ।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খাবারের স্বাদ ও মান বজায় রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে হালাল খাবার পরিবেশন এবং গ্রাহকসেবার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ মূল্যছাড় ও বিনামূল্যে খাবার সরবরাহের সুবিধা দেওয়ার কথাও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে এসব সুবিধা কত দিন কার্যকর থাকবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

নতুন শাখা চালুর বিষয়ে শেফ খলিলুর রহমান বলেন, গ্রাহকদের ভালোবাসা ও সমর্থনই তাঁর ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রধান অনুপ্রেরণা।

রেস্তোরাঁয় নিয়মিত আসা গ্রাহকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ পৌঁছে দিতে পারা তাঁর জন্য আনন্দের বিষয়।

খলিলুর রহমান জানান, তাঁর রেস্তোরাঁয় শুধু বাংলাদেশি গ্রাহকেরাই আসেন না; বিভিন্ন দেশের মানুষও বাংলাদেশি খাবারের স্বাদ নিতে আসছেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খাবার সম্পর্কে অন্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। ভবিষ্যতে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী মেন্যুতে আরও নতুন পদ যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

নিউইয়র্কের বহুজাতিক খাদ্যবাজারে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলোর উপস্থিতি প্রবাসী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করেছে। বিশেষ করে কুইন্স ও ব্রঙ্কসের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি খাবারের রেস্তোরাঁ স্থানীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কে হুইপ জি কে গউছকে সংবর্ধনা

ঢাকা–নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট চালুর দাবি

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঢাকানিউইয়র্ক রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিরা। একই সঙ্গে প্রবাসীদের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব, জাতীয় পরিচয়পত্র ও নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) সেবা সহজীকরণ এবং দেশে তাঁদের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ১০ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ ও হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ জি কে গউছের সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় এসব দাবি তুলে ধরেন প্রবাসীরা।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জি কে গউছ। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান ও গিয়াস আহমেদসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জি কে গউছকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে তাঁর উদ্দেশে মানপত্র পাঠ এবং সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় পর্বে প্রবাসীরা বাংলাদেশে যাতায়াত, নাগরিক সেবা এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

আলোচনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ঢাকানিউইয়র্ক সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুর দাবি।

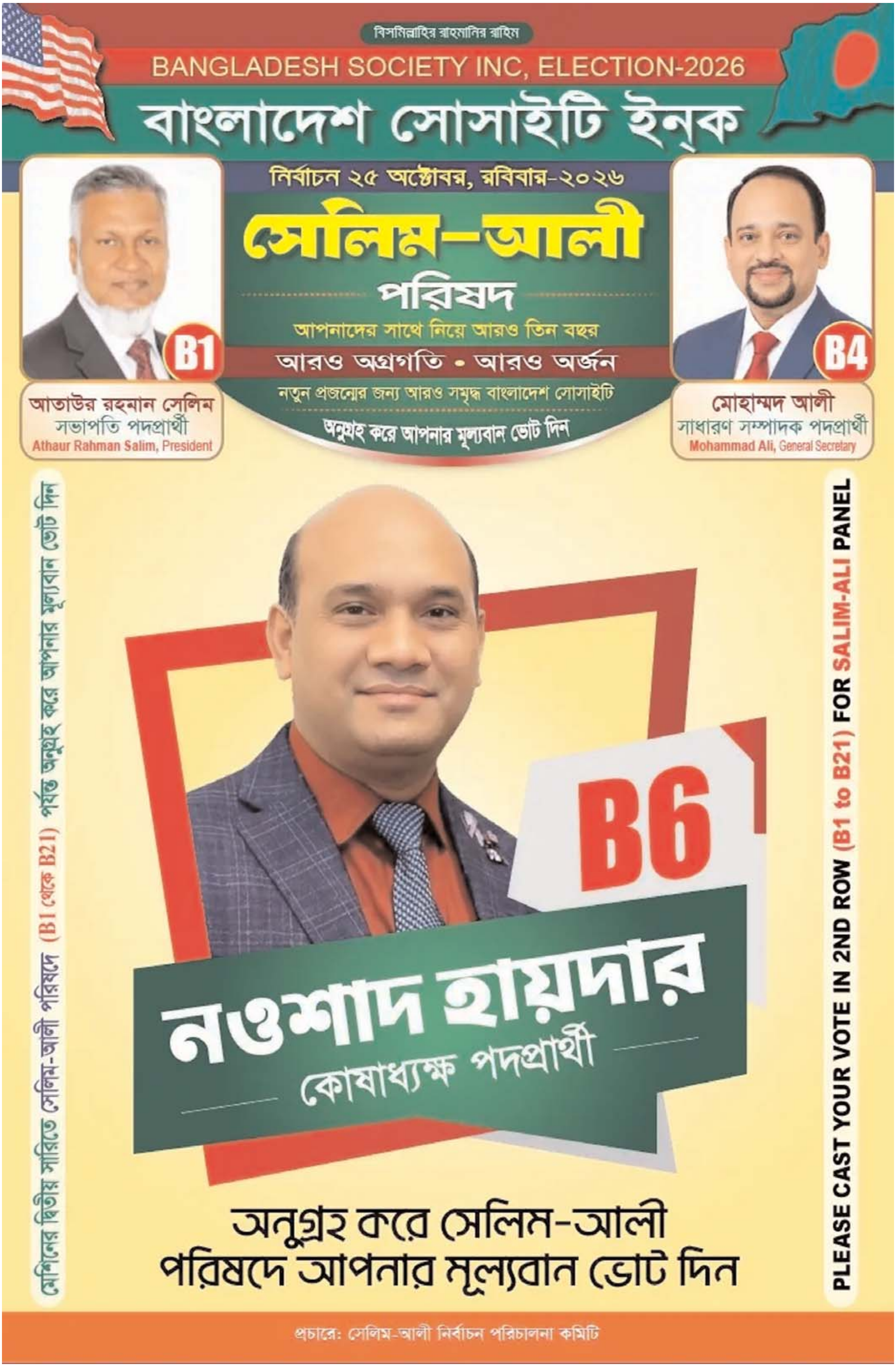
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪২
৩১ আশ্বিণ ১৪৩৩ ■ ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
১৬ অক্টোবর ২০২৬ ■ শুক্রবার
www.khabor.com

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে ৪০ হাজার অভিবাসী গ্রেপ্তার

মশিউর রহমান

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে প্রায় ৪০ হাজার অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই)। সরকারি নথি বিশ্লেষণ করে এমন চিত্র তুলে ধরেছে সংবাদমাধ্যম গথামিস্ট। 'ডিপোর্টেশন ডেটা প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে পাওয়া এসব তথ্য অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই লাতিন আমেরিকান পুরুষ। তাঁদের বড় অংশের বিরুদ্ধে আগে কোনো অপরাধের রেকর্ড ছিল না।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১৮ মাসে এই দুই অঙ্গরাজ্যে গ্রেফতারের সংখ্যা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের শেষ ১৮ মাসের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের ৪১ শতাংশের বেশি ইতিমধ্যে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আরও ২২ শতাংশ গ্রেফতারের পর নিজেরাই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে গেছেন বলে তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ১৯ হাজার ৫০০-এর বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৮০০-এর বেশি গ্রেফতারির ঘটনা ঘটেছে নিউইয়র্ক সিটিতে। শহরের পাঁচ বরোর মধ্যে অভিবাসী-অধ্যুষিত কুইন্সে গ্রেফতারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যেসব ঘটনার নির্দিষ্ট এলাকার তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোর মধ্যে কুইন্সে অন্তত ২ হাজার ২০২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জামাইকা, করোনা ও ফ্লাশিং এলাকায় এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে।

অন্য বরোগুলোর মধ্যে ব্রুকলিনে ৫৫৫ জন, ব্রঙ্কসে ৫১৪ জন, স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে ১১৫ জন এবং ম্যানহাটনে ৬১ জন গ্রেফতার হয়েছেন। তবে প্রায় ৫ হাজার ৪০০টি গ্রেফতারির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাড়ার নাম উল্লেখ না করে শুধু 'নিউইয়র্ক' লেখা হয়েছে। শহরের বাইরে লং আইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টি এবং পশ্চিম নিউইয়র্কের ইরি কাউন্টিতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি এলাকায় গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। নিউজার্সিতে গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার ৮০০। রাজ্যটিতে ফেডারেল দপ্তর, ইমিগ্রেশন আদালত ও আইসিইর কার্যালয়ের আশপাশে গ্রেফতারের ঘটনা বিশেষভাবে বেশি। নিউজার্সির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রেফতার হয়েছে এমন একটি এলাকায়, যেখানে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ জনকে আটক করা হয়েছে। সেখানে একটি ফেডারেল ইমিগ্রেশন আদালত ও আইসিইর চেক-ইন কার্যালয় রয়েছে। এলিজাবেথ শহরে গ্রেফতারের সংখ্যা ১ হাজার ১০০ ছাড়িয়েছে। ইমিগ্রেশন আদালত থাকার কারণে শহরটি গ্রেফতারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। চেক-ইন কার্যালয় থাকা মাউন্ট লরেলও গ্রেফতারের শীর্ষ এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে। ফোর্ট ডিক্স সামরিক ঘাঁটির ফেডারেল কারাগার থেকেও বহু বন্দিকে আইসিইর হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্লেনফিল্ড, কিয়ার্নি ও ফ্রিহোল্ডের মতো লাতিনো-অধ্যুষিত শহরগুলোতেও বড় পরিসরে অভিযান চালানো হয়েছে। গথামিস্টের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আইসিইর মাঠপর্যায়ের কার্যালয়, চেক-ইন অফিস এবং ইমিগ্রেশন আদালতগুলো গ্রেফতারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত অভিবাসন শুনানিতে অংশ নিতে কিংবা নির্ধারিত হাজিরা দিতে আসা ব্যক্তিদেরও এসব স্থানে গ্রেফতার করা হচ্ছে। লং আইল্যান্ডের বেথপেজে অবস্থিত একটি আশ্রয়-সংক্রান্ত দপ্তরে প্রায় ৩৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেখানে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এক তথ্য বিশ্লেষককে গ্রেফতারের ঘটনা নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পরে ওই ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় পান। এমনকি চেক-ইন কার্যালয় থাকা চ্যাম্পলেইন ও বলস্টনের মতো ছোট শহরও গ্রেফতারের সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষ ১৫টি এলাকার তালিকায় উঠে এসেছে। অর্থাৎ, বড় শহর বা জনবহুল অভিবাসী এলাকা ছাড়াও প্রশাসনিক দপ্তরকেন্দ্রিক অভিযান গ্রেফতারের পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই লাতিন আমেরিকান পুরুষ
- লং আইল্যান্ডের একটি এলাকায় ১ হাজার ১১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে
- প্রায় ৯ হাজার গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে নিউইয়র্ক সিটিতে

নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান, ছয় শতাধিক অতিথির অংশগ্রহণে জমকালো আয়োজন

বাপার দশম বার্ষিক ডিনারে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা কমিশনারের

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা, পেশাদারত্ব ও জনসেবায় অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্কের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। একই সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালনকালে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

গত ৯ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের কুইন্সে ডিএ মাইকেল ইলাজিও পার্টি হলে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) দশম

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৫১ কোটি ৩০ লাখ ডলার

প্রবাসী আয় বেড়েছে ২১ দশমিক ৬ শতাংশ

ঢাকা প্রতিনিধি

চলতি অক্টোবর মাসের প্রথম পাঁচ দিনেই বাংলাদেশে ৫১ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ অর্থের পরিমাণ ৯ কোটি ১০ লাখ ডলার বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬২৭ অর্থবছরের শুরু থেকেই প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ১ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে মোট ৫১৩ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই পাঁচ দিনে এসেছিল ৪২২ মিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২১ দশমিক ৬ শতাংশ।

প্রবাসী আয়ের এই বৃদ্ধি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ইতিবাচক বলে মনে করছেন অর্থনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তবে রেমিট্যান্স বাড়লেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক লেনদেনের চাপ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৬২৭ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে মোট ৯ দশমিক ১০৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ পরিমাণ ছিল ৮ দশমিক ০০৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, অর্থবছরের প্রথম তিন মাস ও অক্টোবরের প্রথম পাঁচ দিন মিলিয়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ১ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধি শুধু অক্টোবরের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; অর্থবছরের শুরু থেকেই আগের বছরের তুলনায় বেশি অর্থ দেশে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরিবারগুলোর ভোগব্যয় নির্বাহে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল অঞ্চলের বহু পরিবার প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের ওপর নির্ভরশীল। এই অর্থের একটি অংশ

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ক্যাটি জাকারিয়া হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের নতুন প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাষ্যকার ক্যাটি জাকারিয়াকে নিয়োগ দিয়েছেন। গত শুক্রবার (৯ অক্টোবর) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এ নিয়োগের ঘোষণা দেন তিনি। জাকারিয়া হোয়াইট হাউসের সাবেক প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিটের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গত আগস্টে লেভিট দায়িত্ব ছাড়ার পর হোয়াইট হাউসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই পদে নতুন মুখ হিসেবে জাকারিয়াকে বেছে নেন ট্রাম্প।

নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প জাকারিয়াকে দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শুরু থেকেই জাকারিয়া তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছেন। ট্রাম্প তাঁকে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা মাগা আন্দোলনের একজন নিবেদিত সমর্থক হিসেবেও বর্ণনা করেন। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের আগে জাকারিয়া ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপের জ্যেষ্ঠ যোগাযোগবিষয়ক

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

'সেলিম-আলী' পরিষদের সমর্থনে নির্বাচনী সভা

স্যামুয়েল এস. পিনারু

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে নিউইয়র্কে 'সেলিমআলী' পরিষদের সমর্থনে গণসমর্থন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংগঠনটির কার্যক্রম আধুনিকায়ন, নতুন অভিবাসীদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরিষদের প্রার্থীরা।

আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৪ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় কুইন্সের জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে এ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক। এতে পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীসহ পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের সদস্য, বাংলাদেশ সোসাইটির ভোটার এবং স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম তাঁদের বক্তব্যে 'সেলিমুআলী' পরিষদকে সমর্থন দেওয়ার কারণ তুলে ধরেন।

তাঁরা বলেন, নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক ও সাংগঠনিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সমর্থনে প্রবাসী ঢাকাবাসীর নির্বাচনী সভা

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে নিউইয়র্কে 'কুনুফিরোজ' প্যানেলের সমর্থনে মতবিনিময় সভা করেছেন বৃহত্তর ঢাকার প্রবাসী বাসিন্দাদের একটি অংশ।

সভায় সংগঠনটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের জবাবদিহি এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সোসাইটির

কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা এবং নতুন অভিবাসীদের সহায়তায় উদ্যোগ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন প্যানেলের প্রার্থীরা।

আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডে কুইন্স প্যালেসে এ সভার আয়োজন করা হয়।

'নিউইয়র্ক প্রবাসী বৃহত্তর ঢাকাবাসী'র ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস ও বাফেলোসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের তিন প্রার্থী–সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন এবং সাহিত্য সম্পাদক

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

'সেলিম-আলী' পরিষদের সমর্থনে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের নির্বাচনী সভা

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে নিউইয়র্কে 'সেলিমআলী' পরিষদের সমর্থনে নির্বাচনী ও মতবিনিময় সভা করেছেন প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীরা।

সভায় সংগঠনটির আধুনিকায়ন, প্রবাসীদের জন্য সমন্বিত সেবা, নতুন অভিবাসীদের কর্মসংস্থান এবং তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পরিষদের প্রার্থীরা।

আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুইন্সের জ্যামাইকার জেশন পার্টি হলে এ সভার আয়োজন করে 'প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী, নিউইয়র্ক'।

এতে কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রবাসী বাসিন্দা, বাংলাদেশ সোসাইটির ভোটার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ড এবং বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান সিরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচনায় অংশ নেন 'সেলিমআলী' পরিষদের সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , **প্রকাশক ও সম্পাদক:** মো মশিউর রহমান মজুমদার, **বার্তা সম্পাদক:** রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com